যরবে কলীম

ইকবাল

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

যরবে কলীম

(اقبال کے فکروشعور کی تلاش)

যর্‌বে কলীম

বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

مترجم نعیم الرحمان

ইকবাল

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

আল্লামা ইকবাল সংসদ

যরবে কলীম ঃ ইকবাল
অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব
প্রকাশক
কামাল উদ্দীন আহমদ
প্রকাশনা সম্পাদক
আল্লামা ইকবাল সংসদ
১০৯, নাজিমউদ্দীন রোড
ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯৪
পৌষ ১৪০০
শাবান ১৪১৪
আইসপ্র—২০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
হামিদুল ইসলাম
লিপিসজ্জা
কম্পিউটার কম্পোজ
আরামবাগ, ঢাকা
মুদ্রণ
মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৪৩/বি আরামবাগ, ঢাকা
মূল্য ঃ ৮০ টাকা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
31034
LAHORE

Zarbe kaleem : Iqbal
Translated by
Abdul Mannan Talib
Published by
Allama Iqbal Sangsad
109, Nazimuddin Road, Dhaka
First Edition January 1994
Price : Taka 80.00 US$ 5

স্থানের গণ্ডিমুক্ত মানুষের স্বাধীন মানস
প্রভাত বায়ুর মত গতিশীল সমীরণ সৃষ্টি করো
তোমার পাষাণ চিরে নির্গত হোক সহস্র প্রস্রবণ
খুদীর সমুদ্রে ডুবে কলীমের আঘাত সৃষ্টি করো।

–ইকবাল

লেখকের অন্যান্য বই

* ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান
* সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা
* ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট
* বাংলাদেশে ইসলাম
* ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন
* ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন
* অবরুদ্ধ জীবনের কথা
* কে রাজা?
* হাতিসেনা কুপোকাত
* মজার গল্প

পূর্বকথা

কবিতা জীবন, কবিতা মৃত্যু। আর মৃত্যু অনন্ত জীবনের প্রবেশ পথ। তাই কবিতা জীবন থেকে অন্তহীন জীবনের পথে একজন সুসজ্জিত যাত্রী। জিব্রীল যে অনন্ত জীবনের পয়গাম আনেন, নবী যে পয়গামের আলোকে মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলেন কবিতায় তারই সুর ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত। মহাপ্রলয়ের যে বিউগল হাতে নিয়ে ইসরাফীল দীর্ঘকাল থেকে প্রতীক্ষারত আছেন, জীবন শেষের যে কান্নায় হেসে ওঠে জীবন সূচনা, কবিতা তারই মুখবন্ধ। ইকবালের কবিতার এ–ই হলো সারৎসার।

বিশ শতকের একেবারে গোড়াতেই এমন এক সময়ে কবির আবির্ভাব যখন পশ্চিমী দুনিয়ায় চিন্তার ক্ষেত্রে চলছে নতুন ভাঙাগড়ার আয়োজন। মেশিনের ধোঁয়ায় ইউরোপের নগর–বন্দরের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন। কলকারখানায় শ্রমরত মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ পুঁজিপতির সম্পদের ভাণ্ডার প্রতিদিন স্ফীত হয়ে চলেছে। গৃহের চৌহদ্দী পেরিয়ে মেয়েরা পুরুষদের সাথে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েছে। ইউরোপে সংসার জীবনে ভাঙন দেখা দিয়েছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষকে গোলামে পরিণত করেছে। উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণে এসব এলাকায় অর্থনৈতিক দারিদ্র, সামাজিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার বিস্তৃতি ঘটে চলেছে। ইউরোপে ধর্ম গীর্জার চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দর্শনে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমের বস্তুবাদী সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে।

আর প্রাচ্যের অবস্থা তখন কেমন? প্রাচ্যের দিনগুলো তখন রাতের মতোই আঁধার। পশ্চিমের সূর্যই এখানকার আকাশে কিরণ দিচ্ছে। জ্ঞান, সভ্যতা, শিক্ষা, দর্শন সবকিছুই আসছে ইউরোপ থেকে। শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব নয়, ইউরোপের মানসিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের তখন যৌবনকাল। প্রাচ্যের প্রধান পুরুষ মুসলিমের দুরবস্থা সবার চেয়ে বেশী। উসমানী খিলাফত "রুগ্ন পুরুষ" রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। হাজার বছর ধরে সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দান করার পর আরব–অনারব মুসলিম মানসে এক প্রকার নির্জীবতা বাসা বেঁধেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তারা। শত শত বছরের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, ভাবধারা ও আদর্শ থেকে তাদের বিচ্যুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই ইউরোপ হয়েছে নতুন সভ্যতার বাহক এবং মুসলিম তার গ্রাহক।

ইকবাল নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত। পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারার তিনি একজন বড় পাঠক, পর্যবেক্ষক ও সমালোচক। এই সাথে প্রাচ্য জীবনধারা ও জীবন দর্শনের সাথেও তিনি পরিচিত। ইসলামী চিন্তা, ভাবধারা ও জীবন দর্শনে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। পাশ্চাত্য ও ইসলামী ভাবধারা ও জীবন দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ তাঁর বৈশিষ্ট। এ দৃষ্টিতে তিনি বিশ শতকের বিশ্ব মানবতার সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। এই ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের ফলাফলই তাঁর কবিতা।

ইকবাল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, মানুষ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও গভীর চিন্তাশীল। তবুও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে প্রতি যুগেই মানুষ বড় বড় ভুল করে এসেছে। এক্ষেত্রে আল্লাহর অহী সমস্ত ভুলের উর্ধে। আল্লাহ মানুষের এবং বিশ্ব প্রকৃতি ও পরিবেশের স্রষ্টা। মানুষের প্রকৃতি তিনিই নির্ধারণ করেছেন। তিনি জানেন, মানুষের দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা। কাজেই মানুষের জন্য কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ এবং কোন্‌টা কল্যাণকর ও কোন্‌টা অকল্যাণকর তা তিনি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী করে নির্ভুলভাবে জানেন। তাই আল্লাহর অহী মানুষের জন্য একমাত্র সঠিক পথ নির্দেশক। এ দৃষ্টিতে ইকবাল বিশ্ব মানবতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আপাত

চাকচিক্যে মুগ্ধ না হয়ে গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার শুধুমাত্র কল্যাণকর বিষয়টুকু গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশ্চাত্যকে তার গলদগুলো তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন গরীবকে শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পুঁজিবাদী ব্যাংকিং সম্পর্কে বলেছেন, ''যাহির মেঁ তিজারত বাতিন মেঁ জুয়া হ্যায়'–বাইর থেকে দেখতে তেজারতি প্রতিষ্ঠান কিন্তু আসলে ভেতরে জুয়ার আড্ডাখানা। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন ঃ সেখানে মানুষের মাথা গণনা করা হয় কিন্তু মানবতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে গণতন্ত্র অদ্ভুত প্রহসনে পরিণত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারা এবং বলশেভিক রাশিয়ায় কম্যুনিজমের বিস্তারও তিনি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একে পুঁজিবাদী শোষণের প্রতিক্রিয়ামূলক একটি বিভ্রান্ত ও নিষ্ফল পদক্ষেপ রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

আধুনিক বিশ্বে মানুষের জন্য সঠিক ও কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি মর্দে মুমিন ও মর্দে মুসলিমকে আহবান জানিয়েছেন। ইকবালের মর্দে মুমিন ও মর্দে মুসলিম কোনো গতানুগতিক বা নিছক বংশানুক্রমিক মুসলমান নয়। তথাকথিত সংকীর্ণ ও গোষ্ঠীগত মুসলিম জাতীয়তার ধারক তিনি নন। আল্লাহ বিশ্বাসী আল্লাহর অনুগত ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসারী ব্যক্তিবর্গই তাঁর লক্ষ। ইকবাল নিছক কিছু চিন্তার উন্মেষ সাধন করেই ক্ষান্ত হননি বরং সংগে সংগে এর ভিত্তিতে মানুষের জন্য সুন্দর পথ রচনাও করেছেন। এভাবে তাঁর দর্শন চিন্তা ও চিন্তার প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

ইকবাল উর্দূ ও ফারসী উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করেন। 'বাঙ্গে দারা', 'বালে জিব্রীল' ও 'যরবে কলীম' তিনটি বই লিখেছেন উর্দূতে। 'আরমগানে হিজায'–এর কিছু কবিতা উর্দূতে লিখেছেন। বাকি এর অধিকাংশ কবিতা ফারসীতে লেখা। এছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ফারসীতে লেখা। সেগুলো 'আসরারে খুদী, 'রুমুযে বেখুদী', 'পায়ামে মাশরিক', 'যাবূরে আজম', 'জাবীদ নামা', 'পাস্ চে বায়াদ কারদ্ আয় আক্ওয়ামে গারব'।

ইকবালের কবিতা গভীর দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ হলেও নিছক বা নিরস দর্শন যাকে বলে তা–এর কোথাও নেই। এর ফলে এর শৈল্পিক মানও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি। মানুষের জন্য তিনি কবিতা লিখেছেন, নিছক দর্শন চর্চা করার জন্য নয়। তাছাড়া তাঁর কবিতায় ইতিহাস সচেতনতাও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইকবালের জীবদ্দশায়ই তাঁর কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হবার কাজ শুরু হয়। তাঁর শিক্ষক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নিকলসনই ১৯২০ সালে তাঁর বিখ্যাত ফারসী কাব্যগ্রন্থ 'আসরারে খুদী' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এর ফলে সমগ্র পাশ্চাত্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে ইকবাল কোনো অপরিচিত কবি নন। চল্লিশের দশক থেকেই তাঁর কবিতা বাংলায় অনূদিত হতে থেকেছে। তাঁর কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বিশ্বমানবতাকে ধ্বংসের গভীর আবর্ত থেকে উদ্ধার করার যে আর্তি তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে তার অন্তরঙ্গ সুর বাংলার মানসকে আচ্ছন্ন করেছে। বিশেষ করে বাংলার মুসলিম মানস তাঁর কবিতার মধ্যে আত্ম আবিষ্কারের সকল আয়োজনই প্রত্যক্ষ করেছে। সমগ্র উপমহাদেশের মতো বাংলারও তিনি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি।

১৮৭৭ সালে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ইকবালের জন্ম। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল।

যরবে কলীম ১৯৩৬ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর দুবছর পরে কবির ইন্তিকাল হয়। যরবে কলীম তাঁর পরিণত বয়সের লেখা। এ জন্য তাঁর চিন্তাধারা এখানে এতই সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ যে, পাঠক মাত্রই তার প্রভাব গ্রহণ না করে পারেন না।

'যরবে কলীম'–এর অর্থ কলীমের আঘাত। কলীম হচ্ছেন হযরত মূসা কলীমুল্লাহ। অর্থাৎ হযরত মূসা যেমন তাঁর লাঠির আঘাতে পাথরের বুক বিদীর্ণ করে ঝরণা ধারা প্রবাহিত করেছিলেন ইকবাল ঠিক

তেমনি এ কবিতাগুলোর মাধ্যমে জাতির স্পন্দনহীন দেহে আবার নতুন প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করতে এবং ঘুমন্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলতে চান। বইয়ের নামকরণে কবি নিজেই একথা প্রকাশ করেছেন। মুসলমান জেগে উঠুক, আত্ম-বিশ্লেষণ করুক এবং আত্মশক্তি উপলব্ধি করে বর্তমান যুগের অমানবিক জুলুম, নিপীড়ন, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুক-এটিই কবির একান্ত কামনা। কবি বিশ্বাস করেন, একমাত্র আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাসী একটি সত্যাশ্রয়ী মানবগোষ্ঠীই বিশ্ব মানবতাকে জুলুম-শোষণ মুক্ত করতে পারে।

বর্তমান যুগ বলতে তিনি বিশেষ কোনো সময় বা কাল মনে করেন না। বরং বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা যে ধর্মবৈরিতার আমদানি করেছে এবং এর ফলে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে সেদিকেই তিনি অংগুলি নির্দেশ করেছেন। 'আরমগানে হিজায' কাব্যগ্রন্থে কবি বলেছেনঃ

'নিষ্কৃতি চাই এ যুগের ধ্বংসকারিতা থেকে, কেননা

রাষ্ট্র শাসনের নামে সে চালিয়েছে শয়তানী রীতি।'

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনগড়া মতবাদের বিভ্রান্তিকে ইকবাল কল্পিত মিথ্যা খোদার সাথে তুলনা করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে তিনি বিভিন্নভাবে এ মতবাদগুলো বিশ্লেষণ করেছেন এবং এগুলোর বিভ্রান্তির তিলিস্‌মাতি থেকে সফলতার সাথে বের হয়ে আসার পথও নির্দেশ করেছেন। তিনি মুসলমানকে খুদীর সমুদ্রে ডুব দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। খুদীর সমুদ্রে ডুব দেবার মানে হচ্ছে, আপন সত্তাকে পূর্ণরূপে জানা ও চিনে নেয়া। এ জন্য প্রথমে নিজেকে অধ্যয়ন করতে হবে। নিজের অন্তরকে অধ্যয়ন করতে হবে। নিজের সত্তা ও নফ্‌স সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। তারপর নিজেকে গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের নফ্‌স বা খুদীর প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিমাপ করে নির্ভুল পথে তাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

'যরবে কলীম'-এ মূলত ইকবাল মুসলিম জাতির পতনের কারণ এবং জাতি হিসেবে পুনরায় তার দুনিয়ায় কর্তৃত্বশালী হবার পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পূর্বে মুসলমানদের চিন্তায় জড়তা দেখা দেয়। তাদের মৌলিক চিন্তার স্রোত প্রায় শুকিয়ে যায়। সমগ্র জাতিই 'তাকলীদ' তথা অন্ধ অনুসৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতা তার আপাত মনোমুগ্ধকর মতবাদ নিয়ে হাজির হয়। এই সংগে মুসলিম এলাকাগুলোতে পাশ্চাত্য তার রাজনৈতিক আধিপত্যও বিস্তার করে। রাজনৈতিক দাসত্বের ফলে পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্বও মুসলমানদের জন্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডকে মুসলমানরা গ্রহণ করে নেয়। অথচ এ মানদণ্ড ছিল ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কবি কেমন চমৎকারভাবে বলেছেনঃ

'একদা যা মন্দ ছিল ধীরে ধীরে তা-ই হলো ভালো

কেননা গোলামীতে পরিবর্তিত হয় জাতির বিবেক।'

তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে কবি জিহাদ ঘোষণা করেছেন। কবির ভাষায় মুসলমান হলো 'মর্দে হুর্'- স্বাধীন পুরুষ। তার আত্মাকে কেউ বন্দী করতে পারে না। মানুষের মনগড়া মতবাদের কাছে সে নতি স্বীকার করতে পারে না। সে মাথানত করে একমাত্র আল্লাহর কাছে। কুরআনের আলোকে রসূলের নির্দেশিত পথে সে অগ্রসর হয়। মুসলমান হচ্ছে 'মর্দে মুমিন' ও 'মর্দে মুজাহিদ'। আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস তার হৃদয়ে শক্তি যোগায়, তার আবেগকে স্বতস্ফূর্ত করে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কে তার সংগে এলো আর কে এলো না, এর কোনো পরোয়াই সে করে না। তার জিহাদী মনোবৃত্তি অনুভব করে শয়তানের সমগ্র সত্তা কেঁপে ওঠে এক অজানা আশংকায়। মুজাদ্দিদে আলফি সানির ন্যায় একজন মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদ ও দুর্বল ফকীর একাকী দাঁড়িয়ে যান মহাপরাক্রমশালী

শাহানশাহ জালালুদ্দীন আকবরের ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। ভয় করেননি তিনি বাদশাহ জাহাংগীরের রক্ত চক্ষুকে। একাকী মোগল শক্তির মোকাবিলা করেন।

মুজাদ্দিদে আল্‌ফি সানির ঈমান ও জিহাদী প্রেরণা ইকবাল মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চান। ইকবালের মতে, মুসলমানরা যখন পাশ্চাত্য ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে ইসলামকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও গ্রহণ করতে সক্ষম হবে তখনই তাদের মধ্যে মুজাদ্দিদে আল্‌ফি সানির ঈমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি হবে। আর একমাত্র তখনই মুসলমানরা দুনিয়ার জীবনে সাফল্য লাভ করতে এবং বিশ্বে কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

ইকবালের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'যরবে কলীম' সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উপমহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে মুসলিম মিল্লাতের বুকে ইকবাল চিন্তা যে নতুন প্রাণের জোয়ার এনেছে তা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি আমরা। এমন কি ইকবালের কবিতা আরবীতে অনূদিত হয়ে আজ সমগ্র আরবী সাহিত্য অংগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আরবী ভাষাভাষী এলাকার মুসলিম মিল্লাত ইকবাল সাহিত্যে তাদের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল কাব্য অনূদিত হয়ে ইউরোপবাসীদের জন্য নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করছে। আজ আমাদের সাহিত্য অংগনে যে জড়তা, বিভ্রান্তি, দিকভ্রষ্টতা ও হতাশা বিরাজ করছে তা দূর করার একমাত্র পথ ইকবাল সাহিত্য চর্চা।

এসব দিক বিবেচনা করে ১৯৬২ সালে আমি 'যরবে কলীম' অনুবাদ করি। কিন্তু গত তিরিশ বছরের মধ্যে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এক সময় এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিই হারিয়ে যায়। তারপর আবার পনের বিশ বছর পরে আল্লাহর মেহেরবানীতে পাণ্ডুলিপি হাতে আসে। তখন থেকে এটি নতুন করে পরিমার্জনা করার কাজে হাত দেই। বর্তমানে বলতে গেলে মূলত ঢাকাস্থ আল্লামা ইকবাল সংসদের সম্পাদক আমাদের একান্ত স্নেহভাজন মওলানা আবদুল ওয়াহিদের বারবার তাগাদা ও অত্যধিক আগ্রহের ফলেই 'যরবে কলীম' বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দেবার সুযোগ পাচ্ছি। এখন অনুবাদ কতটুকু হৃদয়গ্রাহী এবং সাহিত্য মান ও কাব্যগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে তা মননশীল পাঠকবর্গই বলতে পারবেন। তবে ইকবালের চিন্তা বাংলায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি এতটুকুতেই আমি পরিতৃপ্ত।

শুধু এ কাব্যগ্রন্থেই নয়, ইকবালের কবিতার বৈশিষ্টই হচ্ছে, বিশাল চিন্তা ও বক্তব্যকে গুটিকয় ছত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। তাই আমি পাঠকবর্গকে কবির চিন্তার সাথে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য কয়েক জায়গায় কিছু ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। আশা করি কবির বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে এগুলো পাঠকবর্গকে সাহায্য করবে।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা

১৭ জুলাই ১৯৯৩

ভূপালের শাসনকর্তা নওয়াব স্যার হামীদুল্লাহ খানের খিদমতে

এশিয়ার জাতিদের সাথে
জামানার দেখো কী বিচিত্র ব্যবহার
এ কাহিনী লেখার অবকাশ নেই কারো,
দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দিয়ে স্পর্শ করেছো তুমি
আমার অন্তরদেশ
তোমার চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত সবই,
ধরো ধরো বসন্তের এ সম্পদ
আমার ডালি থেকে, কেননা
তোমার হাতে অমলিন ফুলের সাজি
বৃক্ষশাখা হতেও।

পাঠকের প্রতি

জীবনের পরম সত্য
যতদিন হবে না তীক্ষ্ণ তোমার দৃষ্টিতে
পাথরের সাহচর্য লাভে অক্ষম হবে
তোমার কাঁচের পাত্র,
এখানে প্রয়োজন শুধু
বাহুর শক্তি আর প্রচন্ড আঘাত,
সমর ক্ষেত্রে তুমি
সংগীত লহরীর করো না প্রত্যাশা,
হৃদয় আর কলিজার খুনে
গড়ে ওঠে জীবন সম্পদ
প্রকৃতি জলতরংগ নয় হে মানুষ
রক্তের প্রপাত।

মুখবন্ধ

এক

মন্দিরে বা মসজিদে নেই খুদীর জাগরণ
প্রাচ্যে জাতির আত্মা উন্মাদ আফিমের নেশায়,
পৃথিবীর হাংগামা যদি সহজ না হয় তোমার জন্য
তাহলে স্বর্গের চিন্তার মত্ততা হবে বৃথা।
মৃত্যু–চিন্তা থেকে তোমার মুক্তি সম্ভব নয়
কারণ খুদীকে মনে করো তুমি মাটির মূর্তি,
জামানা লুকাতে অক্ষম তার শতেক ঘটনাবলী
তোমার অন্তরাল হলো দৃষ্টি ও দিলের অপবিত্রতা।
এশিয়ার শক্তিকণা পেয়েছি আমি
আমার স্ফুলিংগে আছে ঔদ্ধত্য ও নির্ভীকতা।

দুই

মজলিস সাজিয়ে তুমি পাতকী হলে ইকবাল
যদিও স্বল্পস্থায়ী তুমি জামানার মত,
আফিমের নেশায় অভ্যস্ত ছিল যেসব দুর্ভাগা
তোমার আহবানে পেল তারা উন্নত জীবনের স্বাদ।
যেসব ভগ্নপক্ষ তুষ্ট ছিল সরাইখানার উঠানে
নীলাকাশের বুকে ওড়ার জন্য উন্মাদ তারা আজ,
তোমার শাস্তিঃ
প্রভাতী আযান হতে বঞ্চিত হলে তুমি
প্রেমের স্থান, আনন্দ ও দৃষ্টি
হতে বঞ্চিত হলে তুমি।

কবিতাসূচী

ইসলাম ও মুসলমান
১ প্রভাত ১৯
২ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০
৩ তক্‌দীর নির্ভরতা ২১
৪ মি'রাজ ২১
৫ এক দর্শন বিভ্রান্ত সাইয়েদের নামে ২২
৬ পৃথিবী ও আকাশ ২৩
৭ মুসলিমের পতন ২৩
৮ জ্ঞান ও প্রেম ২৪
৯ ইজতিহাদ ২৫
১০ কৃতজ্ঞতা ও অভিযোগ ২৬
১১ যিকির ও ফিকির ২৭
১২ হরমের ইমাম ২৭
১৩ তক্‌দীর ২৮
১৪ তওহীদ ২৯
১৫ ইল্‌ম ও দীন ২৯
১৬ ভারতীয় মুসলমান ৩০
১৭ অস্ত্র স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে ৩০
১৮ জিহাদ ৩১
১৯ শক্তি ও দীন ৩২
২০ ফকিরী ও বাদশাহী ৩২
২১ ইসলাম ৩৩
২২ চিরন্তন জীবন ৩৩
২৩ বাদশাহী ৩৪
২৪ সুফীকে ৩৪
২৫ ফিরিংগী মুগ্ধ ৩৫
২৬ তাসাউফ ৩৬
২৭ ভারতীয় ইসলাম ৩৬
২৮ পুনরুজ্জীবন ৩৭
২৯ দুনিয়া ৩৭
৩০ নামায ৩৮
৩১ অহী ৩৮
৩২ পরাজয় ৩৯
৩৩ প্রজ্ঞা ও হৃদয় ৩৯
৩৪ কর্মোন্মাদনা ৪০
৩৫ কবর ৪০
৩৬ কলন্দরের পরিচয় ৪১
৩৭ দর্শন ৪১
৩৮ মর্দে খোদা ৪২
৩৯ কাফের ও মুমিন ৪২
৪০ সত্যাশ্রয়ী মেহ্‌দী ৪৩
৪১ মুমিন ৪৩
৪২ মুহাম্মদ আলী বাব ৪৪
৪৩ তক্‌দীর ঃ ইবলিস ও আল্লাহ ৪৫
৪৪ হে মুহম্মদের আত্মা ৪৬
৪৫ ইসলামী জীবনবোধ ৪৬
৪৬ নেতৃত্ব ৪৭
৪৭ ফকিরী ও রাহিবী ৪৭
৪৮ তাসলীম ও রিজামন্দী ৪৮
৪৯ প্রেম ও ফকিরী ৪৮
৫০ তওহীদ তত্ত্ব ৪৯
৫১ ইল্‌হাম ও আজাদী ৪৯
৫২ প্রাণ ও দেহ ৫০
৫৩ লাহোর ও করাচী ৫০
৫৪ নবুওয়াত ৫১
৫৫ আদম ৫১
৫৬ মক্‌কা ও জেনেভা ৫২
৫৭ হে হরমের পীর ৫২
৫৮ মেহ্‌দী ৫৩
৫৯ মর্দে মুসলমান ৫৩
৬০ পাঞ্জাবী মুসলমান ৫৪
৬১ আজাদী ৫৪
৬২ ফিরিংগিস্তানে ইসলাম প্রচার ৫৫
৬৩ লা ও ইল্লা ৫৫
৬৪ আরব আমীরদের প্রতি ৫৬

কবিতাসূচী

৬৫ আল্লার নির্দেশ ৫৬
৬৬ মৃত্যু ৫৭
৬৭ কুম্ বিইয্‌নিল্লাহ ৫৮

শিক্ষা ও অনুশীলন
৬৮ লক্ষবস্তু ৬১
৬৯ আধুনিক যুগের মানুষ ৬২
৭০ প্রাচ্যের জাতিরা ৬৩
৭১ চেতনা ৬৩
৭২ প্রাচ্যের সংস্কারকবৃন্দ ৬৩
৭৩ পাশ্চাত্য সভ্যতা ৬৪
৭৪ উন্মুক্ত রহস্য ৬৪
৭৫ দৃষ্টিভঙ্গি ৬৫
৭৬ টিপু সুলতানের অসিয়ত ৬৬
৭৭ জাগরণ ৬৭
৭৮ খুদীর প্রতিপালন ৬৭
৭৯ চিন্তার স্বাধীনতা ৬৮
৮০ খুদীর জীবন ৬৮
৮১ রাষ্ট্র ৬৯
৮২ ভারতীয় শিক্ষায়তন ৭০
৮৩ ভালো ও মন্দ ৭১
৮৪ অনুশীলন ৭২
৮৫ সম্মানীয় অতিথি ৭২
৮৬ খুদীর মৃত্যু ৭৩
৮৭ বর্তমান যুগ ৭৪
৮৮ ছাত্র ৭৪
৮৯ পরীক্ষা ৭৫
৯০ শিক্ষায়তন ৭৫
৯১ নীটশে ৭৬
৯২ শিক্ষক ৭৬
৯৩ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৭৭
৯৪ দীন ও শিক্ষা ৭৭
৯৫ জাবীদের প্রতি ৭৮–৮০

নারী
৯৬ ফিরিংগী পুরুষ ৮৩
৯৭ একটি প্রশ্ন ৮৩
৯৮ পর্‌দা ৮৩
৯৯ একান্তে ৮৪
১০০ নারী ৮৪
১০১ নারী স্বাধীনতা ৮৫
১০২ নারীর সংরক্ষণ ৮৫
১০৩ নারী ও শিক্ষা ৮৬
১০৪ নারী সত্তা ৮৬

সাহিত্য ও চারুকলা
১০৫ ধর্ম ও শিল্প ৮৯
১০৬ সৃষ্টি ৮৯
১০৭ উন্মাদনা ৯০
১০৮ আমার কবিতাকে ৯০
১০৯ প্যারিসের মসজিদ ৯০
১১০ সাহিত্য ৯১
১১১ দৃষ্টি ৯২
১১২ মসজিদ ইসলামের শক্তি ৯৩
১১৩ থিয়েটার ৯৩
১১৪ আশার শিখা ৯৪–৯৫
১১৫ আশা ৯৬
১১৬ প্রেমের দৃষ্টি ৯৭
১১৭ শিল্পীদের প্রতি ৯৮
১১৮ প্রাচ্যের জ্ঞান ৯৮
১১৯ অস্তিত্ব ৯৯
১২০ সংগীত ৯৯
১২১ মৃদুমন্দ বাতাস ও শিশির বিন্দু ১০০
১২২ মিসরের পিরামিড ১০১
১২৩ শিল্পের সৃষ্টি ১০১

কবিতাসূচী

১২৪ ইকবাল ১০১
১২৫ চারুকলা ১০২
১২৬ বাগিচায় প্রভাত ১০৩
১২৭ খাকানী ১০৪
১২৮ রুমী ১০৪
১২৯ অভিনবত্ব ১০৫
১৩০ মীর্জা বেদিল ১০৫
১৩১ শৌর্য ও সৌন্দর্য ১০৬
১৩২ চিত্রকর ১০৬
১৩৩ হালাল সংগীত ১০৭
১৩৪ হারাম সংগীত ১০৭
১৩৫ ফোয়ারা ১০৮
১৩৬ কবি ১০৮
১৩৭ অনারব কবিতা ১০৯
১৩৮ ভারতের শিল্পী সমাজ ১০৯
১৩৯ জ্ঞানবৃদ্ধ ১১০
১৪০ নতুন জগত ১১০
১৪১ নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন ১১১
১৪২ সংগীত ১১১
১৪৩ দৃষ্টির অভিরুচি ১১২
১৪৪ কবিতা ১১২
১৪৫ নৃত্য ও সংগীত ১১৩
১৪৬ সংযম ১১৩
১৪৭ নৃত্য ১১৪

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনীতি
১৪৮ সাম্যবাদ ১১৭
১৪৯ কার্ল মার্কসের আওয়াজ ১১৮
১৫০ বিপ্লব ১১৮
১৫১ খোশামোদ ১১৯
১৫২ পদমর্যাদা ১১৯
১৫৩ ইউরোপ ও ইহুদী ১২০
১৫৪ দাস মনোবৃত্তি ১২০
১৫৫ বলশেভিক রাশিয়া ১২১
১৫৬ আজ এবং কাল ১২১
১৫৭ প্রাচ্য ১২২
১৫৮ পাশ্চাত্যের রাজনীতি ১২২
১৫৯ খাজার কর্তৃত্ব ১২৩
১৬০ দাসের জন্য ১২৩
১৬১ মিসরবাসীদের প্রতি ১২৪
১৬২ আবিসিনিয়া ১২৪
১৬৩ প্রাচ্যের জাতিপুঞ্জ ১২৫
১৬৪ ইবলিসের ফরমান তার রাজনৈতিক সন্তানদের নামে ১২৫
১৬৫ চিরন্তন কর্তৃত্ব ১২৬
১৬৫ গণতন্ত্র ১২৬
১৬৭ ইউরোপ ও সিরিয়া ১২৭
১৬৮ মুসোলিনী ১২৭
১৬৯ অভিযোগ ১২৮
১৭০ কর্তৃত্ব স্থাপন ১২৮
১৭১ ধর্মহীন রাজনীতি ১২৯
১৭২ সভ্যতার ফাঁদ ১২৯
১৭৩ উপদেশ ১৩০
১৭৪ জাতিপুঞ্জ ১৩১
১৭৫ এক জল দস্যু ও সিকান্দার শাহ ১৩১
১৭৬ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ১৩২
১৭৭ রাজনৈতিক নেতা ১৩২
১৭৮ দাসত্বের মানসিকতা ১৩৩
১৭৯ গোলামের নামায ১৩৩
১৮০ ফিলিস্তিনী আরবদের প্রতি ১৩৪
১৮১ প্রাচ ও পাশ্চাত্য ১৩৪
১৮২ কর্তৃত্বের মনোবৃত্তি ১৩৫
১৮৩ মেহরাব গুল আফগানের চিন্তাধারা১৩৬–১৩৯
১৮৪ প্রয়োজনীয়ব্যাখ্যা ও টীকা ১৪১–১৫২

ইসলাম
ও
মুসলমান

প্রভাত

যে প্রভাতের উন্মেষ আজ
অথবা আগামী দিনে
উৎস তার প্রচ্ছন্ন আমার দৃষ্টিতে,
সৃষ্টির শয়নকক্ষ কেঁপে ওঠে
যে প্রভাতের প্রচণ্ড আঘাতে
জন্ম তার মুমিনের আজান ধ্বনিতে।

লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ

খুদীর গোপন রহস্য লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ
খুদী তরবারি শানপ্রস্তর তার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
এ যুগ সন্ধানে ফেরে তার ইবরাহীমের
সারাটা দুনিয়া হলো বুতখানা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
সওদা করেছো তুমি আত্ম–অহংকারের
লাভ–ক্ষতির প্রবঞ্চনা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
পার্থিব ধন–সম্পদ এই সম্পর্ক আত্মীয়তা
সন্দেহ–সংশয়ের বুত এরা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
স্থান–কালের উপবীত হয়েছে প্রজ্ঞা
অথচ স্থান–কাল অস্তিত্বহীন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
গুল্ ও লালা'র ঋতুর মুখাপেক্ষী নয় এ গীত
শীত ও বসন্ত সবেতেই লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
জামাতের আস্তিনে যদিও মূর্তি সংগোপনে
রয়েছে লুকিয়ে
প্রচারের নির্দেশ তবু আমার প্রতি
লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তক্‌দীর নির্ভরতা[১]

এ কুরআনের শিক্ষা দেখি আজ সংসার বৈরাগ্য
মুমিনকে করলো যে চন্দ্র ও সপ্তর্ষিমন্ডলের প্রভূ।
তক্‌দীরমুখী আজ তাদের সমস্ত কাজের ধারা
যাদের সংকল্পে নিহিত ছিল আল্লাহর তক্‌দীর।
একদা মন্দ ছিল যা ধীরে ধীরে তা–ই হলো ভালো।
কেননা দাসত্বে বদলে যায় জাতির বিবেক।

মি'রাজ

প্রেমের ব্যাকুলতা যে রেণুকে দেয় উড়বার আনন্দ–স্বাদ
চন্দ্র ও সূর্যকে বিধ্বস্ত করতে পারে সে।
বাজপাখির সংগ্রাম হে বন্ধু মোটেই কঠিন নয়
তিতির পাখির প্রাণ যদি পায় উষ্ণতার পরশ।
মুসলিম তীর যেন, লক্ষ তার সপ্তর্ষির প্রাণ
প্রাণের গভীরে ঢাকা
এ মি'রাজ শুধু এক তত্ত্ব মহান।
'আন্‌নজম' সূরার অর্থ বোঝনি তুমি
তাতে আশ্চর্য কি
তোমার জোয়ার–ভাটা তাইতো আজো চন্দ্রের মুখাপেক্ষী।

এক দর্শন বিভ্রান্ত সাইয়িদজাদার নামে

না হারাতে নিজ সত্তা তুমি
হতে না বের্গসঁর উপবীত,
হেগেলের শুক্তি মুক্তোশূন্য
যাদু তার কল্পনায় বুঁদ।
জীবন শক্তিশালী হয় কিভাবে
খুদী কিভাবে হয় চিরন্তন!
মানুষ চায় জীবনের স্থায়িত্ব
চায় এক জীবন পদ্ধতি–
পৃথিবীর রাত্রির আঁধার যে করে উজ্জ্বল
মুমিনের আজান সেই বিশ্বের জাগরণী গান।
মূলে আমি সোমনাতপন্থী
ছিলেন পূর্ব পুরুষ লাত–মানাতের পূজারী,
তুমি হাশেমী সাইয়িদ খান্দানের আউলাদ
আর আমার শিরায় প্রবাহিত ব্রাহ্মণের রক্ত,
দর্শন আমার পানি ও মৃত্তিকায় মেশানো
আর আমার দিলের সূক্ষ্ম তারে ঝংকৃত।
ইকবাল নির্গুণ হলেও
খবর রাখে প্রতিটি মূর্ছনার,
উষ্ণতা নেই তোমার প্রেমের শিখায়
হৃদয় বিমুগ্ধকারী তত্ত্ব শেখো আমার কাছে ঃ
প্রজ্ঞার পরিণতি হলো অনুপস্থিতি
দর্শন হলো জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়া,
চিন্তার তন্ত্রী যখন সুরশূন্য হয়
কর্মপ্রবণতায় নামে মৃত্যুর শীতলতা।

দীন হলো জীবন পদ্ধতির দিন পঞ্জিকা
দীন হলো মুহম্মদ ও ইবরাহীমের রহস্য
মুহম্মদের কথায় হৃদয় বন্ধ করো
হে আলীর সন্তান!
বু আলী কলন্দরের পথ থেকে সরে থাকবে কতদিন?
পথ দেখার চোখ থেকে বঞ্চিত যখন তুমি
তখন কুরাইশ নেতা বুখারার নায়কের চেয়ে উত্তম।

পৃথিবী ও আকাশ

তুমি যাকে বসন্তকাল মনে করো
অন্যের চোখে তা হতে পারে পাতা ঝরা শীত মওসুম
কালের পরিবর্তন নিয়ত প্রতিটি মুহূর্তে
হে সত্য সন্ধানী, লাভ-ক্ষতির হিশেব করো না!
হতে পারে তা আরেক পৃথিবীর জমীন
যাকে তুমি মনে করো আকাশ আপন পৃথিবীর।

মুসলিমের পতন

যদিও অর্থ পূর্ণ করে এ জগতে সব প্রয়োজন
ধনাঢ্যতায় হয় না হাসিল যা হয় ফকিরীতে,
যৌবনসিক্ত হয় যদি আমার জাতির সাহস ও আত্মমর্যাদা
ফকিরী আমার কম নয় কিছু বাদশাহী হতে।
কারণ আসলে অন্য কিছু, তুমিও তা বুঝেছো
মুমিনের পতনের কারণ অভাব ও দারিদ্র নয়,
পৃথিবীতে আমার প্রতিভার বিকাশ হয়ে থাকে যদি
হয়েছে ফকিরীর পথে,
বিত্তশালিতার পথে নয়।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান আমাকে বললো, প্রেম তো পাগলপনা
প্রেম বললো, জ্ঞান শুধু আন্দাজ ও ধারণা।
হে আন্দাজ ও ধারণার দাস, হয়ো না গ্রন্থকীট।
প্রেম আপাদমস্তক উপস্থিতি
আর জ্ঞান সবটুকু আবরণ।
প্রেমের উষ্ণতায় জীবন্ত পৃথিবীর সংগ্রাম
জ্ঞান বিধাতার গুণাবলীর সোপান
প্রেম তাঁর সত্তার উলংগ প্রকাশ,
প্রেম শান্তি ও স্থায়িত্ব, প্রেম জীবন ও মৃত্যু
জ্ঞান জিজ্ঞাসা আর প্রেম তার নিরব জবাব।
ফকিরী ও দীনের বাদশাহী প্রেমের অলৌকিক
শক্তির প্রমাণ,
প্রেমের তুচ্ছ দাসানুদাস
রাজমুকুট ও হীরার মালিক।
প্রেম বাসস্থান ও বাসিন্দা,
প্রেম কাল ও পৃথিবী
প্রেম আপাদমস্তক বিশ্বাস
আর বিশ্বাসই দ্বার উন্মোচন।
প্রেমের ধর্মে বিশ্রাম নেই, মনজিল নেই কোনো
তুফানের তান্ডব আছে,
সমুদ্রের কিনারার স্বাদ নেই জেনো।
প্রেম পথে উচ্ছ্বসিত বিদ্যুৎ স্ফূরণ
প্রেম পথে পাওয়ার সব রুদ্ধ দ্বার
জ্ঞান যে কিতাবের সন্তান প্রেম তার মাতা।

ইজতিহাদ

হিন্দের এ বুত্‌খানায়
কে শিখবে কোথায় থেকে দীনের হিক্‌মত?
কর্ম প্রবণতার আনন্দ–স্বাদ নেই কোথাও
নেই চিন্তার গভীরতা।
আকাংখার আবর্তনে কোথায় সে চিন্তার সাহস,
আহা পরাধীনতা, পরানুসৃতি ও সন্ধানী দৃষ্টির পতন!
নিজেরা পরিবর্তিত হয় না
কুরআনের পরিবর্তন করে চলে
হরমের ফকীহরা দেখো এ কেমন ক্ষমতাবিহীন!
ত্রুটিপূর্ণ আল্লার কিতাব বলে এ গোলামের দল
কেননা এতে শেখানো হয়নি মুমিনকে
গোলামীর কলাকৌশল।

কৃতজ্ঞতা ও অভিযোগ

নাদান বান্দা আমি একজন
তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রয়েছি
তত্ত্ব জ্ঞানের চোরা কুঠরীতে
নিজেকে আমি যুক্ত করেছি।

হৃদয়গুলোকে দিয়েছি আমি
নতুন একটি উদ্দীপনা
লাহোর থেকে বোখারা এবং
সমরকন্দের শেষ ঠিকানা।

আমার শ্বাসের প্রভাবে দেখো
শীত মওসুমে আনন্দিত
প্রভাতী গায়ক পাখিরা আমার
সংস্পর্শে স্বতঃমুখরিত।

কিন্তু আমাকে সৃষ্টি করেছো
তুমি হে আল্লাহ এমন দেশে
যে দেশে তোমার বান্দারা সব
গোলামিতে খুশী নির্বিশেষে।

যিকির ও ফিকির[২]

সব পথিকের অনুসন্ধানের এই এক পর্যায়
কুরআনে যাকে বলা হয়েছে 'আল্লামাল আসমা।'
যিকিরের পর্যায় জানি রুমী ও আত্তারের পূর্ণতা
ফিকিরের পর্যায় সে তো ইবনে সিনার রচনা।
ফিকিরের পর্যায় হলো স্থান-কালের পরিমাপ
যিকিরের পর্যায় হলো 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'।

হরমের ইমাম[৩]

তোমার কথা পৌছুতে পারে আল্লার কাছে
নেই তাতে বিস্ময়
তবে মানুষের মর্যাদা আছে তোমার
দৃষ্টিরে করে আড়াল
তোমার নামাযে বাকি নেই কিছু
জালাল অথবা জামাল
তোমার আজানে নেই তো আমার
প্রভাতের পয়গাম।

তক্‌দীর

কখনো অযোগ্য যারা পায় তারা
শক্তি আর প্রবল প্রতাপ
কখনো নিখাদ প্রতিভাও পায়
লাঞ্ছনা শুধু মনস্তাপ।
আছে এর মূলে হয়তো নিহিত
কোনো যুক্তি বাস্তবতা
তবু তক্‌দীর মানেনা কখনো
যুক্তি অথবা নীতিকথা।
তবে একটি সত্য এর মূলে আছে
জানে তা সবাই ধ্রুব সত্য
জাতির ইতিহাস তাকে না লুকায়
দেখছি আমরা তাকে নিত্যঃ
'দৃষ্টি তার নিবদ্ধ দেখি প্রতি ক্ষণে
জাতিদের কর্মের পরে
দুধারী তরবারি সম শাণিত দৃষ্টি তার
সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে।'

তওহীদ

এ তওহীদ ছিল জীবন্ত শক্তি পৃথিবীতে এককালে
আজ এটি শুধু বিষয়বস্তু নিরস ইল্‌মে কালামের,
এ আলোক রশ্মিতে কর্মের আঁধার পর্দা না সরালে
মুসলমানের মর্যাদা থাকে মুসলমানের আড়ালে।
সিপাহসালার, তোমার সিপাহি আগেই দেখেছি আমি
কুল–হু–আল্লাহর শমশীর নেই
তোমার সেনার হাতে
আহা, এ তত্ত্ব জানেনা মোল্লা
এবং জানেনা ফকীহ
কর্মের ঐক্য বিনা চিন্তার ঐক্য নিষ্ফল জেনো তাতে।

জাতির সংগা হোক অথবা নেতৃত্ব যা–ই বলো
কে বোঝে তাৎপর্য তার
দু'রাকাত নামাযের ইমামতি যার পেশা?

ইল্‌ম ও দীন[৪]

সংখ্যাতীত বুতের মধ্যে
সে ইল্‌ম নিজেই ইব্‌রাহীম
আল্লাহ যাকে করেছেন
দৃষ্টি ও দিলের সহযোগী।
জামানা, জীবন, পৃথিবী সবই অখণ্ড একক
তাহলে নবীন–প্রাচীনের দ্বন্দ্ব ক্ষীণ দৃষ্টির প্রমাণ,
বাগিচায় ফুলের প্রতিপালন সম্ভব নয়
শিশির বিন্দুর সাথে যুক্ত না হয় যদি প্রভাত সমীরণ।
সে ইল্‌ম দৃষ্টির ক্ষীণতাদুষ্ট
যার সহযোগী নয়
কলীমের খোদা দর্শন ও জ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ।

ভারতীয় মুসলমান[৫]

ব্রাহ্মণ তাকে বলে দেশদ্রোহী
ইংরেজ ভাবে ভিখারী এ মুসলিম
পাঞ্জাবের নবীর শরীয়ত বলে
কাফের এসব প্রাচীন মুমিন।
হকের আওয়াজ ধ্বনিত হবে
কোন্‌খানে কবে শুনিনি তা
দ্বন্দ্বমুখর এই পরিবেশে
প্রাণে যে আমার নামে দীনতা।

অস্ত্র স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে [৬]

কখনো ভেবেছো তুমি
হে মুমিন হে মর্দে মুসলিম
কি বস্তু ইস্পাতের শাণিত তরবারি?
সেই পংক্তির এটা প্রথম ছত্র যাতে
রয়েছে নিহিত রহস্য তওহীদের।
দ্বিতীয় ছত্রের সন্ধানে চিন্তিত আমি বেশী
আল্লাহ যেন দেন তোমাকে ফকিরীর তরবারি,
এ তরবারি আসে যদি মুমিনের হাতে একবার
তাহলে সে হয়ে ওঠে আলী হায়দার
অথবা খালিদ সিপাহসালার।

জিহাদ

ফতোয়া দিলেন শায়খ *
কলমের যুগ এটা,
পৃথিবীতে আর কার্যকর নয়
অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা।
কিন্তু একথা অপরিজ্ঞাত কি শায়খের কাছে
মসজিদে এ বক্তব্য আজ প্রভাবহীন নিষ্ফল?
মুসলমানের হাতে আজ কোথায়
বন্দুক ও তরবারি
আর থাকলেও
হৃদয় তার মৃত্যুর স্বাদ বঞ্চিত।
হৃদপিঞ্জর কেঁপে ওঠে যার কাফেরী মৃত্যুতে
কে বলবে তাকে ঃ মুমিনের মৃত্যুবরণ করো?
জিহাদ ত্যাগের বাণীতে দীক্ষিত করো তাকে
যার রক্ত লোলুপ নখরের ভয়ে
আতংকিত সারা দুনিয়া।
বাতিলের শান–শওকত রক্ষায় উদ্যোগী ইউরোপ
আপাদমস্তক সজ্জিত যুদ্ধাস্ত্রে,
আমার প্রশ্ন তাই
গীর্জাভক্ত শায়খের কাছে–
প্রাচ্যে যে যুদ্ধ হারাম
তা কি হারাম হয়েছে প্রতীচ্যেও?
সত্যের প্রতিষ্ঠা কাম্য হলে? কেমনতর কথা–
ইসলামের সমালোচনা আর
ইউরোপকে ছাড় দেওয়া?

---

* শায়খ বা পরবর্তীতে গীর্জাভক্ত শায়খ বলতে এখানে কাদিয়ানী ধর্মের নবী মীর্জা গোলাম আহমদের কথা বুঝানো হয়েছে।

শক্তি ও দীন [৭]

সিকান্দার ও চেংগীজের হাতে এ দুনিয়ায়
শতবার ছিন্ন হলো মানুষের পিরহান
জাতির ইতিহাসের চিরন্তন পয়গাম এই ঃ
হে প্রাজ্ঞ মানুষ! শক্তির নেশা বিভীষিকাময়।
ঐ দিগন্ত বিস্তারী গতিশীল সয়লাবের মুখে
প্রজ্ঞা– অন্তরদৃষ্টি –শিক্ষা–শিল্প সবই তৃণখণ্ড যেন,
লা–দীন হলে মারাত্মক হলাহলের চেয়েও
আর দীনের হেফাজতে তা প্রতিষেধক
সব হলাহলের।

ফকিরী ও বাদশাহী [৮]

ফকিরী সমরসজ্জাহীন নিরস্ত্র নামে যুদ্ধক্ষেত্রে,
আঘাত গভীর হয়
সিনায় সমাহিত থাকে যদি 'কল্‌বে সলীম।'*
তার বর্ধমান নির্ভীকতা ও অস্থির উৎকণ্ঠায়
মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী উজ্জীবিত প্রতি জামানায়।
তোমার জামানা এবার আগতপ্রায়
হে আত্মমর্যাদাশীল ফকিরী!
সোনা ও রূপার লালসা নিশেষ করেছে ফিরিংগীর আত্মা।
প্রেম ও উন্মাদনায় আমি হারিয়েছি আত্মসংযম
কেননা প্রভাত বায়ুর পরশ ছাড়া
খোলেনা পুষ্পের গ্রন্থী।

* ইসলামী পরিভাষায় 'কল্‌বে সলীম' এমন একটি হৃদয়কে বলা হয় যেখানে আল্লাহভীতি ও রসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম[৯]

খুদীর নূর, খুদীর অগ্নি ইসলামের প্রাণ,
খুদীর অগ্নি জীবনের জন্য নূর ও অবস্থিতি,
সব কিছুর পঞ্জিকা এটি, সব কিছুর মূল
এ প্রাণশক্তিকে যদিও আবৃত রেখেছে প্রকৃতি।
ইসলাম শব্দে ইউরোপের ঘৃণা যদি হয়
তাহলে আত্মমর্যাদাশীল ফকিরী
এ দীনের অন্য এক নাম।

চিরন্তন জীবন

জীবন হলো শুক্তি
খুদী যেন প্রতীক্ষিত বারিবিন্দু,
সে আবার শুক্তি কেমন
বিন্দুকে যে রূপায়িত করে না মোতিতে!
খুদীর যদি আত্মদৃষ্টি থাকে
আত্মসজ্জা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি
তাহলে মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে
মৃত্যু তোমার নাও হতে পারে।

বাদশাহী

কে জানে হাজার পর্যায় তার
যে ফকিরীতে অনাবৃত কুরআনের প্রাণ,
খুদীর দৃষ্টিতে যখন জেগে ওঠে
আপনার শক্তি বিপুল
এই তো সেই পর্যায় যাকে বাদশাহী বলা হয়,
এ পর্যায় কষ্টিপাথর মুমিনের শক্তি সম্ভারের
এ পর্যায়ে আদম হয় আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া,
শক্তি প্রয়োগ নয়, এ হলো প্রেম ও উম্মাদনা
কেননা শক্তি প্রয়োগে সম্ভব নয় বিশ্ব শাসন।
গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছো তুমি
কারণ করতে পারোনি তুমি ফকিরীর হিফাজত,
যার সিজ্‌দা চিহ্ন থেকে বিচ্ছুরিত হতো চন্দ্রের জ্যোতি
ফিরিংগীরা কিনে নিল সে মুসলমানিত্বকে,
চন্দ্র ও সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে তুমি যার গুণে
তোমার সিতারায় সে ঔজ্জ্বল্য নেই আর।

সূফীকে [১০]

তোমার চক্ষে ভাসে অলৌকিক দুনিয়ার ছবি
আমার চক্ষে ভাসে ঘটনাবহুল জগত,
চিন্তা–জগত যদিও দীনহীন, কিন্তু
জীবন–মৃত্যুর দুনিয়া তার চেয়েও দীনহীন।
তোমার দৃষ্টি তাকে বদলে দিতে পারে–
বিস্ময় নেই তাতে,
কেননা
সম্ভাবনার জগত তোমাকে আহবান জানাচ্ছে।

ফিরিংগী—মুগ্ধ [১১]

[এক]

তোমার অস্তিত্ব পুরোপুরি ফিরিংগীর প্রকাশ
কেননা তাদের কারিগরের হাতে গড়া তুমি,
কিন্তু তোমার এ মাটির দেহ পিঞ্জর খুদীশূন্য
তুমি শুধু অস্ত্রশূন্য স্বর্ণাভ খাপ।

[দুই]

আল্লাহর অস্তিত্ব নেই তোমার দৃষ্টিতে
তোমার অস্তিত্ব নেই দৃষ্টিতে আমার;
অস্তিত্ব কি? খুদীর সারবস্তুর প্রকাশ
নিজের চিন্তা করো– অপ্রকাশ প্রতিভা তোমার।

তাসাউফ[১২]

মহাশূন্য জগতের জ্ঞান আর আল্লাহর অস্তিত্বের তত্ত্ব
হরমের দুঃখ নাশক নয় যদি, তাহলে কিছুই নয়।
অর্ধরাত্রে আল্লাহর স্মরণ, নির্লিপ্ত ধ্যান আর আনন্দ
তোমার খুদীর রক্ষায় ব্যর্থ যদি, তাহলে কিছুই নয়।
যে বুদ্ধির তীর বিদ্ধ করে চন্দ্র ও সপ্তর্ষির প্রাণ
হৃদয় তরংগের সহযোগী নয় যদি, তাহলে কিছুই নয়।
প্রজ্ঞা যদিও বলে 'লা-ইলাহা', তাতেই বা লাভ কি?
দৃষ্টি ও দিল যদি মুসলিম না হয়, তাহলে কিছুই নয়।
আমার আলোচনা অবিন্যস্ত, বিস্ময়ের নেই কিছু তাতে
প্রভাতের বিকিরণ যদি স্পন্দিত না হয়, তাহলে কিছুই নয়।

ভারতীয় ইসলাম

চিন্তার ঐক্যসূত্রই মিল্লাতের প্রাণ– আর কিছু নয়,
ঐক্যের বিলুপ্তির সাথে ইলহামও ধারণ করে ইলহাদের রূপ।
ঐক্য সংরক্ষণ বাহুর শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়,
বুদ্ধিরা ব্যর্থ এখানে, নিষ্ফল সব কাজে।
হে মর্দে খোদা! সে শক্তি তোমার আয়ত্তে নেই
যাও, আল্লাহকে স্মরণ করো বসে কোনো পর্বত গুহায়!
দীনতা, দাসত্ব আর হতাশা চিরন্তন
এই যার তাসাউফ সে ইসলাম কর উদ্ভাবন।
হিন্দে মোল্লার সিজ্‌দার অনুমতি আছে দেখে
নাদান ভেবেছে ইসলাম স্বাধীন এই দেশে।

পুনরুজ্জীবন

যে দিল মরে গেছে তাকে জিন্দা করো পুনরবার
জাতির পুরনো রোগের এছাড়া উপায় নেই কোনো।
শান্ত সমুদ্র তোমার, এ কি শান্ত না মন্ত্রপূত?
কুমীর, তুফান নেই আর নেই কূলের ভাঙন।
আকাশের দিলের সাথে অপরিচিত তুমি আজো
অধীর করে না তোমাকে তারার ঝিকিমিকি আর।
তোমার বাঁশের বনে গেলো আমার প্রভাতী গান
আমার মাটির বুকে বাঁধা ছিল যে জ্বলন্ত অঙ্গার।
বিগত ও আগামীর এ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করবে সে
অর্জন করেছে যে আমার দর্শনের চঞ্চলতা।

দুনিয়া

আমার দৃষ্টিসীমায় প্রতিহত এ বিচিত্র রঙ
সে যদি চন্দ্র হয়, এ সিতারা ঃ সে পাথর হলে এ মুক্তো তবে।
আমার অন্তরদৃষ্টি জানায় এ চূড়ান্ত কথা–
সে যদি পাথর হয়, এ নদী ঃ সে আকাশ হলে এ পৃথিবী তবে।
সত্যকে অপ্রকাশ রাখতে পারি না। আমি কখনো
তুমি আছো ঃ আর যা কিছু দেখছো তুমি সবই অস্তিত্বহীন।

নামায

পোশাক বদ্‌লে ওরা প্রতিযুগে আসে বারবার
যদিও আদম বৃদ্ধ, যুবক এখনো লাত ও মানাত,
একটি সিজ্‌দা এই, যাকে তুমি কঠিন ভেবেছো
হাজার সিজ্‌দা থেকে মানুষকে দিয়েছে নাজাত।

অহী[৩৩]

বিত্তহীন নিঃস্ব বুদ্ধির নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই
আন্দাজ–অনুমানের নেতৃত্বে বিপর্যস্ত জীবনের কর্মসূচী,
আলোকশূন্য চিন্তা তোমার
আর ভিত্তিহীন কর্মানুরাগ,
জীবনের অন্ধকার রাত রওশন হবে– একথা কঠিনতর,
সৎ ও অসৎ কাজের গ্রন্থী খুলবে কেমন করে
যদি জীবন নিজেই না হয় জীবন রহস্যের ব্যাখ্যা!

পরাজয়

সুফীর বক্ষে নেই মুজাহিদের উষ্ণ হৃদয়
'আলাস্‌তু'র সুরা নিষ্ক্রিয়তার প্রেরণা–ক্ষুব্ধ
শহরের ফকীহ বাধ্য হলেন যোগ সাধনায়
কেননা শরীয়তের সংগ্রাম হাতাহাতি যুদ্ধ।

জীবন সংগ্রাম থেকে পুরুষের দূরে সরে থাকা
পরাজয় নয় যদি তাহলে কাকে বলে পরাজয়?

প্রজ্ঞা ও হৃদয়

মাটির মানুষ হোক বা নূরের সৃষ্ট
তার উপর প্রজ্ঞার আধিপত্য জানি,
আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার কর্তৃত্বের বাইরে কিছু নেই।
এ পৃথিবী অনুগত তার চিরন্তন শক্তি পরাক্রমের
একটি হৃদয় শুধু সংঘাতমুখর
প্রজ্ঞার সাথে প্রতি লহমায়।

কর্মোন্মাদনা

সুফীর তরীকতে শুধু 'হালে'র উন্মাদনা
আলেমের শরীয়তে শুধু কথার মাদকতা
বেসুরো প্রাণহীন জরাগ্রস্ত কবির কবিতা
নিদ্রিত বা জাগ্রত কারো নেই চিন্তার প্রেরণা।

সে মর্দে মুজাহিদের এখনো জানিনা ঠিকানা
জাগে যার শিরায় শিরায় শুধু কর্মোন্মাদনা।

কবর

মৃত্তিকার নিচে তবুও, কলন্দর নেই সুখে
আকাশের স্তব্ধতা শুধু যদিও সমাধির বুকে
কবরের বিছানাটিও উপযোগী নয় তার
অবাধ মুক্তি নেই আকাশের বিপুল বিস্তার।

কলন্দরের পরিচয়

এ দরবেশ উন্নতচেতা কালের গতিকে বলে
সত্যাশ্রয়ীরা যেদিকে চলে তুমিও সেদিকে চলো,
তোমার শক্তির চেয়ে বেশি আমার ব্যস্ততা
কলন্দরের দৃষ্টি এড়িয়ে চলো তুমি এগিয়ে চলো।

প্রতীক্ষায় থাকিনা আমি কিশ্‌তি ও মাঝি মাল্লার
স্ফীত বক্ষ সাগর যদি হও বেদেরেগ নেমে যাও,
আমার তকবীর কি ছেঁড়েনি তোমার যাদুর জাল?
ফিরবার সাহস থাকে যদি ফিরে যাও তবে,
যে কলন্দর চন্দ্র–সূর্য–তারকার শাসক
জামানার বাহন নয়, সে তার আরোহী।

দর্শন

বিজ্ঞজনের চিন্তা প্রকাশ বা অপ্রকাশ হোক
প্রচ্ছন্ন নয় তা মর্দে কলন্দরের চোখে
তোমার অবস্থা জানি, কেননা দীর্ঘকাল হলো
আমিও ছিলাম এ পথের পথিক।
প্রাজ্ঞ যে, শব্দের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে না কখনো
ডুবুরী সে মুক্তো চায়, খোলসটা নয়,
সেই প্রজ্ঞা জন্মে শুধু প্রেমিক হৃদয়ে
স্ফুলিংগের বুকে পায় যে অগ্নি সন্ধান।

হৃদয় স্বীকৃতি দেয় যে অর্থের জটিল গ্রন্থীর
উজ্জ্বল মোতির চেয়েও তা মূল্যবান বেশী
যে দর্শন লিখিত নয় কলিজার খুনে
সে মৃত অথবা শায়িত মৃত্যু শয্যায়।

মর্দে খোদা

স্বাধীন মানুষ সেই আঘাত যার গভীরতর
যুদ্ধ যার প্রতারণা শুধু সে স্বাধীন কেমনতর!
সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে স্বাধীন আত্মার প্রকৃতি
স্বভাবে কলন্দর আর পরিধানে পিরহান টুপি।
জামানা নিজেই যাকে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য দেয়
সে অগ্নিশিখা প্রচ্ছন্ন তারি মৃত্তিকায়,
মূর্তি প্রদক্ষিণের আওতামুক্ত তাদেরি সত্তা
তোমার মুমিন ও কাফের সবাই উপবীত যথা।

কাফের ও মুমিন

খিজির বললো আমাকে কাল এক সমুদ্র তটে
প্রতিষেধক খুঁজছো তুমি ফিরিংগী জহরের?
একটি তত্ত্ব জানি আমি তীক্ষ্ণ তরবারি বটে
উজ্জ্বল শাণিত আর গতি বিদ্যুতের ঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠে হারিয়ে যাওয়া কাফেরের পরিচয়
মুমিনের মাঝে পৃথিবী বেমালুম গুম হয়ে যায়।

সত্যাশ্রয়ী মেহ্দী

স্বহস্তে নির্মিত কারাগারে বন্দী তারা
প্রাচ্যের স্থবির সিতারা
অথবা পাশ্চাত্যের গতিশীল নক্ষত্র যারা,
গীর্জার যাজক আর মসজিদের শায়খ
কথায় কর্মে সবাই নতুনের স্পর্শহারা।
প্রাচীন মারপ্যাঁচে অভ্যস্ত রাজনীতিবিদ
আর চিন্তার দীনতায় বন্দী এখনো কবিরা।
পৃথিবীর প্রয়োজন আজ সত্যাশ্রয়ী মেহ্দীর
দৃষ্টি যার কম্পিত করে চিন্তার লৌহ কারা।

মুমিন

[দুনিয়ায়]

বন্ধুদের মহফিলে সে কোমল রেশমের মতো
হক ও বাতিলের সংগ্রামে সে ইস্পাত কঠিন
আকাশের সাথে তার মহাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা
মাটির তৈরি হলেও মৃত্তিকার নয় সে অধীন।

চড়ুই আর কবুতর শিকারে প্রলুব্ধ নয় সে
জিব্রীল ও ইস্‌রাফীলের শিকারী মুমিন।

[জান্নাতে]

ফেরেশ্‌তারা বলে ঃ হৃদয় প্রলুব্ধ করে মুমিন
মুমিন মিশুকে নয় – অভিযোগ হুরীদের নয় অর্থহীন।

মুহাম্মদ আলী বাব[১৪]

আলেমদের মহফিলে মুহাম্মদ আলীর ভাষণ ছিল তুখড়
কিন্তু তার 'সামাওয়াত' উচ্চারণে ছিল কিছু ত্রুটি,
আলেমরা তার ত্রুটিতে হলেন সবাই হাস্যমুখর
বললো সে ঃ আমার মর্যাদা তোমাদের অজ্ঞাত তাই।

এখন স্বাধীন হলো আমার ইমামতের দানে
কুরআনের আয়াতগুলো
বন্দী ছিল যারা উচ্চারণে।

তক্‌দীর ঃ ইবলিস ও আল্লাহ

ইবলিস ঃ

হে খোদা! আদমের সাথে আমার ছিল না শত্রুতা,
আহা! সে জীবন কয়েদির মতো
নিকট, দূর আর বিলম্ব ও দ্রুত
তবুও দম্ভোক্তি তোমার সামনে ছিল অসম্ভব
আমার সিজ্‌দাটির তোমার ইচ্ছার বুকে হয়নি উদ্ভব।

আল্লাহ ঃ

এ রহস্য জানলে কখন
বিদ্রোহের পূর্বে, না পরক্ষণ?

ইবলিস ঃ

এ রহস্য জেনেছি পরে
হে খোদা! তাজাল্লি তোমার সৃষ্টিরে পূর্ণ করে।

আল্লাহ (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) ঃ

নিম্নমুখী স্বভাব তার
শিখিয়েছে এ যুক্তি অসার,
তাই তো বলে তোমার ইচ্ছার বুকে
ছিল না সিজ্‌দা আমার,
তাই তো অক্ষমতা নাম দেয়
সে তার স্বাধীনতার,
জ্বলন্ত অগ্নিকে ধূম্রজাল বলা
জালিমের কাজ।

হে মুহাম্মদের আত্মা!

জাতির ঐক্যসূত্র ছিন্নভিন্ন দেখো আজ
তুমিই বলো মুসলিম যাবে কোন্ পথে?
আরব সমুদ্রে নেই ঝটিকার সেই স্বাদ
যে তুফান প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার যাবে কোন্ পথে?
যদিও কাফেলা বাহন ও পাথেয়বিহীন
এ পর্বত প্রান্তর থেকে হুদিগানকারী যাবে কোন্ পথে?
এ রহস্য ভেদ করো তুমি হে মুহাম্মদের আত্মা!
আল্লাহর আয়াতের মুহাফিজরা যাবে কোন্ পথে?

ইসলামী জীবনবোধ

মুসলমানের জীবন কি, একথা কি জানাবো তোমায়?
ভাবনার চূড়ান্ত আর উন্মাদনার পূর্ণতা,
উদয় সূর্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে, অস্ত তার
অনন্ত ও বৈচিত্রময় জামানার মতো,
চলতি যুগের লজ্জায় সে নয় আড়ষ্ট
প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী ও যাদুও নেই তাতে।

ভিত্ তার চিরন্তন জীবন সত্যের ওপর,
জীবন সত্য এটি, প্লেটোর তেলেসমাতি নয়,

উপাদান তার জিব্রীলের সৌন্দর্যবোধ
আজমের শুভ্র মনন আর আরবের হৃদয় উত্তাপ।

নেতৃত্ব

নেতৃত্বের তত্ত্ব আমাকে করছো জিজ্ঞাসা?
সত্যের বদৌলতে তুমি হও তত্ত্ব জ্ঞানী আমার মতো,
তোমার যুগের সত্যিকার নেতা হলো সেই
যে তোমাকে বিরাগী করে বর্তমান ও
বিদ্যমানের প্রতি,
মৃত্যুর মুকুরে তোমার বন্ধুর প্রতিবিম্ব-দেখিয়ে
জীবন তোমার জন্য করে কঠিনতর,
ক্ষতির অনুভূতি জাগিয়ে উত্তপ্ত করে রক্ত তোমার
আর ফকিরির শান প্রস্তরে ঘসে করে তোমাকে
শাণিত তল্ওয়ার।

মুসলিম জাতির জন্য তার নেতৃত্ব ফিত্না সদৃশ
মুসলমানকে করে যে বাদশাহর পূজারী।

ফকিরী ও রাহিবী [১৫]

তোমার মুসলমানিত্ব হয়তো অন্য কিছু হবে
কেননা ফকিরি ও রাহিবী একই বস্তু তোমার দৃষ্টিতে।
রাহিবের শান্তিকামিতা ফকিরীকে বিক্ষুব্ধ করে
ফকিরের কিশ্তি চলে হামেশা
তুফান সংক্ষুব্ধ সাগর চিরে।
আত্মা ও দেহের প্রকাশই তার কাম্য
কেননা মুমিনের লক্ষ খুদীর উলঙ্গ প্রকাশ।
অস্তিত্ব তার মানদণ্ড সৃষ্টি জাহানের
জানে সে একটি ধ্বংসশীল ও অন্যটি চিরস্থায়ী।
তাকেই জিজ্ঞেস করো যা কিছু সৃষ্টি সমুখে আছে
এগুলো কি সৃষ্টি জগত
অথবা বর্ণ ও গন্ধের তরংগমালা?
এ ফকিরী হারালো মর্দে মুমিন
যে দিন থেকে
সালমান ও সুলায়মানের দৌলত হাতছাড়া হলো তার
সেদিন থেকে।

তাসলীম ও রিজামন্দী

বৃক্ষের প্রতি প্রশাখায় এ জটিল তত্ত্বের উদ্ভব
চারাগাছও অনুভব করে মহাশূন্যের প্রশস্ততা,
অন্ধকার মৃত্তিকার বুকে শান্ত–সন্তুষ্ট নয় কোনো বীজ
প্রতি লহমায় বিভোর সে বৃদ্ধির উন্মাদনায়।

প্রকৃতির চাহিদার পরে রুদ্ধ করো না কর্মের পথ
তাসলীম ও রিজামন্দীর উদ্দেশ্য অন্য কিছু,
বৃদ্ধির সাহস থাকে যদি, এ মহাশূন্য সংকীর্ণ নয়
হে মর্দে খোদা! সংকীর্ণ নয় তোমার খোদার রাজ্য।

প্রেম ও ফকিরী

শিল্প ও জ্ঞানের আনন্দ তোমার জীবন পাথেয়
আমার জীবন সম্পদ একটি অধীর দিল।
চিন্তাবিদ যারা অলৌকিক ঘটনা তাদের জটিল দর্শন
প্রেমিকদের অলৌকিক ঘটনা মূসা, ফিরাউন ও তূর।
এমনি কথাচ্ছলে মুসলিম বললাম তোমাকে
নয় তো তোমার প্রশ্বাসে নেই রোজ কিয়ামতের উষ্ণতা।
বহুদিন হতে ক্রন্দনরত আমি
কিন্তু আজো আছো সজ্ঞানে তুমি,
এটা কি অপরাধ আমার প্রেমের?
অন্তরদৃষ্টির প্রত্যাশী হও যদি
কথার সংযম চাই,
দৃষ্টির গভীরতা আছে যার
করো না তার কাছে বিভ্রান্ত চিন্তার প্রকাশ।
পৃথিবীতে লাঞ্ছনা সে জাতির ভাগ্যলিপি নয়
সাহসী প্রেম যার, ফকিরী আত্মমর্যাদাশীল।

তওহীদ তত্ত্ব

কথায় প্রকাশ করা যায় তওহীদের গভীর তত্ত্ব
কিন্তু তোমার মগজে থাকে যদি মূর্তিমন্দির
তাহলে বলার কিছু নেই।
যে প্রেমাগ্নির রহস্য সমাহিত লা-ইলাহার বুকে
শায়খ্ যদি ফকীহদের পথাশ্রয়ী হয়
তাহলে বলার কিছু নেই।
যে আনন্দ উজ্জীবিত হক ও বাতিলের সংঘাতে
যুদ্ধ ও আঘাতের সাথে থাকে যদি অপরিচিত
তাহলে বলার কিছু নেই।
পৃথিবীতে আজাদ বান্দার দেখার আছে বহু
কিন্তু গোলামীর দৃষ্টি যদি লাভ করো তুমি
তাহলে বলার কিছু নেই।
ফকিরী বুলন্দ কতো বাদশাহী থেকে
কিন্তু কারোর প্রকৃতি যদি ভিক্ষাবৃত্তি হয়
তাহলে বলার কিছু নেই।

ইলহাম ও আজাদী

স্বাধীন মানুষ যদি ইল্‌হাম লাভ করে
দৃষ্টি তার চালক হয় চিন্তা ও কর্মের,
উষ্ণ প্রশ্বাসের প্রভাবে তার
বাগিচার মৃত্তিকা হয় অগ্নিময়।
শাহীনের প্রকৃতি লাভ করে বুলবুল
কী মহাবিপ্লব আসে প্রভাত পাখির জীবনে!
আত্মসচেতন খোদাপ্রেমী সে মানুষের সংসর্গ
ভিখারীকেও দান করে
জামশেদ ও পারভেজের গরীমা।
পরাধীন মানুষের ইল্‌হাম থেকে
বাঁচাও হে খোদা বিশ্ববাসীকে
চেংগীজের মতোই সে ধ্বংস করে সকল জাতিকে।

প্রাণ ও দেহ

জটিল প্রশ্নের মুখে বহুদিন হতে প্রজ্ঞা নির্বাক ঃ
কোন্ পরমাণু হতে সৃষ্টি প্রাণের,
কৃষ্ণ মৃত্তিকার সৃষ্টি কোথা থেকে,
আমার সমস্যা ঃ উন্মাদনা, চাঞ্চল্য, আনন্দ, দুঃখ ও ব্যথা,
তোমার সমস্যা ঃ পান পাত্রের সৃষ্টি শরাব থেকে
অথবা শরাব পানপাত্র থেকে?
শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক আর প্রাণ ও দেহের সম্পর্ক
যেমন অগ্নিশিখার সম্পর্ক ভস্মের সাথে।

লাহোর ও করাচী [১৬]

আত্ম মর্যদাশালী মুসলিমের দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি
মৃত্যু কি? শুধু আলমে আখেরাতের সফর।
খৃস্টবাদীদের কাছে চেয়ো না এ শহীদানের রক্তের দাম,
এদের রক্তের মূল্য ও মর্যাদা হরম শরীফের চেয়ে বেশী।
হে মর্দে মুসলিম! তোমার কি মনে নেই
এ আয়াত ঃ
''আল্লাহর সাথে কাউকে ইলাহ বলে ডেকো না!"

নবুওয়াত

আরিফ ও মুজাদ্দিদ নই আমি
নই আমি ফকীহ মুহাদ্দিস
জানিনা নবুওয়াতের সঠিক মর্যাদাও
দৃষ্টি আমার প্রসারিত তবু আলমে ইসলামের প্রতি
নীলাভ আকাশের হৃদয় বার্তা জেনেছি অনেক
এ যুগের আঁধার রাতে দেখেছি আমি
পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল একটি আলোর শিখা
'সে নবুওয়াত মুসলিমের জন্য শুষ্ক তৃণ–পল্লব সম
যে নবুওয়াতে নেই শক্তি ও শওকতের পয়গাম।'

আদম

অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মায়া আদম যার নাম
আল্লাহর রহস্য সে বাক স্ফূর্তি সম্ভব নয় সেথা,
সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই জামানা সফররত
বহু পথ চলার পরও প্রাচীন নয় সে।

সংশয় না থাকে যদি বলে দেই সুস্পষ্ট করে
আদম সন্তানের অস্তিত্ব দেহ নয়, প্রাণও নয়।

মক্কা ও জেনেভা

এ যুগে জাতিদের সম্পর্কের বহু প্রচলন
মানুষের একক সত্তা তবু আজো দৃষ্টির অগোচরে।
জাতিদের অনৈক্যই পশ্চিমী হিকমতের লক্ষ
ইসলামের লক্ষ শুধু একসূত্রে গ্রথিত মানবতা।

পয়গাম শুনালো মক্কা জেনেভার মৃত্তিকারে
জাতিপুঞ্জের প্রয়োজন আজ অথবা মানব সংঘের?

হে হরমের পীর

হে হরমের পীর!
বিসর্জন দাও খানকাহী রীতিনীতি
আমার প্রভাত সংগীতের উদ্দেশ্য
অনুধাবন করো!
নিরাপদে থাকুক তোমাদের যত নওজোয়ান
শিক্ষা দাও তাদের আত্মশোধন ও আত্মরক্ষার!
পাথর ভাঙার কৌশল শিখাও তাদের
কেননা পশ্চিম দিয়েছে তাদের
কাঁচপাত্র তৈরির জ্ঞান!
দুশো বছরের গোলামী মথিত হৃদয় তাদের
তাদের দৃষ্টি বিভ্রমের প্রতিকার করো!
প্রেমের প্রাবল্যে আমি
উদঘাটিত করলাম তোমার রহস্য
আমাকেও দিয়ে যেয়ো
আমার এ উন্মাদনার প্রতিফল!

মেহ্দী

জাতীয় চিন্তাধারা গড়ে তোলে জাতির জীবন ভিত্তি
বাগিচার পাখিকে এ অভিরুচি শিক্ষা দেয় শিষ্টাচার
ফিরিংগী দেওয়ানা তার ফিরিংগী রীতিতে
মেহ্দীর চিন্তাধারায় জাগালো স্বদেশ ভূমিকে।

মেহ্দীর প্রতি অসন্তুষ্ট তোমরা যতেক মুসলিম
জাতিকে নিরাশ করোনা মৃগনাভি হতে
জীবিত কাফন পরিহিত হলে মৃত জানবে তাকে
অথবা ছিন্ন করবে না কি নাদান পুরুষের কাফন?

মর্দে মুসলমান

প্রতি লহমায় মুমিনের নতুন প্রকাশ
কথা ও কর্মে সে আল্লাহর প্রমাণ।
প্রতাপ, কর্তৃত্ব, ক্ষমা ও পবিত্রতা
এ চারের সম্মিলনে মুমিনের জীবন গ্রন্থী।
মাটির মানুষ তবু প্রতিবেশী জিব্রীল আমীনের
আবাস তার বুখারা ও বাদখ্শানে নয়।
মুমিনের গভীর রহস্য অজ্ঞাত সবার কাছে
বাহ্যত 'কারী' হলেও আসলে সে কুরআন।
ইচ্ছা তার মানদণ্ড আল্লাহর মাকসূদের
দুনিয়ায় তুলাদণ্ড সে, তুলাদন্ড কিয়ামতেও।
নীহার বিন্দু, সে শীতল করে হৃদয় লালাফুলের
তুফান সে, কম্পিত করে বক্ষ তটিনীর।
সকাল–সন্ধ্যা তার প্রকৃতি চিরন্তন আনন্দ মুখর
ইচ্ছাগুলো একাত্ম সূরা 'আর রহমানের' ন্যায়।
আমার চিন্তার কর্মশালায় জন্ম নেয় অসংখ্য সিতারা
তোমার তক্দীরের সিতারাটি
খুঁজে নাও সেখান থেকে।

পাঞ্জাবী মুসলমান

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বভাব তার নতুনের প্রয়াসী অনেক
পথিমধ্যে মন্‌জিল করে ত্যাগ করে অতি দ্রুত
চায় না শরীক হতে অনুসন্ধানের প্রতিযোগিতায়
পীর–মুরিদীর খেলাতে হার মানে সহজেই
বিকৃত ব্যাখ্যার ফাঁদ পাতে যখন লোলুপ শিকারী
নেমে আসে তরতর করে বৃক্ষ শাখার নাশীমন ছেড়ে।

আজাদী

মুসলিমের সমালোচনায় কে হবে সাহসী সেজন
চিন্তার স্বাধীনতা এক আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত?
ইচ্ছা করে যদি
পারস্যের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে কাবাগৃহকে
অথবা
ফিরিংগী বুত এনে স্থাপন করে তার বুকে,
ইচ্ছা করে যদি
অর্থ বিকৃত করে কুরআনের মর্মার্থ থেকে
নিজেই উদ্ভাবন করে এক নতুন শরীয়ত।
ভারত ভূমিতে এ এক অপার বিস্ময় বটে
কারারুদ্ধ ইসলাম এবং মুসলিম স্বাধীন।

ফিরিংগিস্তানে ইসলাম প্রচার

দীনশূন্য এ সমাজ মানস
বংশধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত
ফিরিংগীদের ভ্রাতৃত্ব,
ইংরেজের দৃষ্টিতে উন্নততর নয়
ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণের পর ব্রাহ্মণের মর্যাদা,
ইংরেজ গ্রহণ করে যদি মুস্তাফার দীন
তবুও দুর্ভাগা মুসলমান যাপন করবে
গোলামীর জীবন।

লা ও ইল্লা

বীজের অংকুরোদ্‌গম না হতো যদি
মৃত্তিকার শবিস্তান ভেদ করে
বৃক্ষ শাখা–পত্র–পুষ্প দেখতো না পৃথিবীর আলো।
'লা' হতে আরম্ভ জীবন যাত্রার
শেষ তার 'ইল্লা'র বুকে,
'ইল্লা'র বৃন্ত হতে বিচ্ছিন্ন 'লা'
বয়ে আনে জীবনের মৃত্যু পয়গাম।
'লা'র প্রান্ত ভেদে অক্ষম
যে মিল্লাতের প্রাণ
বিশ্বাস করো
পূর্ণ হয়ে এসেছে তার জীবন পেয়ালা।

আরব আমীরদের প্রতি

অসন্তুষ্ট না হন যদি আরবের আমীরগণ
হিন্দের এ কাফের বান্দা দুঃসাহস দেখায়
দুটি কথা বলার ঃ
প্রথম শেখানো হলো এ তত্ত্ব যাকে
কোন্ সে উম্মত–
'মুস্তফার ঐক্য ও আবু লাহাবের বিভেদ?'

সামানা ও সীমান্তে তার অস্তিত্ব নয়
মুস্তফার সাথেই সংযোগ আরব জাহানের।

আল্লাহর নির্দেশ

তক্‌দীরের আনুগত্য
সে আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের,
এ জটিল সমস্যা নয় হে প্রাজ্ঞ মানুষ!
শতবার তক্‌দীরের পরিবর্তন এক লহমায়,
অনুগত বান্দা তার
মুহূর্তে ম্রিয়মান আবার পুলকিত মুহূর্তেই।
তকদীরের অনুগত
উদ্ভিদ জড়পিন্ড যত,
মুমিন অনুগত শুধু খোদার নির্দেশের।

মৃত্যু

কবরেও সে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান
জীবিত যে হৃদয় অস্থির সততই,
চন্দ্র ও সিতারা যতো
ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিংগের মতো
খুদীর শরাবে তৃপ্তির অন্ত নেই।

মৃত্যুর ফেরেশতা যদিও স্পর্শ করে শরীর তোমার
তোমার অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থান তার।

কুম্ বিইযনিল্লাহ

পরিবর্তিত যদিও এ জাহান
জেগে ওঠো আল্লাহর হুকুমে,
এখনো রয়েছে একই পৃথিবী একই আকাশ
জেগে ওঠো আল্লাহর হুকুমে।
অগ্নিগর্ভ করলো 'আনাল হকে'র কণ্ঠকে যে
সেই রক্তধারা প্রবাহিত তোমার ধমনীতে
চেতনা বিক্ষিপ্ত বলে শোকার্ত হয়ো না তুমি
এ কেবল ফিরিংগী মায়া
জেগে ওঠো আল্লাহর হুকুমে।

শিক্ষা

ও

অনুশীলন

লক্ষবস্তু

শ্পিনোজা :

জীবনের পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ প্রাজ্ঞ মানুষের
জীবনটা কি? বর্তমান, আনন্দ, আলোক ও অস্তিত্ব।

প্লেটো :

মৃত্যুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রাজ্ঞ মানুষ
আঁধার রাতের বুকে স্ফুলিংগের প্রকাশই জীবন।

জীবন–মৃত্যু নয় কোনো চিন্তার ব্যাপার
খুদীর দৃষ্টির লক্ষ বিন্দু খুদী ছাড়া আর কিছু নয়।

আধুনিক যুগের মানুষ

প্রেম নিশ্চিহ্ন
প্রজ্ঞা উদ্ধত সর্প ফণার মতো,
সক্ষম হলো না অনুগত করতে
প্রজ্ঞাকে গভীর দৃষ্টির।
নক্ষত্রের কক্ষপথ অনুসন্ধানকারীরা
সক্ষম হলো না প্রদক্ষিণ করতে
নিজেদের চিন্তার জগত।
দর্শনের গোলক ধাঁধায় আটকালো বিষমভাবে
লাভ–ক্ষতির পরিমাপে সক্ষম হলো না আজো।
হাতের মুঠোয় বন্দী করে যারা
সূর্যের আলো
জীবনের আঁধার রাতে ফোটাতে অক্ষম হলো
প্রভাতের আলো।

প্রাচ্যের জাতিরা

আবরণমুক্ত বাস্তবের চিত্র দেখে না তারা
দাসত্ব ও অনুসৃতিতে নষ্ট যাদের দৃষ্টিশক্তি,
ঈরান ও আরবকে জীবিত করবে
কেমন করে ফিরিংগী সভ্যতা?
যে নিজেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মৃত্যু শয্যায়।

চেতনা

যে জ্যোতির্বিদ দৃষ্টি রাখে
আকাশ নিসীমে
জানেনা তার আপনার খুদীর পর্যায়।
আকাশের উর্ধে যে নিরীক্ষণ করলো খুদীকে
সে জানে রহস্য
দিবারাত্রির বিশ্ব জাহানের,
সে জানে রহস্য
দৃষ্টির শ্রী আর শ্রীহীনতার,
সে জানে রহস্য
অন্তরের হালাল হারামের।

প্রাচ্যের সংস্কারকবৃন্দ

নিরাশ হয়েছি তোমার সামিরী বৎ[১৭]
সাকির শিল্প চাতুর্যে
শূন্য সোরাহী এনেছে সে মহফিলে,
নতুন তড়িৎ কোথায়
এ মেঘপুঞ্জের বুকে
শূন্য বক্ষ এর পুরানো তড়িৎ হতেও।

পাশ্চাত্য সভ্যতা

দৃষ্টি ও দিল বিপর্যস্ত
ফিরিংগী সভ্যতার
এ সভ্যতার আত্মা
থাকেনি তো নিষ্পাপ,
আত্মার পবিত্রতা নেই যেখানে
সেখানে দুর্লভ
পবিত্র বিবেক, উন্নত চিন্তা
আর রুচি সূক্ষ্মতর।

উন্মুক্ত রহস্য

সে জাতির অস্ত্রের প্রয়োজন নেই
খুদী যার শাণিত ইস্পাত সম,
তুচ্ছ তোমার কাছে তাই
চন্দ্র–সপ্তর্ষির বিশাল জগত।

নিরুপায় তারা সব তুমি তো স্বাধীন
তরংগের উত্তাপ জানো কি তা তুমি?
সন্ধানী দৃষ্টির শুধু সে অধীন।

ঝিনুকের বক্ষে লুকানো যে সম্পদ
সে তো দান মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর,
শাহীন শ্রান্তিহীন তার
থামেনা কখনো ডানার ঝাপট
শক্তিমান হও যদি
পতনের ভয় নেই ভয় নেই।

দৃষ্টিভংগি

ইরাকী হিজাযী নই, নই আমি আজমী বা হিন্দের অধিবাসী
খুদীর কাছে শিক্ষা নিয়েছি দু'জাহান থেকে মুখাপেক্ষীহীনতার।
আমার দৃষ্টিতে কাফের তুমি
তোমার দৃষ্টিতে আমি কাফের
তোমার ধর্ম নিশ্বাস গণনা
আমার ধর্ম নিশ্বাস অতিবাহন।
তোমার পরিবর্তন হলে ভালো কথা
কেননা শরীয়ত হয়েছে পরিবর্তিত,
কারণ বাজপাখির ধর্ম চকোরের উপযোগী নয়।
তোমার প্রান্তর–মরুভূতে সে প্রেম দেখিনি আমি
প্রাজ্ঞ মানুষকে যা শেখায় কাজের পদ্ধতি।
জীবনের উষ্ণতা থেকে কবিতা বিচ্ছিন্ন থাকে না যেন
কেননা কবিতার এ পদ্ধতি
আহবান করে জাতির ধ্বংসকে।

টিপু সুলতানের অসিয়ত

প্রেম পথের তুমি কি পথিক?
কোনো মনজিলে রেখো না ঠাঁই,
লায়লা তোমার পার্শ্বচরী হলেও
উটের হাওদায় রেখো না ঠাঁই।
হে স্রোতস্বিনী অগ্রসর হও
উত্তাল গতিশীল সমুদ্র হও
তটভূমি পাও যদি
তবুও সেখানে রেখো না ঠাঁই।
মূর্তি পূজার বিশ্বে নিজেকে
হারিয়ে বসো না অনায়াসে
হে মজলিস উত্তপ্তকারী
মজলিসী বিলাসীতায় রেখো না ঠাঁই।
জিব্রীল বলেছে আমায় প্রথম ঊষায়
প্রজ্ঞার দাসত্বে লিপ্ত যে হৃদয়
সেখানে তোমার রেখো না ঠাঁই।
বাতিল একনিষ্ঠ নয়,
লা-শরীক প্রীতি
হকের চিরন্তন নীতি,
হক বাতিলের মাঝামাঝি
কোনো পথে তোমার রেখো না ঠাঁই।

জাগরণ

যে সত্যদর্শী মানুষের খুদী জাগ্রত হলো
সে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল তরবারির মতো,
তার চঞ্চল দৃষ্টির মুখে উদ্ভাসিত
প্রতি কণিকার বুকে প্রচ্ছন্ন প্রোজ্জ্বল শক্তি।

তোমার তুলনা নেই সে মর্দে খোদার সাথে,
তুমি দিগন্তের দাস, সে অধিপতি দিগন্তের,
জাগেনি তোমার বুকে তীরের আকাংখা আজো,
পবিত্র স্বভাব গুণে নামে সে জীবনের
গভীর প্রদেশে।

খুদীর প্রতিপালন

খুদীর লালন যদি যথার্থ হয়
জ্বলে তবে ধিকিধিকি
একমুঠি মৃত্তিকার বুকে অনন্তের আগুন,
কলীমুল্লার রহস্য এই প্রতি জামানায়
মরুর আবেগে দিবারাত্র শোয়েবের মেষ চারণা।

চিন্তার স্বাধীনতা

চিন্তার স্বাধীনতা ডেকে আনে
ধ্বংস তাদের
জানে না চিন্তা গবেষণার যারা
সঠিক পদ্ধতি।
চিন্তা ত্রুটিপূর্ণ হলে
চিন্তার স্বাধীনতা
মানুষকে পশুতে পরিণত করার
পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়।

খুদীর জীবন

খুদী জিন্দা থাকে যদি ফকিরীও শাহানশাহী
ফকীরের শান–শওকত কম নয় সান্‌জার ও তুগরীল[১৮] শাহের চেয়ে,
খুদী যদি প্রাণবন্ত হয়, পদব্রজে পার হও অথৈ সমুদ্রও
খুদী যদি জিন্দা হয় পর্বতও মোলায়েম রেশ্‌মী কাপড়ের মতো।
যে কুমীর জীবিত, মুক্ত অবাধ তটিনীর বুকে,
যে কুমীর মৃত, তার পথ রুখে দেয় তুচ্ছ বালির বাঁধ।

রাষ্ট্র

যদিও মুরীদান মেনে নেয় হক কথা
তিক্ত লাগে আলেম ও শায়খের কাছে ফকীরের বাণী।
নিস্তেজ হয় জাতির কর্মস্পৃহা তখন
বিতর্ক শুরু হয় যখন 'যাত' ও 'সিফাতে'র দর্শনের।
যদিও প্রাচীন দেউলের এ নীতি প্রাচীনতর
স্থায়ী নয় পানশালা, পানপাত্র, সাকী এরা কেউ
তবুও শরাবের[১৯] অধিকার একমাত্র সে জাতির
তিক্ত পানি যার যুবকদের কাছে হয় মধু সদৃশ।

ভারতীয় শিক্ষায়তন

খুদীর কথা এখানে উচ্চারণ করো না ইকবাল
এসব নিবন্ধের স্থান এ শিক্ষায়তনে নেই।
দুর্ভাগা চড়ুই পাখির কাছে অদৃশ্য থাক
বাজপাখির অবস্থা–মর্যাদা সেই ভালো।
স্বাধীন মানুষের একটি মুহূর্ত
গোলামের একটি বছরের সমান,
কেমন কঠিনতর দেখো গোলামের জীবনকাল।
স্বাধীন মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত
বয়ে আনে স্থায়িত্বের পয়গাম,
গোলামের জীবনের প্রতি মুহূর্ত
আকস্মিক মৃত্যুর বিভীষিকায় পরিপূর্ণ।
স্বাধীন মানুষের চিন্তাধারা
চিরন্তন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত,
গোলামের চিন্তাধারা
বিভ্রান্তি, কুসংস্কার, পৌরাণিকতায় পরিপূর্ণ।
গোলামের দৃষ্টি পীরের কেরামতির মধ্যে নিবদ্ধ
আর স্বাধীন মানুষ নিজেই মূর্তিমান কেরামতি।
সংগীত, চিত্রকলা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান
গোলামের জন্য এ শিক্ষাগুলো তাই ভালো।

ভালো ও মন্দ

মানুষের চিন্তা মেনে চলে উদয়াস্তের নীতি
একান্ত নির্জনে
আকাশ নীলিমায় ছিটানো
নক্ষত্রমণ্ডলীরমতো।
খুদীর জাহানেও ঢেউ উথাল পাথাল
এখানেও সংঘাত নিত্য
ভালো ও মন্দের মাঝে।
ভালো আর সুন্দর সেই
প্রকাশ যার খুদীর উন্নত চূড়ায়,
নিচে আর গভীর নিচে জন্ম যার
সেই মন্দ কুৎসিত সেই।

অনুশীলন

জীবন আর জ্ঞান পৃথক বস্তু দুটি
জীবন হৃদয়ের উত্তাপ
আর জ্ঞান মস্তিষ্কের।
জ্ঞানের ঐশ্বর্য আছে
আছে শক্তি ও স্বাদ সব কিছু,
একটি জটিলতা আছে
এখনো পাইনি তার সূত্র সন্ধান
জ্ঞানবান অসংখ্য যত্রতত্র
তবে স্বল্পসংখ্যক রাখে দৃষ্টিশক্তি,
তোমার পেয়ালা যদি শূন্য থাকে
বিস্ময়ের নেই তাতে কিছু।
শিক্ষকের শিক্ষাধারায় অবকাশ নেই
প্রসারিত হৃদয় বক্তার,
গন্ধক বিজলী বাতিকে
জ্বালাবে কিভাবে!

সম্মানীয় অতিথি

জটিল চিন্তায় সমাচ্ছন্ন তাদের মস্তিষ্ক
পরিচালনা করে যারা এ শিক্ষায়তনগুলো,
কার আছে এ যুগে ভালো–মন্দের
পার্থক্য–অনুভূতি!
মনের একটি কুঠরী তবু শূন্য রেখো তুমি–
কোন দিক হতে আসবেন হয়তো
কোন সম্মানীয় অতিথি!

খুদীর মৃত্যু

খুদীর মৃত্যুতে
প্রতীচীর হৃদয় গাঢ় অন্ধকার
খুদীর মৃত্যুতে
প্রাচ্যের দেহে নামে ঘৃণ্য স্থবিরতা,
খুদীর মৃত্যুতে
আরবের প্রাণ শীতল নিরুত্তাপ
ইরাক ও আজমের দেহ
রক্ত ও স্নায়ুশূন্য।
খুদীর মৃত্যুতে
হিন্দের ভগ্ন বাহু-পদ
বন্দীশালা উত্তম তাই
বিপন্ন স্বাধীন জীবন।
খুদীর মৃত্যুতে
হরমের পরিচালক অক্ষম আজ সেও
মুমিনের ইহ্‌রামের পোশাক বেচে
করলো অর্থাগম।

বর্তমান যুগ

বলিষ্ঠ চিন্তার সন্ধানে কে যাবে কোথায়?
এ যুগের বাতাসে দূষিত সব কিছু।
শিক্ষায়তনগুলো যদিও দিয়েছে বুদ্ধিকে মুক্তি অবাধ
চিন্তাকে ছেড়ে দিয়েছে অসংলগ্ন বিশৃংখল।
ধর্মহীন চিন্তায় প্রেমের মৃত্যু হলো ফিরিংগী মুল্লুকে
চিন্তার অসংলগ্নতায় দাসত্ব গ্রহণ করে প্রজ্ঞা প্রাচ্যে।

ছাত্র

আল্লাহ তোমাকে পরিচিত করুন
কোনো তুফানের সাথে,
আলোড়ন নেই কেননা তোমার
সাগর তরংগে।
গ্রন্থ পাঠ শেষ করা আর সম্ভব নয়
তোমার জন্য
গ্রন্থ পাঠক তুমি হে নিছক
নও যে গ্রন্থকার।

পরীক্ষা

বললো পাহাড়ী নদী পাথর খণ্ডকে ঃ
মৃত্তিকায় পরিত্যক্ত তুমি, পরিণতি ধ্বংস তোমার,
নিয়ত ধ্বংসের ব্যথায় ব্যথিত তোমার অংগ,
শ্রেষ্ঠত্ব দেখো চেয়ে মহানদী মুখাপেক্ষী আমার।

এখনো তোমার আঘাত পায়নি
পৃথিবীর কোনো প্রাচীর গাত্র
জানলো না তাই মানুষেরা কেউ
পাথর তুমি বা কাঁচের পাত্র।

শিক্ষায়তন

তোমার মৃত্যুদূত এ যুগ এ বর্তমান যুগ
অন্ন চিন্তায় অস্থির করে তুলে
হরণ করেছে প্রাণটি তোমার,
সংঘাত–সংকুল পথে কেঁপে ওঠে তোমার হৃদয়
মৃত্যুর শীতলতা নামে সে জীবনে
হারায় যে জখমের অভিরুচি।
তোমাকে বঞ্চিত করলো শিক্ষা সে উন্মাদনা থেকে
বুদ্ধিকে যে বলেছিল করো না বাহানাবাজী,
দিয়েছিল প্রকৃতি তোমাকে দৃষ্টি শাহীনের
গোলামীর বদৌলতে পরিণত হলো তা বাদুড়ের দৃষ্টিতে।
এ শিক্ষায়তনগুলো
তোমার দৃষ্টি থেকে যা কিছু প্রচ্ছন্ন রেখেছিল
সে সব রহস্যের উন্মুক্ত হলো অনেক
পর্বত ও প্রান্তরের নির্জনতায়।

নীটশে

তওহীদ তত্ত্বজ্ঞানী হতে পারেনি দার্শনিক
লা–ইলাহা তত্ত্বের জন্য প্রয়োজন অন্তরদৃষ্টির।
উন্নত চিন্তা তার আকাশ বিদীর্ণ করে ওঠে ঊর্ধ লোকে
শিকার করে সে চিন্তার ফাঁদে সূর্য ও চন্দ্রকে।
যদিও তার যোগ সাধনায় আছে বহু পবিত্রতা
সর্বদা প্রত্যাশা করে সে পাপের আস্বাদ।

শিক্ষক

মুক্তো গড়ার উদ্দেশ্য থাকে যদি
বৃথা এ স্থানচ্যুত সূর্যের ছায়া!
চিরাচরিত প্রথার জালে বাঁধা এ পৃথিবী
শিক্ষায়তন ও শিক্ষকের প্রচেষ্টা সব কিছু!
সমকালের ইমামতির যোগ্য হলো যারা
সে বলিষ্ঠ মস্তিষ্ক তার যুগের অনুগামী!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

আঁধার রাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যার শার্দুল সম
মনজিলে মকসূদের সে পাবে সন্ধান।
যে গোলাম, শুধু তার অবসর আছে জীবনে
স্বাধীন মানুষের জীবনে নেই কোনো অবকাশ।
পশ্চিমের উন্নতি আচ্ছন্ন করেছে তোমার দৃষ্টিকে
তোমার দৃষ্টির রক্ষক হোক নবী আখিরুজ্জমান।
বিলাসিতার এ মহফিল মুহূর্তের মেহমান জেনো
পানপাত্র ওর নক্ষত্রের মতো যদিও দীপ্যমান।
গ্রন্থপাঠে তোমার অভিরুচির বিকৃতি হলো এতো
প্রভাত বায়ুর বুকে পেলে না তুমি পুষ্পের ঘ্রাণ।

দীন ও শিক্ষা

জানি আমি
হরমের পীরদের তরংগিত ভ্রূ ভঙ্গি,
আন্তরিকতাহীন দৃষ্টির দাবি
প্রতারণা ছাড়া নয় কিছু।
এবং এ গীর্জাবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থা
ষড়যন্ত্র দীন ও মানবতার বিরুদ্ধে।
যে জাতি ইনসাফ করেনি
তার খুদীর সাথে
ভাগ্যে তার নির্ধারিত গোলামী ও মজলুমী।
ব্যক্তিকে ক্ষমা করা প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ নয়
কিন্তু কখনো করেনি সে মিল্লাতের গুনাহ মাফ।

জাবীদের প্রতি

[এক]

দীনকে ধ্বংস করে অবিরত এ জামানা
স্বভাব তার কাফেরানা,
শাহানশার দরবারের চেয়ে
ভালো তাই মর্দে খোদার আস্তানা।
মায়া–মরীচিকার এ যুগ
নীতি এর মানুষের বুকে যাদুর অস্ত্র হানা,
জীবন নির্ঝরিনী শুষ্ক হলো
বন্ধ তাই নিশির শরাবখানা।
শিক্ষায়তনে নিশ্চিহ্ন হলো তারা
যাদের দৃষ্টি ছিল অশ্রের ঝনঝনা,
কিন্তু যে গৃহে জন্ম তোমার
অস্পষ্ট বহু তত্ত্ব সব তার জানা।
লা–ইলাহা যদি মিশে যায় তোমার সত্তার সাথে
ফিরিংগী শিক্ষা তাহলে নয় ভীতির পরোয়ানা,
পুষ্পশাখে বসে অধীর হৃদয়ে
কিন্তু আপন খুদীর বুকে বাঁধো আশিয়ানা।
মানুষ বিশাল সমুদ্র এক
গতিশীল সমুদ্র তার বিন্দুমাত্র বারিকণা,
কৃষক যদি হয় পরিশ্রমী
সামান্য শস্যে তার ভরে ওঠে ভান্ডারখানা।
গাফিল হয়ো না রঙ –তামাশায়
করো না সময়ের অপচয়,
শিল্পে–শিক্ষায় উন্নত হয়ে
রেখে যাও নাম–নিশানা।

[দুই]

বক্ষমাঝে হৃদয় উত্তপ্ত না হলে
জীবনের ত্রুটি শোধরায়না কোনো দিন।
শিকার চতুর ও কৌশলী হলে
দক্ষ শিকারীরও আশা ক্ষীণ।
আবে হায়াত আছে এ পৃথিবীতে
কিন্তু আকণ্ঠ পিপাসার সে শর্তাধীন,
আসল তরীকত হলো আত্মমর্যাদাজ্ঞান
আত্মমর্যাদার বুকে ফকিরী তাই পূর্ণ বিলীন।
হে প্রিয় পুত্র! অসম্ভব অসম্ভব শুধু
শাহীন দাসত্ব করে না তুচ্ছ চাতকের,
কথার রঙীন ফানুস এ জানে দুষ্প্রাপ্য নয়
অনেক অনারব এলো, জামী এলো
শোভাবৃদ্ধি হলো মহফিলের।
এ জাহানে আমার শক্তি কতটুকু
শুনিয়ে যাই এক অব্যক্ত অভিযোগ বাণী,
এক সত্য বাণীর বদৌলতে
দুনিয়াতে আমি ঊর্ধগামী।
আল্লাহর এ দান যাকে চান দেন
উত্তরাধিকার নয় উন্নত মর্যাদা,
হযরত নিযামী বললেন প্রিয় পুত্রকে তাঁর ঃ
"উন্নত মর্যাদার অধিকারী হতে চাও যদি
হে পুত্র আমার। প্রচেষ্টায় হয়ো না গাফিল।"

[তিন]

ধর্ম ও ধন জুয়া খেলার মতো
এ দিন –রাত্রি মুমিনের জন্য কঠিনতর,
লুপ্ত হয়েছে কর্মোন্মাদনায় পূর্ণ মানুষ
অস্তিত্ব আছে শুধু দীর্ঘ জীবনের,

হিম্মত থাকে যদি ফকিরী তালাশ করো–
যে ফকিরীর উৎস হিজাযে।
এ ফকিরী জন্ম দেয় মানুষের মনে
ইলাহ্–আল–আলামীনের বেনিয়াযীর শান,
চড়ুই ও কবুতরের জন্য মৃত্যু
উড়ন্ত ঈগলের নভঃনীলার স্থান।
এ ফকিরী উজ্জ্বল করে দৃষ্টি প্রজ্ঞার
বু–আলী সিনা ও আর্‌রাযীর সাহায্য ছাড়া,
আর মাহ্‌মুদ গয্‌নবীর শক্তি লাভ করে
যদি তার প্রকৃতি হয় আয়াযের প্রবৃত্তি হারা।
তোমার দুনিয়ার ইস্‌রাফীল (এ মর্দে মুমিন)
প্রয়োজন নেই এর বাঁশীর সুরের
দৃষ্টি এর বিশ্ব বিপ্লবী
সকল কাজের পেছনে এরি কারসাজি।

আত্মমর্যাদায় সমুন্নত এ ফকিরী যে করে হাসিল
সে মর্দে মুজাহিদ তেগ্–তলোয়ার বিনা হয় যুদ্ধে শামিল,
মুমিনের কর্তৃত্ব এরি মাঝে আরো
আল্লাহর কাছে এ ফকিরী প্রার্থনা করো।

নারী

ফিরিংগী পুরুষ

বিজ্ঞজনেরা সমাধান করলো এ সমস্যা সহস্রবার
কিন্তু এ নারী সমস্যা যেখানেই ছিল আছে সেখানেই।
এ অনিষ্টকারিতায় নারীর অপরাধ নেই
তার শিষ্টাচারের সাক্ষবহ চন্দ্র ও সপ্ত তারকা।
বিপর্যয়ের প্রকাশ হলো ফিরিংগী সামাজিকতায়
কেননা সরল পুরুষ তারা, নারী মানসের সাথে নেই পরিচয়।

একটি প্রশ্ন

কে জিজ্ঞেস করবে ইউরোপের দার্শনিককে
গ্রীস ও হিন্দুস্তান দলভুক্ত যার ঃ
পুরুষ নিষ্কর্মা আর নারীর হৃদয় শূন্য
এই কি পূর্ণতা! সমাজ সভ্যতার?

পরদা

উর্ধ্ব গগন বহু রং বদলালো।
এ দুনিয়া হে খোদা সেখানেই আছে যেখানে ছিলো!
নর ও নারীর মাঝে প্রভেদ দেখিনি
সেও নির্জনবাসী এও নির্জনবাসিনী।
এখনো পর্দায় ঢাকা আদমের আউলাদ
কারোর খুদীর প্রকাশ হয়নি অবাধ।

একান্তে

মহফিলের কামনা অপদস্থ করলো এ জামানাকে
দৃষ্টি উজ্জ্বল হলেও হৃদয় মুকুর ধূলিম্লান।
দর্শনেচ্ছা যখন ছাড়িয়ে যায় সীমা।
চিন্তাজাল হয় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ততর।
ঝিনুকের বুকে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়নি যার
সে বারিবিন্দু কখনো পরিণত হয় না মোতিতে।
একান্তে আত্মবিশ্লেষণ করে খুদী কিন্তু
নির্জনতা নেই আজ মসজিদে মন্দিরে কোথাও।

নারী

নারীর অস্তিত্বেই রঙীন বিশ্ব জাহানের ছবি
তারি সুরে উত্তপ্ত জীবনের হৃৎপিণ্ড
তার এক মুঠো মাটি সম্মানিত সপ্তর্ষির চেয়েও
কেননা সব সম্মান ঐ সিন্দুকের মূল্যবান মোতির।

প্লেটোর থিওরী লেখার সামর্থ হয়নি তার একথা ঠিক
কিন্তু তারি অগ্নিশিখায় জন্ম নিল প্লেটোর স্ফুলিংগ।

নারী স্বাধীনতা

এ বিতর্কের সুরাহা নেই আমার কাছে তবুও
নিশ্চিত আমি ঃ এটি বিষ ওটি মধু,
প্রয়োজন কি মন্তব্যে, আমি হই আরো বিরাগভাজন,
সভ্যতার বরপুত্ররা ইতিপূর্বেই বিক্ষুব্ধ আমার প্রতি,
নারীর অন্তরদৃষ্টিই এ রহস্য ভেদ করুক
অক্ষম বিজ্ঞজনেরা, নিশেষ তাদের শক্তি।

মূল্যমান ও সৌন্দর্যের নিরিখে গুরুত্ব বেশী কার
নারী স্বাধীনতার অথবা মুক্তামালার?

নারীর সংরক্ষণ

একটি জীবিত সত্য নিহিত আমার বুকে,
যার শিরায় প্রবহমান শীতল রক্ত সে
তা বুঝবে কেমন করে!
পর্দা অথবা শিক্ষা
নতুন হোক বা পুরাতন
অক্ষম সবাই,
নারিত্বের সংরক্ষণ ও লালন
সম্ভব একমাত্র পুরুষের হাতেই।
যে জাতি পায়নি এ জীবন্ত সত্যের সন্ধান
তার সূর্য শিখা ম্লান হয়ে যাবে অচিরেই।

নারী ও শিক্ষা

ফিরিংগী সভ্যতায় জাতির মৃত্যু যদি হয়,
তার ফলে মৃত্যু হয় মানুষেরও।

যে শিক্ষার প্রভাবে নারী তার নারিত্ব হারায়
মৃত্যু বলে তাকে প্রাজ্ঞ মানুষেরা

নারী শিক্ষায়তন যদি দীন থেকে দূরে থাকে
শিল্প ও শিক্ষা মৃত্যুর পয়গাম আনে প্রেম ও প্রীতির জন্য।

নারী সত্তা

পুরুষ–সত্তার বিকাশ ঘটে অন্যের সাহায্য ছাড়া
নারীর সত্তা উন্মুক্ত হয় অন্যের হাতে।
এ প্রেম কথাই রহস্য তার দুঃখ–উত্তাপের
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তার অস্তিত্ব হয় অগ্নিময়।
জীবনতত্ত্ব উন্মুক্ত হয় এ অগ্নিতেই
এ অগ্নিতে উত্তপ্ত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রাণ।
নারীর মজলুমী দেখে শোকাহত আমারও হৃদয়
কিন্তু এ জটিল গ্রন্থী উন্মোচন সম্ভব নয়।

সাহিত্য
ও
চারুকলা

ধর্ম ও শিল্প

কাব্য, সংগীত ও রাজনীতি, বিদ্যা, ধর্ম ও শিল্প
গ্রথিত সবাই তারা একটি মোতির মালায়,
মাটির মানুষের দিলে তাদের প্রকাশ
আকাশ ছাড়িয়ে গেছে সিতারার জাহান।
খুদীর সংরক্ষণ জীবনের স্রোতস্বিনী যেন
অন্যথায় মৃত্যুর শীতলতা তথা নিষ্করুণ কাহিনী,
জাতিরা লাঞ্ছিত সেদিন আকাশের গভীর প্রচ্ছায়
ধর্ম ও সাহিত্য যেদিন বিচ্ছিন্ন হলো খুদী থেকে।

সৃষ্টি

নতুন চিন্তার বুকে জন্ম নেয় নতুন জগত
ইট–পাথরের স্তূপ গড়ে না নতুন জগতের ভিত্।

খুদীর প্রবল স্রোতে অবগাহনকারীদের হিম্মত ও দৃঢ়প্রত্যয়
একটি স্রোতস্বিনী থেকে সৃষ্টি করে সমুদ্র সীমাহীন।

কালের আবর্তনের ওপর সেই করে প্রাধান্য বিস্তার
প্রতিটি নিশ্বাসে যার সৃষ্টি হয় জীবন চিরন্তন।

প্রাচ্য দেশে খুদীর মৃত্যু হলো তাই
খোদায়ীর রহস্য জ্ঞানী এখানে আর জন্মালো না কেউ।
মরুর বাতাসে বন্ধুত্বের গন্ধ ভেসে আসে
আমার সহযাত্রী কেউ জন্ম নিলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

উন্মাদনা

কাঁচ নির্মাতার দোকানে শুনি কবিতা ও ধর্মালোচনা
দিওয়ানারা লাঞ্ছিত ফেরে মরুর নির্জনে
কে জানে উন্মাদনায় আছে আরো পূর্ণতা
পর্বত ও উচ্চতা থেকে যদি তাকে বিচ্ছিন্ন করে।
শিক্ষালয়ের কোলাহলও অনুকূল তার
সাহারার নিসংগতার প্রয়োজন তার নাও থাকতে পারে।

আমার কবিতাকে

অভিযোগ করি তোমার সৃষ্টি প্রবণতার,
তুমি প্রকাশিত হলে
তাই তো প্রকাশ হলো রহস্য আমার।
অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
পথ হারায়ো না স্ফুলিংগের মতো,
কোনো উত্তপ্ত বুকে গড়ে তোলো নির্জন আবাস।

প্যারিসের মসজিদ [২০]

আমার দৃষ্টি বিচার করবে কেমন করে স্থাপত্যের পূর্ণতা
কেননা প্রতীচ্যের এ হরমটি সত্য থেকে দূরে।
এ হরম নয়, ফিরিংগী কূটনীতিকরা
হরমের বুকের খাঁচায় ঢেকে রেখেছে বুতখানার প্রাণ।
এ বুত্খানার নির্মাতা সেই লুটেরা দল
যাদের হাতে বিধ্বস্ত হলো ঐতিহাসিক দামাশ্ক।

সাহিত্য

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অনুসৃতিই এখন প্রেমের কাজ
প্রেমিকার গলিতে ঢুকে ইজ্জত হারানোর প্রয়োজন নেই
পুরাতন দেহ–পিঞ্জরে নতুন প্রাণ সঞ্চার করো
অথবা পুরাতন প্রাণকে অন্ধ অনুসৃতির
বাঁধনমুক্ত করো।

দৃষ্টি

বসন্তকাল আর
মরুর বিচিত্র ফুলের কাফেলা,
যৌবন, উন্মাদনা, প্রেম, আনন্দ ও সৌরভ
চারদিকে,
প্রকৃতির সারা অবয়বে,
অন্ধকার রাতে
নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোকে,
এ সমুদ্র,
এ নীলাভ আকাশের গভীরতা,
রাত্রির নৈশব্দে
চন্দ্র কন্যার আনন্দ বিহার,
সূর্যের উদয়
আর আকাশের গহীন নির্জনতা,
গভীর দৃষ্টির সামনে
সৌন্দর্যের এসব তরংগ কিছুই নয়,
কেননা প্রকৃতি বিক্রি করে না
তার অমলিন সৌন্দর্যরাশি।

মসজিদ ইসলামের শক্তি

আমার আঁধার বুকে কি সম্পদ আছে আর,
লা–ইলাহা মৃত, নির্জীব ও বিকাশের স্পৃহাহীন।
প্রকৃতির দৃষ্টিও বিভ্রান্ত হবে আমার চেহারা দেখে
কেননা মাহমুদের মর্যাদা পরিবর্তিত হলো আয়াজীতে!
তোমার কঠোরতায় কেন লজ্জায় নতশির হবে না মুসলিম
গোলামীর সংস্পর্শে জীবন হলো তার কাঁচের পাত্র যেন!
তোমার মর্যাদার উপযোগী সে মুমিনের নামায
যার তকবীরে সঞ্জীবিত হক ও বাতিলের সংগ্রাম।
আমার প্রাণে আর সে উত্তাপ নেই, নেই সে কোমলতা
আমার নামায ও দরুদ নিরুত্তাপ নিশ্চল!
আমার আজানে সে উর্ধগামিতা নেই, নেই শান–শওকত
এহেন মুসলিমের সিজ্‌দা কি তুমি করবে বরদাশ্‌ত?

থিয়েটার

খুদীর বদৌলতে উজ্জ্বল তোমার অস্তিত্বের পরিসর
জীবন কাকে বলে? তারি আনন্দ, উত্তাপ, স্থায়িত্ব।
মর্যাদা উচ্চ তার চন্দ্র ও সপ্তর্ষির চেয়ে
তারি আলোকে সৃষ্টি তোমার সত্তা ও গুণরাজি।
পরিসর তোমার, আর তার বুকে খুদী হবে অন্য কারো,
পুনরবার উজ্জীবিত করো না লাত ও মানাতের ব্যবসায়?
তোমার অস্তিত্ব না থাক, এই তো অভিনয়ের পূর্ণতা,
না থাকলে তুমি, থাকবে না খুদীর উত্তাপ ও জীবন রাগিনী।

আশার শিখা

[এক]

সূর্য তার শিখাদের এ পয়গাম দিলো
পৃথিবী আজব দেশ
কখনো সন্ধ্যা সেথা, কখনো প্রভাতের আলো।
বহু যুগ হতে মুক্ত তোমরা মহাশূন্যের বুকে
কালের কঠোরতা প্রত্যহ বাড়ে আত্মসুখে।
আনন্দ নেই বালুর কণাকে রশ্মি বিতরণে
আনন্দ নেই প্রভাত বায়ুর মতো গোলাপ পুষ্প প্রদক্ষিণে।
তাহলে আবার প্রবেশ করো আমার বুকের তাজাল্লিতে
তাহলে এবার অংগন ছাড়ো গুল বাগিচার
সবদিক ছাড়ো মরুভূমি আর বিশ্ব জাঁহার।

[দুই]

দিগন্তের চারদিক হতে ওঠে সূর্য শিখা যত
পরিত্যক্ত সূর্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিরত।
চিৎকার ওঠে ঃ পশ্চিমে সম্ভব নয় আলো
ফিরিংগী মেশিনের ধোঁয়ায় সব কিছু দেখো কালো।
প্রাচ্য যদিও হারায়নি দেখার আস্বাদ
তবুও আলমে লাহুতের মতো রয়েছে নির্বাক।
তাহলে তোমার উজ্জ্বল বুকে দাও ঠাঁই পুনরবার
হে পৃথিবী উজ্জ্বলকারী সূর্য আমাদের ভুলো না আবার।

[তিন]

একটি চঞ্চল কিরণ
দৃষ্টি তার জান্নাতী হুরীর মতন
পারদের মতো গতিশীল চলে অনুক্ষণ।
বললো সেঃ আমাকে অনুমতি দাও রশ্মি বিতরণের
যতদিন না প্রাচ্যের প্রতিটি কণিকা
রূপ নেয় প্রকাণ্ড সূর্যের।

পরিত্যাগ করবো না হিন্দের আঁধার আকাশ
যতদিন না ঘুম ভাঙে
নিদ্রাবিভোর মানুষের।
এ দেশই কেন্দ্রভূমি প্রাচ্যের সব আকাংখার
ইকবালের অশ্রুতে সিক্ত কণিকা এ মৃত্তিকার।
এ মৃত্তিকায় প্রদীপ্ত হলো চন্দ্র ও সপ্তর্ষির চোখ
এ মৃত্তিকার কণা হতে বিচ্ছুরিত মোতির আলোক।
গভীর তত্ত্ব সন্ধানীরা এ মৃত্তিকায় জন্ম নিলো
যাদের জন্য শুকিয়ে গেলো বিপদ সংকুল সাগরগুলো।
যে বীণার ঝংকারে হৃদয়ের উত্তাপ ছিল জমা
মহফিলের সে বীনর তার ছিন্ন হলো
ভগ্ন হলো বীণা।
বুত্‌খানার দ্বারদেশে শায়িত ব্রাহ্মণ
ভাগ্যের দোহাই পেড়ে মুসলিম মসজিদে
কাঁদে অনুক্ষণ।
প্রাচ্যকে তাচ্ছিল্য করো না, ভয় করো না প্রতীচ্যকে
প্রকৃতির ইংগিত হলো ঃ রাত্রিকে প্রভাত করো।

আশা

জামানার সাথে নিত্য সংগ্রাম করি আমি
যদিও সিপাহি নই অথবা সিপাহসালার,
লভেছি শুধু চিন্তা, স্মরণ, গান ও উন্মাদনা
জানি না এসব কবিত্ব অথবা অন্য কিছু আর।

মুমিনের পেশানীতে যে আলোক বিচ্ছুরিত
সে রশ্মিতে পরিপূর্ণ অস্তিত্বের কণ্ঠ বিবেক
কাফেরী যদিও নয়, কম নয় তবু কিছু
বর্তমান ও বিদ্যমানে মুমিনের অভিষেক।

দুঃখ করো না সামনে এখনো অনেক যুগ
আকাশ বক্ষে নতুন তারার অনেক মুখ।

প্রেমের দৃষ্টি

হৃদয়কে সংগোপনে রাখে না এ বিশ্ব জাহান
প্রতিটি কণিকা আত্মপ্রকাশে উন্মুখ।

পৃথিবীর ব্যাপার–স্যাপার দেখি অন্য কিছু
প্রেমের দৃষ্টি যদি দেখার সহযোগী হয়।

এ দৃষ্টির জোরে দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ জাতিরা
লাভ করলো এ পৃথিবীতে কর্তৃত্বের আসন।

এ দৃষ্টিতে আছে অমিত শক্তি পরাক্রম
এ দৃষ্টিতে আছে মাধুর্য ও কমনীয়তা।

এ দৃষ্টির গুণে শেখায় উন্মাদনা আমার
প্রত্যেক কণিকাকে মরু চারণের পদ্ধতি

প্রেমের দৃষ্টির অধিকারী না হও যদি
তোমার অস্তিত্ব দৃষ্টি ও দিনের লাঞ্ছনা।

শিল্পীদের প্রতি

সূর্য–চন্দ্র–বৃহস্পতি কয়েক মুহূর্তের ঔজ্জ্বল্য তাদের
তোমার খুদীর অস্তিত্ব চিরন্তন প্রেমের বদৌলতে।
তোমার হরমের হৃদয়ে লাল–কালোর বিভেদ নেই
লাল, শাদা আর নীলের বিভেদ তোমার কলংক তাই।
তোমার খুদীর অনুপস্থিতি চিন্তা ও স্মরণের সংগ্রাম
তোমার খুদীর উপস্থিতি কবিতা ও সুরের জগত।
তোমার আত্মা যদি দাসত্ব দুঃখে পীড়িত হয়ে থাকে
তাহলে শিল্পের জাহানও তোমার
মন্দির প্রদক্ষিণ ও সিজ্‌দার সমাবেশ।
আর যদি রাখো তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি
তাহলে তোমার সিপাহী মানুষ আর জিন
আর তুমি সিপাহ্‌সালার।

প্রাচ্যের জ্ঞান

সমুদ্রে মোতির মালা হে নির্ভীক তরংগরাশি!
কিনারার সওগাত শুধু মৃত্তিকা, কাঁটা আর ঘাস।
আমার স্ফুলিংগে ভরা বিদ্যুতের প্রাণ
কিন্তু সিক্ত অস্তিত্ব তোমার।
তোমার জামানার ওপর তোমার প্রভাব
হে নাদান! এ প্রভাব আকাশের নয়।
এমন উন্মাদনাও দেখেছি আমি
সীবন করেছে যা তক্‌দীরের ফাঁক।
কামিল সেই ব্যক্তি হয় সুরা পানের পেশায়
যার উন্মত্ততা মুখাপেক্ষী নয় দ্রাক্ষালতার।
প্রাচ্যের পানশালায় এখনো আছে সে সুরা
যার রসে উজ্জ্বল হয় জ্ঞান শিখা।
জ্ঞানীরা নিরাশ হলো ইউরোপ থেকে
কেননা এ জাতিদের অন্তর পবিত্র নয়।

অস্তিত্ব

আকাশের নীচে তোমার প্রকাশ স্ফুলিংগের মতো
তোমাকে বোঝাবে কে বলো অস্তিত্বের পর্যায়গুলো!
খুদী গঠনের শক্তি যদি না থাকে শিল্পের প্রাণে
তাহলে বৃথা ভাস্কর্য, কবিত্ব, শিল্প ও সংগীত।

খুদী হীনতার শিক্ষা আজ পানশালায়, শিক্ষায়তনে
খুদীর দীক্ষা নাও, তবেই তো পাবে অফুরন্ত জীবন।

সংগীত

বাঁশীর শব্দে কোথা হতে এলো সুরার মাদকতা
সুর শিল্পীর হৃদয়ে উৎপত্তি বা বংশ দণ্ডে?
হৃদয় কি? কোথা হতে আসে তার শক্তি ও মত্ততা?
একটি দৃষ্টি তার কেন উল্‌টায়
কায়খসৃরুর সিংহাসন?
কেন তার জীবন থেকে সঞ্জীবিত জাতির জীবন?
কেন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘন ঘন?
কি কারণে হৃদয়বান মানুষের দৃষ্টিতে
উৎরোয় না সিরিয়া, রোম ও 'রাই'য়ের সাম্রাজ্য?

হৃদয়–সংগীর্ত রহস্য বুঝবে যেদিন গায়ক
শিল্পের সব পর্যায় অতিক্রান্ত সেই দিন জেনো।

মৃদুমন্দ বাতাস ও শিশির বিন্দু

মৃদুমন্দ বাতাসঃ

নক্ষত্রের মহাশূন্যের নাগাল পাইনি আমি
লালা ও গোলাপ ফুলের পিরান ছিঁড়েছি একা
স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হই ক্ষণে ক্ষণে
অরুচি এনেছে বুলবুলের কণ্ঠ মধুমাখা।
উভয় থেকে তক্‌দীর বঞ্চিত করেছে তোমাকে
বাগিচার মৃত্তিকা ভালো অথবা আকাশ কিনারা?

শিশির বিন্দুঃ

তোমাকে আকর্ষণ করে না বাগিচার তৃণ ও খড়
বাগিচাও একটি আকাশ কিনারার রহস্য ভরা।

মিসরের পিরামিড

এ হৃদয় তপ্তকারী মরুভূর নিঝুম নিসীমে
প্রকৃতি গড়েছে শুধু বালুকা পর্বত।
পিরামিডের শ্রেষ্ঠতায় আকাশ স্তম্ভিত
কোন্ হাতে আঁকা এ চিরন্তন ছবি!

প্রকৃতির দাসত্ব হতে শিল্পকে আজাদ করো
শিল্পীরা শিকারী, শিকার কখনো নয়।

শিল্পের সৃষ্টি

শিল্পীদের সৃষ্টিগুলি জান্নাতুল ফিরদাউসের সমতুল্য,
উন্মুক্ত হলো অস্তিত্বের গোপন ভাণ্ডারের আবরণ।
খুদী নেই
আর নেই সকাল–সন্ধ্যার আবর্তন সে জাঁহায়,
সে জীবনে
প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি।
আহা! হতভাগ্য কাফের সে,
বুতগুলো তার অতীত যুগের ভাঙা লাত–মানাত।
তুমি লাশ!
তোমার জানাযার ইমাম এ শিল্প সম্ভার
মুরদারের শয়নগৃহে যে দেখে
জীবনের আলামত।

ইকবাল

জান্নাতে বলছিল সানাঈ রুমীকে একথা ঃ
প্রাচ্যে আজো সেই পেয়ালা ও সুরার চলন
হাল্লাজের কথা কিন্তু এই ছিল সব শেষে
খুদীর রহস্য এক কলন্দর করেছে উন্মোচন।

চারুকলা

হে চক্ষুষ্মান,
দৃষ্টির রুচি ভালো কিন্তু
বস্তুর আসলত্ব দেখে না যে
সে দৃষ্টি কেমন আবার!
শিল্পের উদ্দেশ্য হলো
চিরন্তন জীবনের উষ্ণতা,
দু–এক মুহূর্তের স্ফুলিংগের স্থান
এখানে কোথায়?
সমুদ্রের হৃদয় যাতে হিল্লোলিত না হয়
হে বারি বিন্দু,
কেমন সে ঝিনুক আর মোতি!
কবির কণ্ঠ হোক
অথবা গায়কের প্রশ্বাস
বাগিচা শুকিয়ে যায় যাতে
কেমন সে প্রভাত সমীরণ!
দুনিয়ায় জাতির উদ্ভব হয়নি
অলৌকিকতা ছাড়া
'কলীমুল্লাহ'র আঘাত নেই যাতে
সে শিল্প কেমন আবার!

বাগিচায় প্রভাত

ফুল ঃ
ভাবছিলে তুমি দেশ আমার দূরে বুঝি বহু দূরে
হে আকাশের পয়গামবাহী দূরে নয় নয় দূরে।

শিশির বিন্দু ঃ
কিন্তু উড়বার কসরত হতে উজ্জ্বল হয় যে
এ তত্ত্ব ঃ পৃথিবী আকাশ থেকে নয় বহু দূরে।

প্রভাত ঃ
প্রভাতের মতো বাগিচার আঙিনায় রাখো পা
তোমার পায়ের চাপে শিশিরের যেন মুক্তো ভাঙেনা।
ঝাঁপিয়ে পড়ো পাহাড় ও মরুভূর বুকে এসে
আকাশ কিনারা যেন হাতছাড়া না হয় শেষে।

খাকানী ২১

'তোহ্‌ফাতুল ইরাকীনে'র লেখক তিনি
তত্ত্ব জ্ঞানীদের চোখের মণি,
জ্ঞান তার আবরণ উন্মোচনকারী
ছিন্নভিন্ন সমস্ত আবরণ।
অমূর্ত জগত হয়েছে নিরব
বলেনা আর 'লান তারানী'।
জিজ্ঞেস করো তাঁকে ঃ এ পৃথিবীর তাৎপর্য কি?
দিনরাত্রির ঘটনাবলীর তাৎপর্য কি?
প্রতিফল বিধানের নীতি অবগত তিনি
একটি কথার সূত্রে বলে গেলেন শত কথা।
''এ জগতের ব্যাপারে
জ্ঞাত হতে হবে আমাদেরও,
মানবতা মৃত
জীবিত ইবলিস শুধু।''

রুমী

তোমার অর্ধ নিমীলিত চোখ বিভ্রান্ত আজো
তোমার অস্তিত্ব তোমার জন্য রহস্য আজো
তোমার মুখাপেক্ষিতা এখনো পরিচিত নয়
আত্মগৌরবেরসাথে
এখনো দেখি কিয়াম শূন্য তোমার নামায
তোমার খুদীর সেতারের তার ছিন্ন আজো।
কেননা আজো তুমি মুখাপেক্ষী নও
রুমীর সংগীতের।

অভিনবত্ব

নিজের দৃষ্টি দিয়ে দেখো যদি জামানাকে
আকাশ আলোকিত হবে
তোমার প্রভাত রশ্মিতে,
তোমার স্ফুলিংগ থেকে
সূর্য গ্রহণ করবে তার কিরণ,
তোমার তক্‌দীর
ঝিকমিক করবে চন্দ্রের পেশানীতে,
তোমার মোতির তরংগে
হিল্লোলিত হবে উথাল- পাথাল সাগর,
তোমার শিল্প কুশলতায়
প্রকৃতিও হবে অধোবদন।
অন্যের চিন্তাধারার কাছে ভিখ মাগো তুমি
তুমি কি পৌছুতে পারোনি
নিজের খুদীর সীমানায়?

মীর্জা বেদিল[২২]

এ সব সত্য অথবা আমার দৃষ্টি বিভ্রম শুধু
এ পৃথিবী, মরুভূ, পাহাড় আর নীলাভ আকাশ!
কেউ বলে অস্তিত্ব আছে এদের, কেউ বলে নেই
কে জানে আছে বা নেই তোমার দুনিয়ার অস্তিত্ব!
মীর্জা বেদিল কী নিপুণভাবে করলেন উদঘাটন
এ তত্ত্ব দার্শনিকের জন্য যা ছিল কঠিনতর!
'মুমিনের দিল প্রশস্ততর হলে থাকতো না।
অস্তিত্ব এ পৃথিবীর
সুরাহী সংকীর্ণ ছিল তাই বাইরে রইলো
সুরার রং।'

শৌর্য ও সৌন্দর্য

আমার জন্য যথেষ্ট শুধু হায়দরী শক্তি
তুমি ডুবে থাকো নিছক প্লেটোর তত্ত্ব জ্ঞানে,
আমার দৃষ্টিতে এই হলো সৌন্দর্য ও শোভা
কেননা শক্তির সম্মুখে আকাশ নত শির।
শৌর্য নেই তো সৌন্দর্য ও শোভা প্রভাবহীন
উত্তাপহীন সংগীত নিছক প্রশ্বাস যেন,
শান্তির জন্যও সে আগুন করিনা কবুল
শিখা যার তেজী, মুখর ও নির্ভীক নয়।

চিত্রকর

কল্পনার মৃত্যু কিভাবে ডানা ছড়িয়েছে এখানে
ভারতীয়রা ফিরিংগীর অনুগামী, আজমীরাও।
আমার দুঃখ হলো এ যুগের বিহ্যাদ[২৩] যারা
হারিয়ে বসেছে তারা প্রাচ্যের চিরন্তন আনন্দ।
হে শিল্পী, জানি আমি তোমার সব শিল্প–কুশলতা
প্রাচীন ও নবীন উভয় শিল্পে পারদর্শী তুমি।
প্রকৃতিকে দেখিয়েছো তুমি আর দেখেছোও জানি
প্রকৃতির মুকুরে নিজের খুদীকেও দেখেছো কি?

হালাল সংগীত ২৪

গায়কের সুরধ্বনিতে হৃদয় উন্মুক্ত হয় যদিও
কিন্তু জীবিত ও চিরঞ্জীব না হলে
হৃদয়ের উন্মোচনই বা কি!
আকাশের বুকে এখনো প্রচ্ছন্ন সে সুর
যার উত্তাপে গলে যায় নক্ষত্রের দেহ,
যার প্রভাবে দুঃখ–ভীতি শূন্য মানুষের প্রাণ,
আর আয়াযের মর্যাদা হতে জন্ম নেয়
মাহমুদের মর্যাদা,
চন্দ্র ও নক্ষত্রের এ বিস্ময়কর জাহান বিলুপ্ত হোক
থাকো শুধু তুমি ও তোমার 'লা–মওজুদা' ধ্বনি!
খুদীর ফকীহরা যে সংগীতকে হালাল মনে করে
সে সংগীত এখনো প্রতীক্ষারত
কোনো বাদ্যযন্ত্রের।

হারাম সংগীত

আমার যিকিরে নেই সুফীদের উত্তাপ–আনন্দ
আমার চিন্তা নয় শাস্তি–পুরস্কারের মাপকাঠি।
আল্লাহ করুন, আমার সাথে একমত হয় যেন
হাদীস ও কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানী ফকীহবৃন্দ।

সংগীতের বুকে যদি প্রচ্ছন্ন থাকে মৃত্যুর বাণী
আমার দৃষ্টিতে হারাম বাদ্যযন্ত্র, সংগীত সব।

ফোয়ারা

ক্ষুদ্র নদীর এ গতিপ্রবাহ মৃত্তিকার সাথে সখ্যতা
অতি অসুন্দর তবুও এ দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে
ওদিকে দেখো না, দেখো এই দিকে হে প্রিয় যুবক!
ঊর্ধ্ব গামী এ ফোয়ারা বিপুল অন্তরের শক্তিতে।

কবি

প্রাচ্যের কাব্য জগতে কবিতা প্রশ্বাসের মুখাপেক্ষী,
হে কবি, তোমার বুকে প্রশ্বাস আছে কি-না (সন্দেহ হয়)!
দাসত্বের প্রভাবে খুদী যার নরোম হলো
সে জাতির পক্ষে ভালো নয় অনারব সুর।
কাঁচের সুরাহী হোক অথবা মাটির পানপাত্র
তরবারির মতো খুরধার হোক সুরা তোমার।
আকাশের তলে এমন কোনো পৃথিবী কোথাও নেই
বিনা সংগ্রামে শাসন দন্ড যার আসে হাতের মুঠোয়।
প্রতি মুহূর্তে নয়া তূর পাহাড়, নতুন আলোক স্ফূরণ
হে আল্লাহ, প্রেমের পর্যায় অতিক্রান্ত না হয় যেন!

অনারব কবিতা

অনারব কবিতা আনন্দদায়ী হৃদয়গ্রাহী হলেও
এ কবিতায় তীক্ষ্ণধার হয় না খুদীর তরবারি।
যার সুরে শুকিয়ে যায় বাগিচার পুষ্প–পল্লব
সে প্রভাত পাখির নিরবতাই বেহতের জানি।

যে আঘাতে পারভেজের সাম্রাজ্য প্রকম্পিত নয়
সে আঘাতে পাহাড় বিদীর্ণ হলেও লাভ নেই তাতে।
ইকবাল, পাথর কাটার যুগ বলে জেনো একে!
যেসব কাঁচ দ্রব্য দেখানো হয় পরিহার করো।

ভারতের শিল্পী সমাজ

এদের চিন্তাধারা প্রেম ও উন্মাদনার শবদেহ
এদের আঁধার ধারণার বুকে স্থাপিত জাতিদের সমাধি।
মৃত্যুর চিত্রকরণ এদের বুতখানার বৈশিষ্ট
জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এ ব্রাহ্মণদের শিল্প।
মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন করে তারা
উন্নত মর্যাদাকে
আত্মাকে নিদ্রিত রেখে জাগ্রত করে দেহকে।
ভারতের কবি, চিত্রকর ও কথাশিল্পীগণ
আহা! দুর্ভাগাদের স্নায়ুতন্ত্রীর উপর
নারীদের বিপুল প্রভাব।

জ্ঞানবৃদ্ধ[২৫]

তার ঘৃণাও গভীর, প্রেমও গভীর,
আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ক্রোধও তার
স্নেহের নামান্তর।
লালিত সে অনুসৃতির আঁধার গর্ভে
কিন্তু প্রকৃতি নিরন্তর সৃষ্টিমুখর।
মহফিলের মধ্যে সে নিতান্ত একাকী,
সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও বন্ধু সে
সবার, মহফিলের শামাদান সম।
চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে প্রভাত সূর্যের ন্যায়,
কথাগুলো তার সরল কিন্তু গভীর
অর্থবহ, দৃষ্টিভঙ্গি তার সমকালে
বৈশিষ্টময়, তার অবস্থার রহস্য
অবগত নয় তরীকতের পীরগণ।

নতুন জগৎ

হৃদয়বানের নিকট প্রচ্ছন্ন নয়
তক্‌দীরের রহস্য, স্বপনে দেখে সে
নতুন জগতের ছবি। আর যখন
আজানের ধ্বনি জাগ্রত করে তাকে
নির্মাণ করে সে স্বপনে দেখা দুনিয়াটি।
তারই মাটির হাত দেহ এ নতুন
জাহানের, তারই তকবীর এর প্রাণ।

নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন

নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান লাভ যদিও দান ইলাহীর
কিন্তু শিল্পীরা কোথাও
চেষ্টা ও সাধনা মুক্ত নয়।
কারিগরের ধমনীর রক্তের উত্তাপে
নির্মিত হলো
হাফিযের পানশালা
আর বিহ্‌যাদের বুত্‌খানা।
প্রতিভার বিকাশ হয় না
অবিরাম প্রচেষ্টা ছাড়া,
কুঠারাঘাতের স্ফুলিংগে উজ্জ্বল হলো
ফরহাদের গৃহ।

সংগীত

সে সংগীত গজল গায়কের
হিমশীতল রক্তের প্রমাণ
যা শুনে তোমার চেহারা ঝল্‌সে ওঠে না।
যে গায়কের হৃদয় পবিত্র নয়
গান তার বিষময় করে প্রশ্বাস তরংগকে।
পূর্ব ও পশ্চিমের পুষ্পোদ্যানগুলো পরিভ্রমণ করলাম
কোনো বাগিচায় দেখলাম না ক্ষতবিক্ষত ফুলের হৃদয়।

দৃষ্টির অভিরুচি

খুদী উন্নত ছিল মৃত্যুপথযাত্রী চীনা বাসিন্দার
শাস্তি লাভের মুহূর্তে জল্লাদকে বললো সে দুর্ভাগা ঃ
থামো, থামো, কেননা এ দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর
একটুখানি দেখে নেবো আমি তরবারির উজ্জ্বল প্রভা।

কবিতা

কবিতার রহস্যজ্ঞানের অধিকারী যদিও নই আমি,
কিন্তু
গভীর তত্ত্ব এটি, জাতিদের ইতিহাস যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঃ
চিরন্তন জীবনের বার্তাবহ কবিতা
জিব্রীলের সংগীত বা ইস্রাফিলের ধ্বনি।

নৃত্য ও সংগীত

কবিতা উজ্জ্বল করে জিব্রীল ও ইবলিসের প্রাণ,
নৃত্য ও সংগীত হলো মহফিলের উত্তাপ ও আনন্দ।
এ রহস্য উদঘাটন করলো এক চীনা দার্শনিক ঃ
কবিতা হলো সংগীতের আত্মা আর নৃত্য তার দেহ।

সংযম

জামানার বিরুদ্ধে অভিযোগ –
পৃথিবীর মানুষের রীতি,
আঘাত খেয়ে 'আহ' বলা
দরবেশী মর্যাদার অনুকূল নয়।
জ্ঞানবৃদ্ধ এ গভীর তত্ত্ব
আমাকে শিখিয়েছে একান্ত নিভৃতে ঃ
আর্তচিৎকার সংযত করা সিংহের স্বভাব,
চিৎকার করে শৃগাল আর মেষপাল।

নৃত্য

দেহের নৃত্যের ভংগিমা ছেড়ে দাও ইউরোপের জন্য,
আত্মার নৃত্যের মধ্যে নিহিত কলীমুল্লাহর আঘাত।
সে নৃত্যের দান দৈহিক কামনার অতৃপ্তি
এ নৃত্যের দান দরবেশ ও শাহানশা'র মর্যাদা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনীতি

সাম্যবাদ [২৬]

জাতিদের আচরণে অবগত হয়েছি আমি
নিরর্থক নয় রাশিয়ার এ চলার আবেগ,
নব চিন্তায় বাধ্য হলো সংশয়িত মন
জামানার অসন্তোষ প্রাচীন পদ্ধতির পরে।
মানুষের লালসা প্রচ্ছন্ন রেখেছিল যাকে
সে রহস্য ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হচ্ছে যেন,
হে মুসলিম! কুরআনে আকণ্ঠ ডুব দাও
আল্লাহ তোমাকে দিক অভিনব কর্মস্পৃহা

এখনো যা প্রচ্ছন্ন আছে 'কুলিল আফ্‌ওয়া' শব্দের বুকে
এ যুগে হয়তো সে সত্যের চেহারা উন্মোচিত হবে।

কার্ল মার্কসের আওয়াজ

জ্ঞান–বিজ্ঞানের এসব গালভরা বুলি
আলোচনা–বিতর্কের এ প্রদর্শনী
পৃথিবী বরদাশ্‌ত করতে পারে না আর
প্রাচীন চিন্তার এ প্রদর্শনী।
হে অর্থনীতিবিদ! তোমার গ্রন্থে
আছেই বা আর এমন কি বস্তু
কিছু বক্র রেখার প্রদর্শনী
কিছু বক্র পত্রের প্রদর্শনী!
পশ্চিমী জগতের প্রতিমা মন্দিরে
গীর্জায় এবং শিক্ষায়তনে
লালসার হিংস্র রক্তাভিযান
লুকিয়ে রাখে কূটবুদ্ধির প্রদর্শনী।

বিপ্লব

এশিয়া ইউরোপে নেই জীবনের চাঞ্চল্য উত্তাপ,
এখানে খুদীর মৃত্যু আর ওখানে মৃত্যু হৃদয়ের,
বিপ্লবের উন্মাদনা নিয়েছে হৃদয়ে হৃদয়ে
ঘনিয়ে এসেছে বুঝি প্রাচীন পৃথিবীর মৃত্যুর দিন।

খোশামোদ

পৃথিবীর ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ একথা ঠিক
কিন্তু কোনো রহস্যও জ্ঞানীদের অগোচরে নেই,
তুমিও খোশামোদ করো সরকারী উজিরদের
নতুন পদ্ধতি আর নতুন যুগের এ সূচনা।

জানিনা এ খোশামোদ অথবা জাজ্বল্যমান সত্য
যদি পেচককে কেউ বলে রাত্রির ঈগল।

পদমর্যাদা

মুমিন বান্দা হলো ফিরিংগী প্রতারণার শিকার
কলন্দরের চক্ষু এজন্য অশ্রুসিক্ত হলো
মঙ্গল হোক তোমার পদমর্যাদার
আল্লাহর কাছে করি এই মুনাজাত
কেননা এরি জন্য তুমি নির্মূল করলে খুদীকে।
কিন্তু হাজার লুকিয়ে রাখলেও লুকানো থাকে না এ কথা
বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝেছে সঠিক –
রাষ্ট্র শাসনের কাজে
অধীনদের অংশীদার করা হয় না,
তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের খরিদ্দার শাসক সমাজ।

ইউরোপ ও ইহুদি

এ বিপুল বিলাসিতা, কর্তৃত্ব, ব্যবসা–
জ্যোতিহীন বক্ষমাঝে অশান্ত হৃদয়,
ফিরিংগী মেশিনের ধোঁয়ায় অন্ধকার
চতুর্দিক, আইমন আধিত্যকা নয়
এটি, এখানে নয় তাজাল্লি বিচ্ছুরণ।
জীবনের দ্বিপ্রহরে মরণ শয্যায়
শায়িত এ সভ্যতা, হয়তো পরিচালক
হবে এর পশ্চিমের ইহুদি সমাজ।

দাস মনোবৃত্তি

কবিও জন্ম নেয়, আলেম ও দার্শনিকও
তবুও শূন্য থাকেনি
জাতিদের দাসত্বের যুগ।
আল্লাহর এ বান্দাদের সবার উদ্দেশ্য এক,
গভীর তত্ত্বের ক্ষেত্রে
যদিও তাদের প্রত্যেকের ব্যাখ্যা আলাদা।
"সিংহকে শিখাও হরিণের দৌড়
এই ভালো,
তাহলে শ্রুত হবে না আর
সিংহের বীর্যের কাহিনী।"
দাসদের সম্মত করে তারা দাসত্ব কর্মে
বাহানা করে সমস্যার বিকৃত অর্থের।

বলশেভিক রাশিয়া

অপূর্ব বিস্ময় ভরা
আল্লাহর আকাশের গতি-প্রকৃতি,
জানিনা কি কথা সংগোপন আছে
পৃথিবীর হৃদয়ে।
ক্রুশ ভাঙার দায়িত্বে নিযুক্ত হলো তারা
ক্রুশ সংরক্ষণকে যারা মনে করতো
মুক্তির পথ।
এ অহী অবতীর্ণ হলো
রাশিয়ার নাস্তিকদের প্রতি-
ভেঙে ফেলো গীর্জার যতেক লাত ও মানাত।

আজ এবং কাল

সে
কালকের দুঃখ-আনন্দের ওপর রাখে না অধিকার
যে
আজ স্বতঃসমুজ্জ্বল-উত্তপ্ত হৃদয় নয়।
সে
জাতির আগামীকালের সংগ্রামের যোগ্যতা নেই
যে
জাতির ভাগ্যে নেই আজকের দিন।

প্রাচ্য

আমার গানে ছিন্ন হলো ফুলের আবরণ,
প্রভাত বায়ু এখনো ফেরে বাগিচার খোঁজে,
মুস্তাফা কামাল বা রেজা শাহের মধ্যে তার
বিকাশ হয়নি, দেহের সন্ধানে আজো ফেরে
প্রাচ্যের প্রাণ। আমার খুদীও শাস্তিযোগ্য কিন্তু
এ যুগ ফেরে শৃংখল ও কারাগারের সন্ধানে।

পাশ্চাত্যের রাজনীতি

হে খোদা!
পাশ্চাত্যের রাজনীতি প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার
কিন্তু পূজারী এর শুধুমাত্র
ধনিক সমাজ।
আগুন থেকে তৈরি করলে তুমি
একটি ইবলিস
আর সে তৈরি করলো
দুহাজার ইবলিস মৃত্তিকা থেকে।

খাজার কর্তৃত্ব

বর্তমান যুগ
আসলে প্রাচীন যুগের নতুন চেহারা
জাতির নেতা যে-ই হোক না কেন
গদিনশীন পীর অথবা রাজনীতিক।
পীরের কেরামতি নেই এতে
শাসকের বাহুবলও নেই
বহু শতাব্দী থেকে গণমানুষ
দাস মানসিকতায় অভ্যস্ত তাই।
খাজার কর্তৃত্ব সমস্যার মুখোমুখি হয় না
যখন দাসরা পাকাপোক্ত হয়ে যায়
দাস স্বভাবে।

দাসের জন্য

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন শিখিয়েছে আমাকে
একটি তত্ত্বকথা–
দাস শ্রেণীর সব রোগের প্রতিশেধক,
ধর্ম, দর্শন, ফকিরী বা বাদশাহী
দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নির্মিত দেহ তাদের।

সে জাতির বর্ণমালা উত্তাপহীন,
কর্ম বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত
হৃদয় যার শূন্য হয়েছে সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকে।

মিসরবাসীদের প্রতি

আবুল হওল নিজেই এ তত্ত্ব শিখিয়েছে আমাকে
যে আবুল হওল প্রাচীন রহস্যজ্ঞানী ঃ
যে শক্তি আকস্মিক পরিবর্তন আনে জাতির ভাগ্যের
সে শক্তির মোকাবিলায় অক্ষম দার্শনিকের প্রজ্ঞা।
প্রতি যুগে স্বভাব তার পরিবর্তনশীল
কখনো মুহম্মদের তরবারি সে
কখনো মূসার লাঠি।

আবিসিনিয়া

[১৮ আগস্ট ১৯৩৫]

ইউরোপের শকুনরা এখনো জানে না একথা
কত বিষ জর্জর আবিসিনিয়ার এ শবদেহ,
হতে চলেছে এ পুরাতন শবদেহ ছিন্নভিন্ন।
সভ্যতার পূর্ণতা মানবিক শিষ্টতার ধ্বংস
দস্যুবৃত্তি জীবিকা তাই দুনিয়ার বহুজাতির,
প্রত্যেক নেকড়ে ফেরে নিরীহ ছাগশিশুর সন্ধানে।
হায়! ঈসায়ী ভজনালয়ের মর্যাদার আয়নাকে
ইতালী জনসমক্ষে করে দিল চাক্‌না চুর
হে গীর্জার অধিনায়ক! এ সত্য হৃদয়বিদারক।

প্রাচ্যের জাতিপুঞ্জ

সমুদ্রও বিজিত, বিজিত মহাশূন্যও
প্রাচীন আকাশের দৃষ্টির পরিবর্তন
মোটেই বিস্ময়কর নয়।
যে স্বপ্ন দেখেছে ফিরিংগী সাম্রাজ্যবাদ
হয়তো হতে পারে তার তা'বীর পরিবর্তন,
তেহরান যদি হয় প্রাচ্যের জেনেভা
তাহলে হতে পারে হয়তো পৃথিবীর
ভাগ্য পরিবর্তন।

ইবলিসের ফরমান

তার রাজনৈতিক সন্তানদের নামে—

ব্রাহ্মণদের টেনে এনে রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে
প্রাচীর মন্দির হতে এ উপবীতধারীদের
বিতাড়িত করো।
মৃত্যুর ভয় নেই যে অনশনক্লিষ্টের বিন্দুমাত্রও
মুহম্মদের আত্মা তার দেহ হতে
বহিষ্কার করো।
আরবীয় চিন্তাকে ফিরিংগী চিন্তায় রূপায়িত করে
ইসলামকে হিজায ও ইয়েমেন থেকে
বহিষ্কার করো।
আফগানীদের ধর্মীয় গাইরাতের চিকিৎসা হলো
তাদের পার্বত্য অধিত্যকা থেকে মোল্লাকে
বহিষ্কার করো।
হরমবাসীদের থেকে তাদের ঐতিহ্য ছিনিয়ে নাও
খুতানের শ্যামল বনানী থেকে মৃগকুলকে
বিতাড়িত করো।
ইকবালের প্রশ্বাসে লালাফুলের অগ্নি তীব্রতর হলো
এহেন গজল গায়ককে বাগিচা থেকে বিতাড়িত করো।

চিরন্তন কর্তৃত্ব

প্রকৃতি আমাকেও ডুবুরী বানিয়েছে
কিন্তু আমি এড়িয়ে চলি
রাজনীতির গভীরতাকে।
চিরন্তন কর্তৃত্বকে প্রকৃতি বরদাশ্‌ত করে না
যদিও এ ভানুমতির খেলা বেশ মনোমুগ্ধকর।
ফরহাদের পাহাড় কাটার কাহিনী জীবিত আজো
কিন্তু খস্‌রুর রাজত্বের কাহিনীর রেশটুকুও নেই।

গণতন্ত্র

এ রহস্য উদঘাটন করলো এক পাশ্চাত্যবাসী
যদিও প্রাজ্ঞজনেরা এ রহস্যোন্মোচন করে না ঃ
গণতন্ত্র এক শাসন পদ্ধতি, যাতে মানুষের
মাথা গোণা হয় কিন্তু তাকে ওজন করা হয় না।

যর্‌বে কলীম

ইউরোপ ও সিরিয়া

সিরিয়ার মৃত্তিকা পাশ্চাত্যবাসীকে দান করলো
পবিত্র, অপাপবিদ্ধ ও সহানুভূতিশীল নবী,
সিরিয়ার কাছে প্রতিদানে এলো ইউরোপ থেকে
শরাব, জুয়া এবং দেহোপজীবিনীর আধিক্য।

মুসোলিনী *

[নিজের প্রাচ্য–প্রতীচ্যের প্রতিযোগীদের প্রতি]

মুসোলিনীর অপরাধ কি যুগের বিরল ঘটনা?
অনর্থক মেজাজ বিগড়েছে
ইউরোপের নিরীহ নায়কদের।
চাল্‌নি বিরক্ত হয় আমি যখন আটা চালি
অথচ সভ্যতার যন্ত্র আমরা সবাই তফাৎ শুধু
চল্‌নি তুমি এবং আমি যাঁতা।
পদাঘাত করছো আমার সাম্রাজ্যবাদী মত্ততাকে
তোমরাও কি ভাঙোনি দুর্বল জাতিদের কাঁচ?
এ আজব তিলিস্‌মাত কার সাম্রাজ্যবাদের ফসল–
রাজধানী আছে কিন্তু রাজা নেই, রাজত্বও নেই!
ইটালির শাসকরা আবাদ করে অনাবাদ ভূমি
আর তোমরা অনাবাদ ভূমি থেকেও
উসূল করো খাজনা।
তোমরা লুটেছো মরু যাযাবরদের তাঁবু
লুটেছো তোমরা কৃষকের ক্ষেত এবং মুকুট ও সিংহাসন।
সভ্যতার আড়ালে তোমরা চালিয়েছো গতকাল
লুটতরাজ ও হত্যালীলা
আর আমি তা চালাচ্ছি আজ।

** ১৯৩৫ সালের ২২ আগস্ট ভূপালের শীশ মহলে লিখিত।*

অভিযোগ

কে জানে ভারতের ভাগ্য
কেননা এখনো পর্যন্ত
বেচারা কোনো মুকুটের উজ্জ্বল হীরক খণ্ড,
এ দেশের কৃষক
যেনো কোনো কবরে নিক্ষিপ্ত লাশ,
তার শতছিন্ন কাফন
এখনো মৃত্তিকায় প্রোথিত,
তার দেহ ও প্রাণ
অন্যের হাতের মুঠোয়।
আফসোস!
গৃহ এবং গৃহস্বামী উভয়ই অস্তিত্বহীন,
ইউরোপের দাসত্বে সন্তুষ্ট হলে তুমি,
আমার অভিযোগ তোমার কাছে
ইউরোপের কাছে নয়।

কর্তৃত্ব স্থাপন

কোথায় সভ্যতার দূতের প্রয়োজন
বর্তমান যুগের পক্ষে একথা বোঝা
কঠিন নয়। যেখানে জুয়া নেই, নেই
আঁটসাট পোশাক পরিহিতা ললনা,
শরাব পান হারাম হয়েছে যেখানে।
দেহ পিঞ্জরে যদিও আবদ্ধ একটি
বেসবর আত্মা, কিন্তু ঐতিহ্য বিমুখ
নয় প্রপিতাদের এখনো। যাযাবর
সন্তান যদিও সাহসী, শক্তিশালী ও
বুদ্ধিমান কিন্তু প্রবাহ নেই সেখানে
শিক্ষা স্রোতস্বিনীর। ফতোয়া হলো এই
ইউরোপের বুদ্ধিমানদের ঃ সে দেশে
এখনো সভ্যতার লেশমাত্রও নেই।

ধর্মহীন রাজনীতি

সত্যকথা আমার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না,
আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন
জ্ঞান ও দৃষ্টিসম্পন্ন হৃদয়।
এ ধর্মহীন রাজনীতি আমার দৃষ্টিতে
শয়তানের দাস,
নীচ প্রকৃতি এর আর মৃত বিবেক।
গীর্জা পরিত্যাগ করে
শাসন দণ্ড হলো মুক্তপক্ষ,
ফিরিংগীদের রাজনীতি হলো
শিকলমুক্ত দানব।
যখনই অন্যের সম্পদের দিকে তার নজর যায়
তার সেনাদলের প্রথম সারিতে থাকে গীর্জার দূত।

সভ্যতার ফাঁদ

এর কুলীনতায় ইকবালের সন্দেহ নেই
মোটেই,
প্রত্যেক মজলুম জাতির ক্রেতা ইউরোপ।
গীর্জার অধিনায়কের কিরামতি দেখো, সে
বিজলীর প্রদীপে চিন্তাধারাকে উজ্জ্বল করলো।
সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কিন্তু
আমার হৃদয় জ্বলে যায়,
কোনো কৌশলে খোলা যাচ্ছে না
এ জটিল গ্রন্থী।
কর্মঠ তুর্কীদের বাঁধনমুক্ত হয়ে
এ দুর্ভাগারা বন্দী হলো সভ্যতার ফাঁদে।

উপদেশ

জনৈক ফিরিংগী রাজনীতিক
তার পুত্রকে বললো ঃ
এমন দৃশ্যের সন্ধান করো
তোমার চোখের তৃপ্তি হয় না যাতে।
সিংহের পদ্ধতি প্রকাশ হয় যদি
ছাগ–শিশুর কাছে
এটিই হবে
হতভাগার প্রতি সবচেয়ে বড় জুলুম।
বাদশাহীর রহস্য বুকে আবদ্ধ থাকাই ভালো,
অধীনস্থদের ওপর শাসন চলে না
তরবারির জোরে।
শিক্ষার আগুনে উত্তপ্ত করো তার খুদীকে
নরোম হবার পর
তাকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তিত করো।
এ আগুন প্রভাবশালী মৃত সঞ্জীবনির চেয়েও
স্বর্ণ হিমালয়ও এর প্রভাবে পরিণত হয়
মাটির ঢিবিতে।

জাতিপুঞ্জ

কদিন হতে বেচারা শায়িত মৃত্যু শয্যায়,
হয়তো দুঃসংবাদ বের হবে আমার কণ্ঠ
হতে, তাই ভয় হয়। একথা সুস্পষ্ট, ভাগ্য
নির্ধারিত হয়ে গেছে, গীর্জার অধিনায়করা
কিন্তু প্রার্থনা করছে এটা যেন টলে যায়।
হয়তো বৃদ্ধ ফিরিংগীদের এ রক্ষিতা আরো
কদিন বাঁচবে ইবলিসের তাবিজের গুণে।

এক জলদস্যু ও সিকান্দার শাহ

সিকান্দার

তোমার শাস্তি, তোমার শিকল অথবা আমার তরবারি?
কেননা তোমার দস্যুবৃত্তিতে বিপর্যস্ত সমুদ্রের প্রশস্ততা।

জলদস্যু

সিকান্দার! আফসোস, একে তুমি বীরত্ব মনে করো,
এভাবে কি সহ্য করা হয় সমতুল্যদের লাঞ্ছনা?
আমিও দস্যুবৃত্তি করি, তুমিও দস্যুবৃত্তি করো
দস্যু আমরা দুজনেই – তুমি স্থলের, আমি জলের।

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন

ফ্রান্সের মাতালদের পানশালা দীর্ঘস্থায়ী হোক
'হল্‌বে'র প্রতিটি বোতল রঙীন শরাবে পূর্ণ।
ফিলিস্তিনের মৃত্তিকায় যদি ইহুদিদের
অধিকার থাকে
তাহলে স্পেনের ওপর কেন থাকবে না।
আরবদের অধিকার?
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু –
নারাংগী অথবা মধু ও খেজুরের ব্যবসা নয়।

রাজনৈতিক নেতা

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে
কী আশা করা যায়,
খেলোয়াড় এরা,
সম্পর্ক রাখে, মৃত্তিকার সাথে!
সদাই দৃষ্টি এদের পিঁপড়ে ও মাছিদের প্রতি
এদের জাল বিস্তৃত
পৃথিবীতে মাকড়সার মতো।
সেই কাফেলাকে জানাই মুবারকবাদ
যার আমীরের সম্পদ
স্বর্গীয় চিন্তাধারা এবং উন্নত আবেগ।

দাসত্বের মানসিকতা

জাতির ব্যাধির কারণ অতীব সূক্ষ্মতর
তার বিস্তারিত বর্ণনা সহজসাধ্য নয়।
দাস জাতির নেতৃবৃন্দ সিংহের ধর্মে দেখে
কেবলমাত্র শৃগাল মনোবৃত্তির দর্শন।
পর্দান্তরালে তারা যদি মুরিদ হয়
ফিরাউনী শক্তির
তাহলে তাদের সব অলৌকিকতা
জাতির জন্য অভিশাপ।

গোলামের নামায

[লাহোরে তুরস্কের হেলালে আহমরের প্রতিনিধিবর্গ]

নামাযের পরে বললো আমাকে তুর্কী মুজাহিদ
ইমামের সিজ্‌দা তোমাদের এত দীর্ঘ কেন?
সে সরল মর্দে মুজাহিদ স্বাধীন মুসলিম
জানতোনা সে কি বস্তু এই গোলামের নামায।
এ পৃথিবীতে সহস্র কাজ স্বাধীন মানুষের
তাদেরই কর্মস্পৃহায় সচল জাতীয় ব্যবস্থা।
কর্মের উত্তাপ বঞ্চিত গোলামের দেহ পিঞ্জর
কেননা গোলামের দিবারাত্র স্থবির জড়পিন্ড।
দীর্ঘায়িত সিজ্‌দায় তাই বিস্ময়ের কিছু নেই
সিজ্‌দা ছাড়া এ দুর্ভাগাদের কাজই বা কি আর!
আল্লাহ দান করুন ভারতের নেতৃবৃন্দকে
সেই সিজদা যার মধ্যে নিহিত জাতির
জীবনের পয়গাম।

ফিলিস্তিনী আরবদের প্রতি

জামানা এখনো যার উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়নি
আমি জানি সে অগ্নি নিহিত তোমার অস্তিত্বে।
তোমার ঔষধ জেনেভা অথবা লন্ডনে নেই,
ফিরিংগীদের প্রাণশক্তি ইহুদিদের হাতের মুঠোয়।
গোলামী থেকে জাতির নিষ্কৃতির পথ
আমি শুনেছি
খূদীর লালন এবং তার বিকাশের
আনন্দের মধ্যে নিহিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এখানে রোগের কারণ দাসত্ব ও অন্ধ অনুসৃতি
ওখানে রোগের কারণ গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি,
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ থেকে নিষ্কৃতি নেই কারো
পৃথিবীতে দৃষ্টি ও দিলের রুগ্নতার ব্যাপক বিস্তৃতি।

কর্তৃত্বের মনোবৃত্তি

[পরিভাষা]

এ প্রীতি শিকারীর অপ্রীতির ভান
আমার কোনো কাজে এলো না
আমার নতুন গান।
কিছু ঝরে পড়া ফুল ওরা
রাখলো বন্দীশালায়
হয়তো তুষ্ট বন্দীরা
তাদের বন্দী দশায়।

মেহরাব গুল আফগানের চিন্তাধারা

[এক]

আমার শিলাময় কোহিস্তাঁ! তোমার শ্রীহীন
প্রান্তর ছেড়ে যাবো কোথায়? মিশে আছে হেথা
শিলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার পূর্ব পুরুষের
দেহের মৃত্তিকার প্রতিটি কণা। উচ্চ শৃংগে
তোমার গড়ে উঠেছে কোন্ আদিকাল থেকে
আশিয়ানা শাহীন ও বাজপাখির। পার্বত্য
লালা ফুলের চিহ্ন নেই, বুলবুলের কণ্ঠ
কোথাও ঝংকৃত হয় না। তোমার পর্বতের
বাঁকে বাঁকে আমার কল্পনার জান্নাত গড়ি,
মৃত্তিকা তোমার অম্বর সুবাসিত, উজ্জ্বল
স্ফটিক তোমার পানি। কখনো হবে না দাস
বাজ পাখি কবুতর ও চকোরের, তাই তো
দেহরক্ষার জন্য ধ্বংস করবো কি আত্মাকে!
হে আমার আত্মমর্যাদাশীল ফকিরী! তুমি
কি সিদ্ধান্ত নেবে—ইংরেজের খেলাত লাভ
অথবা ছিন্নভিন্ন করবে এ গাত্রাবরণ?

[দুই]

প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাতিদের, এ সত্য চিরন্তন
তুমি আমি প্রিয় নই কেউ বৃদ্ধ আকাশের
দৃষ্টিতে। তাই তো ডুব দাও খুদীর সমুদ্রে
হয়ো না হতাশ, অগোচরে রোগ নিরাময়
করেন তিনি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে তুমি, হবে
একক পৃথিবী মাঝে যদি একাকার হয়
হৃদয়ে তোমার 'লা—শরীক লা হু'র প্রেরণা।

[তিন]

খোদার হুকুম পাল্টাবে না
তোমার দোয়ার বদৌলতে
হয়তো তুমিই পাল্টে যাবে
কি জানি তাঁর ইশারাতে।
তোমার খুদীর সাগরেতে
বিপ্লব আসে যদি
বদলাবে সারা বিশ্বটা বা
ভাবছি নিরবধি।
সেই শরাবে মস্ত মাতাল
সেই 'হা' 'হু' উঠছে রব
বদলে যাবে রসম রেওয়াজ
মন মাতানো সাকিরা সব।
তোমার আশা পূর্ণ হোক
এই দোয়া তো করছো তুমি
তোমার আশা বদলে যাক
এই দোয়াতে মগ্ন আমি।

[চার]

চন্দ্র, সূর্য এবং আকাশ বক্রগামী
অক্ষম পথিক তারা। সিকান্দার যেন
ঝল্সে উঠলো বিদ্যুৎ সম, তুমি কি
জান হে আকস্মিক মৃত্যু এসব কথা?
নাদির শাহ লুটে নিল রত্ন সম্ভার
দিল্লী নগরীর, তরবারির একটি
আঘাতে হয়ে গেলো এক টুকরো কাহিনী,
রয়ে গেলে আফগানী ও অন্ত্যজ হিন্দু,
হুকুম ও কর্তৃত্ব একক আল্লাহর।
অভাবে স্বভাব নষ্ট স্বাধীন মানুষ।
অভাবে সিংহও পায় শৃগাল স্বভাব
ফকিরী যখনই চিনলো খুদীকে, তুমি

হলে শাহান শাহ, বাদশাহ আমিও।
যে মর্দে দরবেশ পদার্পণ করেনি
সুলতানের দরবারে, জাতির ভাগ্য সে।

[পাঁচ]

এ শিক্ষায়তন, এ জীবন নাট্য, এ জীবন চাঞ্চল্য
এ উচ্ছ্বসিত জীবন ধারায় প্রতি মুহূর্তে নতুন দুঃখ–বেদনা,
স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য সে জ্ঞান হলাহল সদৃশ
যে জ্ঞানের ফসল এক মুঠো শস্যদানা।
সাহিত্য ও দর্শন কোনো বস্তু নয় হে মূর্খ!
শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন প্রচেষ্টা ও সাধনা,
প্রকৃতির মর্যাদার ওপর বিজয়ী হয় শিল্পী
সন্ধ্যা তার প্রভাতের প্রতিচ্ছবি যেন।
শিল্পী চাইলে শিল্পের বদৌলতে
শিশিরের ঔজ্জ্বল্য বিকীরিত হতে পারে
মুদ্রার শরীর থেকে।

[ছয়]

উদ্ভাবনের এই জগতে যে নিজেই উদ্ভাবক
তাকে ঘিরে চলে সর্বকালে কালের আবর্তন
খুদীকে করো না তোমার অন্ধ অনুসৃতির বাহক
সংরক্ষণ করো এ মুক্তোদানা মহামূল্যবান।
আধুনিকতার পয়গাম সে জাতির জন্য শুভ হোক
যার চিন্তায় আছে কেবল নৈশ মজলিস
আমার আশংকা হয় আধুনিকতার এ ধুম্রজাল
প্রাচ্যদেশে ফিরিংগী অনুসৃতির বাহানা ছাড়া কিছুই নয়।

[সাত]

বদলে গেলো তুর্কী–সিরিয়া
বদলে গেলো ভারত ভূমি
তুমিও হে পর্বতবাসী

লাভ করো আত্মপরিচয়
হে গাফিল আফগান,
লাভ করো আত্মপরিচয়।

তরংগমালা উত্তাল নয় যার
সে কেমন সমুদ্র আবার
বাতাস ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ নয়
সে কেমন তুফান আবার!
হে গাফিল আফগান
লাভ করো আত্মপরিচয়।

নিজের মাটির বুক চিরে যে
নিজেকে করলো খাড়া
সে বান্দার কৃষিকর্ম তো
রাজকর্মেরও বাড়া
হে গাফিল আফগান,
লাভ করো আত্মপরিচয়!

তোমার শিক্ষাহীনতা দেখি
অশিক্ষিতের আব্রু ঢেকেছে
আলেম ফাজেল তাদের
ঈমান ও দীন বিক্রি করেছে।
হে গাফিল আফগান,
লাভ করো আত্মপরিচয়!

[আট]

কাক বলে বড় কদর্য তোর ডানা
চামচিকা বলে নির্গুণ তুই রাতকানা।
প্রভাতী পাখির দলে নয় এরা কিন্তু হে শাহবাজ!
আকাশ নীলের খবর রাখা নয়তো এদের কাজ।
এমন পাখির 'হাল' ও 'মকাম' কিছুই কি এরা জানে
উড়ে চলে যে নিসীম আকাশে প্রতিপলে প্রতিক্ষণে?

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও টীকা

১। কুরআন মজীদ মুসলমানের জীবনে কর্মবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। ঈমানের সাথে সাথে তাদেরকে সৎ কাজেরও আদেশ দিয়েছে। এ সৎ কাজের মাধ্যমে তারা সত্য প্রতিষ্ঠার শক্তি অর্জন করলে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে। এ নীতি অনুসৃতির ফলেই মুসলমানরা একদা সারা দুনিয়ার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করেছিল। অর্ধেক দুনিয়ার ওপর তাদের সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গায়ের ইসলামী তাসাউফ তথা যোগবাদ, যরথুষ্ট্রবাদ, মহানির্বাণবাদ, রাহ্বানিয়াত ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে মুসলমানরা আজ কুরআনের সে কর্মবাদের শিক্ষা ভুলে গেছে। কুরআনের শিক্ষা ছিল ঃ لَيسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّامَاسَعٰى 'মানুষ তার প্রচেষ্টার ফল ছাড়া কিছুই পাবে না।' কিন্তু এ কর্মবাদ বিস্মৃত হয়ে মুসলমানরা আজ কেবলমাত্র তকদীরের ওপর ভরসা করে বসে আছে। তারা নিজেরা নিষ্ক্রিয় থেকে আল্লাহ'র রহমতকে সক্রিয় রাখার দুরাশা পোষণ করে।

মুসলমানদের চিন্তায় ও কর্মে এ স্থবিরতা বিশ্লেষণ করে আল্লামা ইকবাল বলছেন, বিজাতির দাসত্বই মুসলমানদের মধ্যে আজ এ পরিবর্তন এনেছে। তিনি বলেন ঃ দাসত্ব মানুষের চিন্তাকে নিম্নগামী করে। ফলে তার ভালো-মন্দের মাপকাঠি বদলে যায়। স্বাধীন জীবনে সে যেটাকে মন্দ মনে করতো দাসত্বের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে সেটাকেই ভালো মনে করতে থাকে। তার চিন্তায় এ বুনিয়াদী পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তন তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুসলমান কখনো দাসত্বের জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ এ জীবন কুরআনের শিক্ষার বিরোধী। আল্লামা ইকবাল ইসলামের এ মূলনীতিটিই এখানে পেশ করেছেন।

২। আল্লাহকে স্মরণ করা ও চিন্তা করা মানুষের দুটি মৌলিক শক্তি। আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ শুধু এক জায়গায় বসে তাঁর নাম উচ্চারণ ও গুণগান করা নয়। জীবনের প্রত্যেকটা কাজ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী করা এবং প্রত্যেকটা কাজ করার পূর্বে সে সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ কি তা চিন্তা করা। এভাবেই তাঁর স্মরণ যথার্থ সার্থক হবে। নয়তো জীবনকে কয়েকটা অংশে বিভক্ত করে তার একটা অংশে নিছক কয়েক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোনো অর্থই হতে পারে না। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের জন্য এ ধরনের কোনো আদর্শ রেখে যান নি।

স্মরণ ও চিন্তা তথা "যিকির ও ফিকির"-এর তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে কবি এখানে বলছেন, এ দুটি হচ্ছে, মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির পর্যায়বিশেষ। আর এ মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا "এবং আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছেন", অর্থাৎ আদমের প্রকৃতিতে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুমিন যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, সে রুমী ও আত্তারের মর্যাদায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। আবার যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয় তখন অধিষ্ঠিত হয় ইবনে সিনার মর্যাদায়। ইবনে সিনা পৃথিবীখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক। মওলানা জালালুদ্দীন রুমী ও ফরিদউদ্দীন আত্তার ফারসী সাহিত্যে দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক কবিতা ইসলামী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলামী তাসাউফে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল গভীর ও সুদূর প্রসারী।

শেষের দুছত্রে কবি বলেছেন, চিন্তাশক্তির মাধ্যমে মানুষ স্থান–কালের অস্তিত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ জটিল দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে এবং তাঁর নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে তাঁর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়।– 'সুবৃহানা রব্বিয়াল আলা'র তাৎপর্য এটাই।

৩। আল্লামা ইকবাল এখানে আলেম নামধারী অর্ধশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মসজিদের ইমামদেরকে সম্বোধন করেছেন। এ অর্ধশিক্ষিত ইমামগণ ইসলামের পুরোপুরি জ্ঞান না রাখা সত্ত্বেও মুসলমানদের নেতৃত্ব দানে অগ্রসর হন। কবি বলছেন ঃ হে ইমাম! হয়তো তোমার আবেদন–নিবেদন কিছুটা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবে। কিছুটা আধ্যাত্মিক শক্তি তুমি অর্জন করতে পারবে। এর ফলে একদিকে আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারবে। কিন্তু মানুষের মর্যাদা তোমার চোখে মোটেই ধরা দেয়নি। মানবতার উন্নতি সম্পর্কে তুমি কোনো ধারণাই রাখো না। এ কারণে তোমার নামাযের শুধু কাঠামোটুকুই অবশিষ্ট আছে। তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নেই। তোমার নামাযে জালালও নেই, জামালও নেই। জালাল ও জামাল আল্লাহর দুটো বিশেষ গুণ। মুমিনের মধ্যে এ গুণাবলীর প্রতিফলন হওয়া উচিত। জালাল হচ্ছে আল্লাহর শক্তি, প্রতিপত্তি, প্রতাপ, শান–শওকত, সার্বভৌমত্ব ও পূর্ণাংগ ক্ষমতার প্রকাশ। অন্যদিকে জামাল তাঁর দয়া, মমতা, করুণা, রহমত ও মেহেরবানী। কবি বলছেন, অর্ধশিক্ষিত ইমামদের নামাযে এ দু'টো গুণের প্রতিফলনের অভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি আরো বলেন, এদের আজান ও অন্তসারশূন্য। এ আজান কোনো নতুন প্রভাতের পয়গাম বহন করে আনে না। এ আজানের মধ্যে মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা নেই। জাতির জীবন প্রবাহকে নতুন ঊষার দিগন্তে পৌঁছিয়ে দিতে সে অপারগ।

৪। আসল ইল্ম বা জ্ঞান দীন থেকে পৃথক কোনো জিনিস নয়। জ্ঞানের সাথে ইসলামের অংগাংগী সম্বন্ধ। যে জ্ঞান দৃষ্টি ও দিলের সহযোগী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অনুসারী, তা কোনোদিন ভুল পথে পা বাড়াতে পারে না। কোনো ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করলেও সে নিজেই তা সংশোধন করে নেয়। ইবরাহীমের জ্ঞান নিয়ে সে মিথ্যা বুতের সাথে সর্বক্ষণ জিহাদে লিপ্ত থাকে। যেমন বলা যেতে পারে, বিজ্ঞান যদি কুরআন ও হাদীসের অনুসারী হয়, তাহলে কোনোদিন তা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে না। তার ধ্বংসকর প্রভাব বিলুপ্ত হবে এবং মানব সভ্যতার উন্নতি বিধানের জন্য নব নব আবিষ্কারে সে আত্মনিয়োগ করবে।

ইকবাল বলেনঃ জামানা, হায়াত, পৃথিবী সবই অখণ্ড। বিশ্ব জাহানের সর্বত্র এ অখণ্ডতা বিরাজমান। কাজেই জ্ঞানও অখণ্ড একথা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে। জ্ঞান যদি অখণ্ড হয়, তাহলে প্রাচীন ও নবীন বা আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না।

অতঃপর কবি বস্তুজগতের দৃষ্টান্ত দিয়ে দৃষ্টি ও দিলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এক ফোঁটা শিশির বিন্দুর সাথে যদি প্রভাত বায়ুর সংযোগ না হয়, তাহলে বাগিচার গাছে গাছে ফুলের বাহার দেখার সৌভাগ্য কারোর হবে না। অর্থাৎ বস্তুজগতের সাথে অমূর্ত জগতের সংযোগ থাকতেই হবে। এছাড়া বস্তু জগতের কোনো জিনিস বাহ্যিক রূপ লাভ করতে পারে না। কাজেই মানবিক জ্ঞানের সাথে আল্লাহর 'অহী'র সংযোগ না থাকলে সে জ্ঞান পরিপুষ্ট ও নির্ভুল হতে পারে না।

৫। কবি এখানে ১৯৩৬ সালের বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এতকাল পরেও দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের সে অবস্থার যথার্থ পরিবর্তন হয়নি। কবি বলেন, উপমহাদেশের হিন্দুরা মুসলমানদেরকে দেশদ্রোহী বলে। কেননা মুসলমানরা এদেশে বাস করে, এদেশের মাটির বুকে চলাফেরা

করে, এদেশের ফল–মূল–শস্যে তাদের দেহ পরিপুষ্ট হয়, এদেশের পানি পান করে তারা জীবন ধারণ করে, এদেশের বাতাসে তারা নিশ্বাস নেয় অথচ এখানকার একটি জিনিসকেও তারা ভালোবাসে না। কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবনের মতো ভারতের পুণ্য তীর্থগুলো তাদের মনে ভক্তির উদ্রেক করে না। অথচ মক্কা–মদীনার নাম শুনতেই তারা ভক্তিতে গদগদ হয়। তাদের মনে খুশীর বান ডেকে যায়। মক্কা–মদীনা ফেরত কোনো লোকের হাতে চুমো দিয়ে, তার হাত চোখে স্পর্শ করে তারা হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করে। জাতীয়তার প্রশ্ন উঠলে তারা নিজেদেরকে ভারতীয় পরিচয় দেয় না– বলে আমরা মুসলমান। জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে এ পাপ ক্ষমার অযোগ্য। কাজেই হিন্দুদের মতে মুসলমানদের দেশদ্রোহিতায় সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

ইংরেজ মুসলমানদেরকে ভিখারীই মনে করে। কারণ তারা দেখেছে, বর্তমানে মুসলমানরা বিদ্যা–বুদ্ধি, শিল্প ও কারুকলায় নিঃস্ব। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাই মুসলমানরা গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের আইনই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে। তাদের লেবাস–পোশাক মুসলমানরা পরিধান করছে। তাদের মুখের ভাষা মুসলমানরা বলছে। তাদের সভ্যতা–সংস্কৃতি, আচার–ব্যবহার, রীতিনীতি মুসলমানরা গ্রহণ করছে। কাজেই তারা মনে করছে, মুসলমানদের নিজস্ব বলে কিছুই নেই। মুসলমানরা যথার্থ ভিখারী।

অন্যদিকে পাঞ্জাবের ভণ্ড নবুওয়াত দাবিদারের শরীয়ত তো সরাসরি মুসলমানদেরকে কাফের বলেই এক কথায় তাদের মুসলমানিত্বই খতম করে দিয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে কবির হৃদয় ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। তিনি প্রতীক্ষা করছেন হকের আওয়াজের। কবে কোন্‌দিক থেকে হকের ধ্বনি উচ্চারিত হবে–কবি এর প্রতীক্ষায় আছেন। অর্থাৎ কবি বলতে চান, মুসলমানরা কবে পুনর্জাগরণের শক্তি অর্জন করবে? কবে তারা হকের আওয়াজ বুলন্দ করে এ বাতিল শক্তিগুলোকে নেস্তনাবুদ করে দেবে? কবে দুনিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে?

৬। ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাব সরকার যখন তরবারির ওপর থেকে লাইসেন্স উঠিয়ে নিয়েছিলেন তখন আল্লামা ইকবাল মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তওহীদের রহস্য নিহিত আছে দুটো জিনিসের মধ্যে। একটা হচ্ছে এই ইস্পাতের তরবারি এবং দ্বিতীয়টা ফকিরীর তরবারি। ফকিরী অর্থ দারিদ্র বা ভিক্ষাবৃত্তি নয়। ফকিরী হচ্ছে বেনিয়াযী ও অমুখাপেক্ষিতা। মানুষের সাহায্যপ্রার্থী না হয়ে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হওয়া। যে ফকিরী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الفقر فخری অর্থাৎ ফকিরী আমার গৌরব–দারিদ্রই আমার অহংকার। আবার তিনি এমন ফকিরী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন যা মানুষকে লাঞ্ছিত করে এবং তাকে দীনতার পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় قاد الفقر ان یکون کفرا অর্থাৎ দারিদ্র মানুষকে কুফরীর পথে টেনে নিয়ে যায়। ইকবাল মুসলমানদের জন্য রসূলুল্লাহর (স) গৌরবময় ফকিরী কামনা করেছেন। কারণ এ ফকিরী বিশ্বজয়ের ক্ষমতা রাখে। তাই ইস্পাতের তরবারির সাথে যখন এই ফকিরীর তরবারি মুসলমানের হাতে এসে যায় তখন সে হয়ে ওঠে হযরত আলী ও খালিদের মতো বিজয়ী সিপাহসালার।

৭। আল্লামা ইকবাল এখানে দীন ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করলে তা ধ্বংসমুখর হয়ে ওঠে। ইতিহাসে একথা প্রমাণিত যে সিকান্দার, চেংগীজ, হালাকু, নাদির শাহ, নেপোলিয়ন ও হিটলারের শক্তি মানুষ ও মানুষের সভ্যতাকে শুধু ধ্বংসই করেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, শক্তি যদি দীনের অধীনতা স্বীকার না করে অর্থাৎ শাসক সমাজ ও বিশ্ববিজয়ী বীরদের মনে যদি আল্লাহভীতি সৃষ্টি না হয়, তাহলে তা মানব সভ্যতার জন্য ভয়াবহ সংহার মূর্তি ধারণ

করে। কিন্তু শক্তি যদি দীনের অনুশাসন মেনে চলে, তাহলে তা মানব সভ্যতার জন্য রহমতের আকার ধারণ করে। যেমন হযরত উমর ফারুক, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী প্রমুখ শাসক ও বিশ্ব বিজয়ীগণ মানব সভ্যতার গঠন ও বিস্তারে বিপুল সহায়তা করে গেছেন।

৮। 'কল্‌বে সলীম' ইসলামী পরিভাষায় এমন একটি হৃদয়কে বলা হয় যে হৃদয়ে আল্লাহভীতি ও রসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে।

৯। ইসলাম মুমিনের খুদীকে আলোক ও অগ্নিময় করে। অর্থাৎ মুমিনের মধ্যে একদিকে কমনীয়তা সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে তার বুকে সৃষ্টি করে দুর্বার সাহসিকতা। মুমিন নিজেকে যখন সিব্‌গাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত করে তখন তার মধ্যে এ দুটি বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ ঘটে। ইসলামের নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করার পরই মুমিন এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে। কবি বলেন, খুদীর এ আলোক ও অগ্নিময় শক্তি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আছে। গাছপালা, পশু-পাখি সবার মধ্যে এ শক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। চিন্তা করলে অবশ্যই আমরা এর অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করতে পারি। কেননা এ বিশ্ব প্রকৃতি হলো আল্লাহর শক্তির বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক বস্তুর মধ্য থেকে আল্লাহর শক্তিই বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

কবি এখানে ইসলামের দ্বিতীয় নাম দিয়েছেন 'আত্মমর্যাদাশীল ফকিরী।' অর্থাৎ এ ফকিরীতে লাঞ্ছনা নেই বরং আছে আত্মমর্যাদা। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি শিখায় না। ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন এক ফকিরীর প্রেরণা সৃষ্টি করে, যার মধ্যে দীনতার লেশমাত্রও থাকে না, যা মানুষের মনে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে। এরি ভিত্তিতে মুসলমানের মনেও জেগে ওঠে আত্মমর্যাদাবোধ। আল্লাহ ছাড়া কারোর সামনে সে মাথা নত করে না। কুফরের সাথে কখনো আপোশ করে না। সারা দুনিয়াব্যাপী অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সে একাকী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এতে তার হৃদয় একটুও কাঁপে না। বরং দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি তার সামনে মাথা নত করে।

১০। এখানে আল্লামা ইকবাল সমকালীন মুসলিম সমাজের গৃহকোণে আবদ্ধ সুফীদেরকে সম্বোধন করেছেন। সমকালীন তাসাউফপন্থীগণ আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্য কথায় জীবনের জটিল সমস্যাবলী থেকে বহুদূরে অবস্থান করছেন। তাঁরা অলৌকিক জগত, অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী ও কারামত ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু যে বস্তু জগতে তাঁরা অবস্থান করছেন, তার ঘটনা ও সমস্যাবলীও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তু জগতের ঘটনাবলীর কার্যকারণ বিশ্লেষণ না করলে জীবন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এদিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তার সাথে সুফীর অন্তরদৃষ্টি না থাকার কারণে তারা শুধু বিভ্রান্ত হচ্ছে, জীবন সমস্যাকে আরো জটিলতর করে তুলছে। বৈজ্ঞানিক নিছক বাহ্যিক কার্যকারণ সামনে রাখেন। বৈজ্ঞানিক বলতে পারেন পানির মধ্যে পিপাসা নিবারণের শক্তি কেন আছে। কিন্তু সূফী এর চাইতেও গভীরে প্রবেশ করে বলতে পারেন এ শক্তি কোথায় থেকে এলো। এ উৎসের সন্ধান লাভ করার পরই জীবন সমস্যার নির্ভুল সমাধান সম্ভবপর।

তাই কবি বলছেন, তাসাউফপন্থীদের বস্তুজগতের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা উচিত। এর ফলে বস্তুজগতের আজকের পরিস্থিতির দিক পরিবর্তিত হতে পারে।

১১। এখানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনৈসলামী চিন্তা ও জীবন ধারার সমালোচনা করা হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট করছে। তারা কথাবার্তা-আচার আচরণ থেকে নিয়ে চিন্তাধারা পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক অংগনে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসারী হয়েছে। তাই মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্বোধন করে

কবি বলছেন, তোমাদের সত্তায় আমি ইসলামের সন্ধান পাচ্ছি না। তোমাদের আপাদমস্তক যেন ফিরিংগীর প্রতিনিধি মনে হয়। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক। কেননা ছেলেবেলা থেকে তোমাদের অভিভাবকরা তোমাদের ফিরিংগীভক্ত শিক্ষকের হাতে সোপর্দ করেছে। ফিরিংগীদের রীতিনীতি–কায়দা কানুনও তোমরা রপ্ত করে নিয়েছো। তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় তোমরা পুরোপুরি দীক্ষিত হয়েছো। ইসলামের শিক্ষা তোমাদের দেয়া হয়নি। এ জন্য তোমরা নিজেদের চিনতে পারোনি। তোমাদের খুদী অপ্রকাশ রয়ে গেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তোমরা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করছো। তোমাদের কথাবার্তায়–চলনে বলনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর অন্যতম কারণ তোমরা ডারউইন, হেগেল, রুশো, ভলটেয়ার, ফ্রয়েড ও কার্ল মার্কসের চিন্তাধারাই অধ্যয়ন করেছো কিন্তু কুরআন, হাদীস ও রসূলুল্লাহর (স) জীবনধারা অধ্যয়ন করার সুযোগ পাওনি। এসব কারণে আল্লাহর অস্তিত্ব তোমরা অস্বীকার করছো। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তোমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ অস্তিত্ব হলো খুদীর প্রকাশ। পাশ্চাত্য শিক্ষার বদৌলতে তোমাদের খুদী ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা স্তিমিত হয়ে আছে। কাজেই যেখানে আত্মপ্রকাশ নেই সেখানে অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ রয়ে গেছে। তাই কবি তাদের বলছেন, নিজেদের অস্তিত্বের চিন্তা করো। দুনিয়ায় তোমাদের অস্তিত্ব আছে কি–না এটাই আজ বিচার্য। কারণ বিজাতির নকলনবিশী করতে গিয়ে তোমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছো।

১২। ইকবাল এখানে তাসাউফের তাৎপর্য ও তার কার্যকারিতা বর্ণনা করেছেন। বর্তমান তাসাউফের সমালোচনা প্রসংগে তিনি বলছেন, তাসাউফপন্থীগণ বাতেনী ইল্‌ম সম্পর্কে যেসব কিতাব লিখেছেন সেগুলো যদি ইসলাম ও মুসলমানের বর্তমান দুর্দশা এবং সমস্যার সমাধান করতে না পারে তাহলে তাদের সমস্ত কিতাবপত্রই অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে এগুলোর কোনো গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নেই। অর্থাৎ যে তাসাউফ ইসলামকে সংকট মুক্ত করতে পারে না এবং মুসলমানদের মনে আল্লাহর পথে জিহাদ করার প্রেরণা যোগায় না তার কোনো প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কেরামদের চাইতে বেশী কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান কোনো সূফী রাখেন না। তাসাউফের জ্ঞানও তাঁদের চাইতে বেশী কারোর নেই। রসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীদের জীবন কি ছিল? তাঁরা কি সমগ্র জীবন হুজরার মধ্যে বসে মুরাকাবা–মুশাহাদায় কাটিয়ে দিয়েছেন? সারা জীবন তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম সাধনা করে গেছেন। রসূলুল্লাহর (স) কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষের মন গড়া সমস্ত ব্যবস্থা নির্মূল করে একমাত্র আল্লাহর ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর কাজ। বর্তমান যুগে এ কাজ আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। কেননা দুনিয়ার কুফরী ব্যবস্থাগুলো আজ ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাচ্ছে। চতুরদিকে আজ ইসলাম ও মুসলমানরা আক্রান্ত। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আজ সূফীদের সংগ্রামের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। অথচ সূফীরা গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে বসে আছেন।

ইকবাল বলছেন, ইসলাম এহেন সূফীবাদের প্রয়োজনবোধ করে না। কর্মবাদবিহীন স্থবির সূফীবাদের স্থান ইসলামে নেই। অন্যদিকে তিনি বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, মানুষের বুদ্ধি আজ চন্দ্রে ও গ্রহান্তরে যাবার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু যে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি আল্লাহপ্রেম দ্বারা পরিচালিত নয়, তা কেবল মানুষকে দুনিয়ায়ই সাফল্য দান করতে পারে। দীনের ব্যাপারে সে একেবারেই ব্যর্থ। দৃষ্টি ও দিল

একযোগে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার না করলে শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নিলে দুনিয়ায় ও আখেরাতে কামিয়াবী অসম্ভব। বিভিন্ন মতবাদে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে কিন্তু ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে দিলকে। হৃদস্পন্দনই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। এজন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ انما الاعمال بالنيات অর্থাৎ সমস্ত কাজকর্মের ফলাফল, পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভর করে কাজের পেছনে যে সংকল্প ও মনোভাব কার্যকর থাকে তারই ওপর। অন্যদিকে দিল আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করার পরই মুমিনের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

অর্থাৎ মুমিনের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভয় করো কারণ সে আল্লাহর আলো দিয়ে দেখে। আল্লামা ইকবাল বলছেন, দিলের সাথে সাথে দৃষ্টিকেও মুসলমান করতে হবে। এটিই হচ্ছে আসল তাসাউফ। এরপর কবি বলছেন ঃ আমার একথা হয়তো অবিন্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ আমার কথা প্রভাত রশ্মির মতো। আর প্রভাত রশ্মি স্পন্দিত ও অবিন্যস্তই হয়ে থাকে।

১৩। কবি এখানে মানব জীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ বুদ্ধি যেহেতু বিত্তহীন, জীবনের রহস্য তার কাছে পুরোপুরি অজ্ঞাত, তাই মানুষের জীবন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। বুদ্ধি নিছক আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করে। আর নিছক আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। ইকবাল বলেন ঃ মানুষের চিন্তা জ্যোতিহীন। অর্থাৎ চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল পথে পরিচালিত হয়। সে কাজ করার জন্য যে অনুপ্রেরণা লাভ করে তা কোনো মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনেক সময় মানুষ একটা কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে অন্য কোনো চিন্তা আসে, ফলে প্রথমোক্ত প্রেরণার বিলুপ্তি ঘটে। আর কাজের প্রেরণাই খতম হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে কাজও স্তব্ধ হয়ে যায়। কাজেই বিত্তহীন বুদ্ধি, জ্যোতিহীন চিন্তা এবং ভিত্তিহীন অনুপ্রেরণা সমন্বিত মানুষের জীবনের অন্ধকার ক্ষেত্র কিভাবে আলোকোজ্জ্বল হবে? অর্থাৎ জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব?

এ আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, জীবন নিজেই যদি জীবন রহস্যের ব্যাখ্যা না করে, তাহলে আমরা নিজেদের জন্য কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ কেমন করে জানতে পারবো? জীবন নিজেই যদি জীবনের রহস্যভেদ না করে তাহলে মানুষের সৃষ্টিই বৃথা। এ ক্ষেত্রে মানুষের জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র একজন নির্ভুল পথ প্রদর্শকের। তার সাহায্য ছাড়া সে সঠিক পথে চলতে কোনোক্রমেই সক্ষম হবে না। আল্লাহ মানুষের জীবনের সহজ সঠিক পথ 'সিরাতল মুস্তাকীম' খুঁজে নিতে বলেছেন। জীবন থেকেই মানুষ এ শিক্ষালাভ করছে যে জীবনের এ সিরাতল মুস্তাকীমে চলার জন্য তার একজন সঠিক পথপ্রদর্শক প্রয়োজন। বুদ্ধি তাকে এ সঠিক পথপ্রদর্শক নির্বাচনে এবং তাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি নিজেই তাকে পরিচালিত করার যোগ্যতা রাখে না। এই সঠিক পথপ্রদর্শক হচ্ছেন কামিল মানুষ তথা নবী ও রসূল। নবী ও রসূলের মাধ্যমে মানুষ যে সিরাতল মুসতাকীম লাভ করে তা হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত। ইসলামী পরিভাষায় এই হিদায়াতকে বলা হয় "অহী"। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পৃথিবীতে এই অহী পূর্ণতা লাভ করেছে।

১৪। মুহাম্মদ আলী বাব ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে দাবী করেন, তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি শেষ যুগে আগমনকারী মেহদী ও মসীহকে কবুল করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন। তিনি নিজের উপাধি হিসাবে "বাব"

শব্দ গ্রহণ করেন। আরবীতে বাব অর্থ দরোজা। অর্থাৎ তাঁর দরোজা দিয়েই ইমাম মেহদী ও হযরত ঈসা মসীহ প্রবেশ করবেন।

তিনি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হবার কথা প্রকাশ করার পর ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ের 'মুজতাহিদে আযম' –প্রধান মুজতাহিদ প্রখ্যাত আলেমদের মজলিস অনুষ্ঠান করে সেখানে তাঁর সাথে বিতর্ক শুরু করেন। মুহাম্মদ আলী বাব তাঁর দাবির সপক্ষে কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন। সেখানে তিনি 'সামাওয়াত' শব্দটি ভুল উচ্চারণ করেন। তাঁর উচ্চারণ পদ্ধতি লক্ষ্য করে আলেমগণ হেসে ওঠেন। কারণ এ থেকে তাঁর আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে যায়। কুরআনের একটি আরবী শব্দ যিনি নির্ভুলভাবে পড়তে পারেন না তিনি কুরআন মজীদের শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হন কোন্ সাহসে। আলেমদের এ ধারণার পেছনে জোরালো যুক্তি ছিল। (আরবী শব্দের হরকত তথা যের, যবর ও পেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোথাও শব্দের মধ্যে যের–যবর–পেশ ওলটপালট হয়ে গেলে বক্যের অর্থের মধ্যে আসমান–জমিন ফারাক হয়ে যায়। যেমন وَاذ ابْتَلَى ابْرَاهِيْمَ رَبُّهُ বাক্যের অর্থ হলো ঃ 'এবং যখন ইব্রাহীমের প্রভু তাকে পরীক্ষা করলেন।' কিন্তু এখানে যদি একটু হরকতের পার্থক্য করে এভাবে পড়া হয় ঃ وَاذابْتَلَى ابْرَاهِيْمُ رَبَّهُ তাহলে এর অর্থ হয় ঃ 'এবং যখন ইব্রাহীম তার প্রভুকে পরীক্ষা করলেন। এই শেষোক্তি পাঠের অর্থ যে কুফরীর নামান্তর এতে সন্দেহ নেই।) কিন্তু মুহাম্মদ আলী বাব আলেমদেরকে তাঁর অজ্ঞতা নিয়ে পরিহাস করতে দেখে জোর গলায় বলেন ঃ দুঃখের বিষয়, আপনারা আমার অজ্ঞতা নিয়ে পরিহাস করছেন কিন্তু আমার বুলন্দ মর্যাদা সম্পর্কে আপনারা মোটেই অবগত নন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমি পূর্ণতা লাভ করেছি। কাজেই কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক উচ্চারণে ভুল করে থাকলেও তা আমার জন্য মোটেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। শাব্দিক উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়মকানুনের শৃংখল থেকে আমি মুক্ত।

আল্লামা ইকবাল এখানে মুহাম্মদ আলী বাবের এ অজ্ঞতার প্রতি সূক্ষ্ম ও গভীর কটাক্ষ করেছেন। আরবী ভাষাকে পুরোপুরি আয়ত্ত না করে যারা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন তাদের জন্য কবি এখানে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রেখেছেন।

১৫। ইকবাল এখানে ফকিরী ও রাহিবীর মধ্যকার দুর্লংঘ ব্যবধান বর্ণনা করেছেন। ফকিরীর নামে আমাদের সমাজে এক প্রকার দীনতার প্রচলন হয়েছে। এই দীনতার ফকিরী ইকবালের উদ্দেশ্য নয়। রাহিবীকে বিকৃত খৃষ্টবাদী তাসাউফ বলা যায়। ফকিরী একটি ইসলামী রীতি এবং রাহিবী পুরোপুরি অনৈসলামী। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ لا رهبانية فى الاسلام ইসলামে রাহ্বানীয়াত তথা রাহিবী নেই। একজন 'রাহিব' গৃহকোণে বা হুজরার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শুধু আল্লাহর নাম জপ করতে থাকে। কিন্তু ফকীরের সমগ্র জীবন সংগ্রামমুখর। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে বিপ্লবের মুখোমুখি বরং বিপ্লবের মধ্যেই অবস্থান করে। রাহিব বনে–জংগলে গিয়ে মানুষের চোখ থেকে আত্মগোপন করে থাকে। অন্যদিকে ফকীর জীবন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনসমক্ষে তার আত্মা ও দেহকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে।

আল্লামা ইকবাল ফকীরের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সে প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ফকীর একজন মর্দে মুমিন। ফকীর হয় মুমিনের পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী। ফকীর হয় সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুর মানদন্ড। তার সাহায্যে সমস্ত জিনিসের গুণাগুণ যাচাই করা যায়। দুনিয়ার সব কিছু থেকে বেনিয়াজ হয়ে যাবার কারণে ফকীরের মধ্যে এমন আত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে যার ফলে বিশ্ব জাহানের সমস্ত সৃষ্টির তাৎপর্য অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। মর্দে মুমিন যেদিন থেকে এই ফকিরীর দৌলত হারিয়েছে সেদিন

থেকেই সে হযরত সাল্মান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর পূত-পবিত্র চরিত্র এবং হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কর্তৃত্ব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

১৬। 'লাহোর ও করাচী' কবিতাটি একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে লিখিত। ১৯২৭ সালে ভারতের ইসলাম ও মুসলিম দুশমন আর্যসমাজীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। তারা আল্লাহর রসূলকে গালিগালাজ এবং তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন (নাউযুবিল্লাহ) করার কাজে ব্যাপৃত হয়। এভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের চিরাচরিত বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটাতে থাকে। এ বিষয়ে আর্য সমাজের সদস্য জনৈক চমুপতি নামক ব্যক্তি একটা বই লেখে এবং ১৯২৭ সালে রাজপাল নামক অন্য একজন আর্যসমাজী বইটি প্রকাশ করে। এ বইটির ভিত্তিতে সারা ভারতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ভারতের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে যেন আগুন লেগে যায়।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠিক এ সময় ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য হাকীম আজমল খাঁ, ডঃ আনসারী প্রমুখ কতিপয় মুসলিম রাজনৈতিক নেতার পক্ষ থেকে জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল। অন্যদিকে প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা লালালাজপত রায়ের বিশিষ্ট সহযোগী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে মুসলমানদের মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। ভারতের বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না।

ইত্যবসরে লাহোর হাইকোর্টে চমুপতি ও রাজপালের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। হাইকোর্ট ঘোষণা করে, ভারতের দন্ডবিধির ২৯৫ ধারা অনুযায়ী যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। এর ভিত্তিতে অপরাধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। কাজেই উভয় আসামীই মুক্তি লাভ করে। হাইকোর্ট এহেন জঘন্য অপরাধের শাস্তি বিধানে ব্যর্থ হবার কারণে ১৯২৮ সালে ইল্মুদ্দীন নামক লাহোরের ১৯ বছর বয়স্ক ইসলামী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনৈক অশিক্ষিত মুসলিম যুবক রাজপালকে হত্যা করে। বিচারে অবশেষে এই মুসলিম যুবকের ফাঁসি হয়। (ইকবালের জীবনে এই অশিক্ষিত মুসলিম শহীদের বিপুল প্রভাব দেখা যায়। শয্যাশায়িত অবস্থায় এই মুসলিম শহীদের কথা আলোচনা করতে করতে তিনি উঠে বসে যেতেন। তাঁর নামোচ্চারণ করতেই তাঁর দুচোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠতো। তাঁর সমগ্র সত্তা এক অস্বাভাবিক উন্মাদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠতো। তিনি বলে উঠতেন, আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের চাইতে কাঠমিস্ত্রীর অশিক্ষিত ছেলেটি অনেক বুদ্ধিমান ছিল। আমরা বিতর্কে মগ্ন হয়ে রইলাম আর সে সাফল্য লাভ করলো।)

অন্যদিকে রাজপালের মুক্তির সাথে সাথেই হিন্দুদের সাহস বেড়ে যায়। করাচী ও কলকাতা থেকে দু'জন আর্য সমাজী বইটি প্রকাশ করে। কাজেই করাচী ও কলকাতায় যথাক্রমে আবদুল কাইউম খান ও আবদুল্লাহ খান মানব সমাজের কলংক এই দুই জঘন্য প্রকাশককে হত্যা করেন। আইনের বিচারে হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়। কলকাতার ঘটনাটি পাঞ্জাবে তত বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কাজেই লাহোর ও করাচীর ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে ইকবাল এ কবিতাটি লেখেন।

কবি বলছেন, হে মুসলমান! তোমরা ইংরেজ সরকারের কাছে এ শহীদানের রক্তের দাম চেয়ো না। মর্দে মুমিনের রক্তের মূল্য ও মর্যাদা তারা কি জানবে? হে মুসলমান! তোমরা আল্লাহকে আহবান করো ঃ
لَا تَدْعُ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ "আল্লাহর সাথে ইলাহ হিসাবে আর কাউকে আহবান করো না।"
এই জুলুমের প্রতিবিধানের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে শক্তি ভিক্ষা করো।

তখনকার বৃটিশ ভারতের পরিবেশে মুসলমানদের এর বেশি কিছু করার সামর্থ ছিল না। কিন্তু আজকের ভারতের বুক চিরে দুদিকে দুটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তারা আজকের পরিবেশে অনেক কিছু করতে পারে। এ দায়িত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি নেই।

১৭। সামেরী একজন লোকের নাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে বনি ইসরাঈলদেরকে গাভী শাবকের পূজায় প্রলুব্ধ করেছিল। কুরআন মজীদে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

১৮। সানজার ও তুগ্রীল ছিলেন প্রাচীন তুরস্কের সালজুকী বংশের দু'জন প্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী অধিপতি।

১৯। শরাব শব্দটি এখানে রাষ্ট্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২০। ফ্রান্সের ইসলাম বৈরিতার কথা আজ দুনিয়ার ছোট বড় সবাই অবগত আছেন। বিগত অর্ধশতক থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ফ্রান্সের অধীনতা স্বীকার করে। একদিকে মুসলিম দেশগুলোর উপর তারা জুলুম চালাতে থাকে এবং অন্যদিকে দুনিয়ার মুসলমানদেরকে ধোকা দেবার জন্য ফরাসী সরকার প্যারিসে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এ মসজিদ নির্মাণের পেছনে ফরাসী সরকারের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য কাজ করছিল। "মসজিদে যিরারের মতো ইসলামকে ধ্বংস করার মনোভাবের উপর এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। কাজেই এটি ইকবালের দীনী আত্মসমর্যাদাকে আহত করে। তিনি একে একটি কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বাহ্যিক সৌন্দর্যের অধিকারী হলেও এ মসজিদের বুনিয়াদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ যে বর্বর জাতি একদা দামাশ্কের ঐতিহ্য ধ্বংস করেছিল, ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের কেন্দ্রভূমিকে দুনিয়ার বুকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল, এ মসজিদ তাদের তৈরি করা। মুসলমান ও ইসলামের সাথে যদি তাদের মনে সামান্যতম বন্ধুত্বের অনুভূতি থাকতো, তাহলে দামাশ্ককে তারা ধ্বংস করতো না। কাজেই এ মসজিদ নির্মাণের জন্য তারা কোনো বাহ্‌বা লাভের অধিকার রাখে না।

২১। আল্লামা ইকবাল এখানে ইরানের বিখ্যাত কবি আফ্‌যাল উদ্দীন খাকানীর দু'টি কথা উদ্ধৃত করেছেন। খাকানীর বলিষ্ঠ ও সুস্থ চিন্তাধারা ইকবালকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন : খাকানীর চোখে জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। "লান তারানী" (আমাকে দেখতে পারবেই না)–র ক্ষেত্র এখানে শেষ হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, খাকানী দুকথায় দুনিয়ার রহস্য বিবৃত করে গেছেন। তা হচ্ছে এই যে, কর্মফলের ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়া পরিচালিত হচ্ছে। দুনিয়ায় আজ ইবলিসের রাজত্ব। কারণ আদম সন্তানরা আল্লাহর নির্দেশ অবহেলা করছে। নবী–রসূলদের প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থা বিস্মৃত হয়ে মানুষ তার দুশমন শয়তানের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে মানবতা, স্নেহ–মমতা, ভদ্রতা সব কিছুই শয়তানী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে। মানুষ শয়তানের প্রতিনিধি হয়েছে।

২২। দুনিয়ার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল – আল্লামা ইকবাল এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি হিন্দুস্তানের বিখ্যাত ফারসী কবি মীর্জা আবদুল কাদের বেদিলের চিন্তাধারা উদ্ধৃত করেছেন।

কবি প্রশ্ন করেছেন ঃ বিশ্ব জাহানে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি পর্বত, সাগর, আকাশ, নদী, পৃথিবী, নক্ষত্র– এ সবের কি সত্যি অস্তিত্ব আছে অথবা এগুলো নিছক আমাদের দৃষ্টিভ্রম? এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। কেউ বলে, যথার্থই এগুলোর অস্তিত্ব আছে। আবার কেউ বলে, আসলে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এগুলো কাল্পনিক। যাদুর খেলার মতো। ইকবাল বলছেন ঃ মীর্জা বেদিল এ প্রশ্নটির অত্যন্ত সহজ সমাধান দিয়ে গেছেন। বেদিল বলেনঃ মুমিনের হৃদয় যদি আল্লাহর সমস্ত তাজাল্লীকে স্থান দেবার মতো প্রশস্ত হতো তাহলে এই বিশ্ব জাহানের কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু বোতলে স্থান সংকুলান না হবার কারণে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী হৃদয় ছাপিয়ে বাইরে বের হয়ে পড়েছে। ফলে পৃথিবীর অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, বিশ্ব জাহানের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। এ সবই আল্লাহর নূরের তাজাল্লী।

২৩। বিহ্‌যাদ পারস্যের বিখ্যাত চিত্রকর।

২৪। আল্লামা ইকবাল এখানে হালাল সংগীতের সংগা নির্দেশ করেছেন। মর্দে মুমিনের জন্য কোন্ ধরনের সংগীত জায়েয, এ প্রশ্নের মীমাংসায় কবি এখানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কবি বলেন, গায়কের সুললিত কণ্ঠ যদিও সাময়িকভাবে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় কিন্তু এই সাধারণ সংগীতের মধ্যে হৃদয়কে সঞ্জীবিত করার ক্ষমতা নেই। কাজেই সাময়িকভাবে হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কবি দুঃখ করে বলেন, হৃদয়ে সত্যিকার উত্তাপ সৃষ্টিকারী সংগীতের অস্তিত্বই আজ পৃথিবীতে নেই। মানুষের এমন সংগীতের প্রয়োজন যার ফলে তার হৃদয়ে চিরন্তন শান্তিধারা প্রবাহিত হবে, তার হৃদয় দুঃখ ও ভীতিশূন্য হবে। কারণ মানুষের দুটো বড় শত্রু হচ্ছে দুঃখ ও ভয়। আল্লার সাথে সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় না হলে মানুষের মন দুঃখ ও ভয়শূন্য হতে পারে না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীরতর হলেই সে সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ মনে করতে পারে। কুরআনে মুমিনের সম্পর্কে বলা হয়েছে। لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ "তারা ভীত নয় এবং দুঃখিত ও হবে না।" কাজেই যে সংগীত ভীতি ও দুঃখ শূন্য করে মুসলমানের মনকে চিরন্তন আনন্দ ও শান্তিতে আপ্লুত করতে সক্ষম হয় না সে সংগীতে মুসলমানের প্রয়োজন নেই। মুসলমানের জন্য তা হালাল হতে পারে না। সে সংগীত মুসলমানকে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়। কুরআন পাঠের মধ্যে যে সংগীত রস নিহিত রয়েছে। একমাত্র তা-ই মুসলমানের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করতে পারে এবং তার হৃদয়কে ভীতিশূন্য করে চিরন্তন আনন্দে পরিপূর্ণ করতে পারে। এই সংগীত রসের মাধুর্য মুমিনকে দুনিয়ায় কর্তৃত্বশালী করে।

২৫। এখানে আল্লামা ইকবাল মুমিনের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং ইসলাম ও কুফরীর সাথে মুমিনের প্রেম ও ঘৃণার গভীরতর সম্পর্ক রয়েছে। মুমিন মিথ্যা, মন্দ ও কুফরীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করে। কুফরীর সাথে কোনো ক্ষেত্রেই সে আপোষ করে না। মুমিন ইসলামকে ভালোবাসে। গভীরভাবে ভালোবাসে। ইসলামের খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। সে মানুষকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য আবার মানুষকে ঘৃণাও করে আল্লাহরই জন্য (হাদিস (الحب لله والبغض لله) । কাজেই তার ঘৃণা ও ভালোবাসা দুটোই গভীরতর। কবি অন্যত্র বলেছেন ঃ

"বন্ধুদের মহফিলে সে কোমল রেশমের মতো
হক-বাতিলের সংগ্রাম সে কঠিন ইস্পাত আবার।"

কুরআনে মুমিনের গুণাবলী বর্ণনা করে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ। "রসূলের সাথে যারা আছেন তারা কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহশীল।"

এ ছাড়াও মুমিনের আর একটা গুণ হলো এই যে, মানুষের সাথে যখন সে কঠোর ব্যবহার করে এবং কুফরীর বিরুদ্ধে যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন তার ক্রোধের মধ্যেও স্নেহ ও মানব সংস্কারের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। এ জন্যই রসূলুল্লাহকে বলা হয়েছে "রহমাতুল্লিল আলামীন"

মুমিনের একটা বিশেষ গুণ হলো এই যে, সে কখনো পরিবেশের দাসত্ব স্বীকার করে না। অনুসৃতির পরিবেশে লালিত হলেও স্বাভাবিক যোগ্যতার বলে সে তার পরিবেশকে পরিবর্তিত করে নেয়। প্রাচীন ও চিরাচরিত কলুষময় জীবন ধারার পরিবর্তন সাধন করে সে একটি নতুন পাপমুক্ত সমাজ সৃষ্টি করে। দুনিয়ার বিস্তীর্ণ বুত্‌খানায় সে একাকী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুঃসাহস বুকে নিয়ে যুগ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

পৃথিবীতে সবার সাথে মুমিনের সম্পর্ক। জীবন ধারণের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে সে আগ্রহ পোষণ করে। কিন্তু এটিই তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ নয়। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ হলো আল্লাহর রেজামন্দী – তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখেই সে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর কাজে অংশগ্রহণ করে। নিজের প্রবৃত্তির নির্দেশ কার্যকর না করে সেখানে সে পরিচালিত হয় আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক।

মুমিনের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত প্রখর। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "মুমিনের বুদ্ধিকে ভয় করো, কারণ সে আল্লাহর আলোয় দেখে।" প্রখর ও সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তির কারণে সে যে কোনো ব্যাপারে গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তার কথাগুলো সহজ–সরল হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়।

গতানুগতিক ধারায় সে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে না। মুমিন তাদের মতো নয় যারা পৃথিবীর বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুমিন হলো পৃথিবীর পরিচালক। এ প্রসঙ্গে কবি অন্যত্র বলেছেন ঃ

"পৃথিবীর পরিধিতে হারিয়ে যাওয়া কাফেরের পরিচয়

মুমিনের বক্ষে এ পৃথিবী বেমালুম গুম হয়ে যায়।"

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুমিন দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে। এজন্য তার দৃষ্টিভংগী হয় সমগ্র যুগে বৈশিষ্টের অধিকারী। জীবিকা অর্জনের জন্য সে ন্যায়ের পথে কঠোর পরিশ্রম করে। অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করতেও সে প্রস্তুত হয় কিন্তু অভাবে পড়ে কখনো নিজের দীন ও ঈমান বিক্রি করে না। কাজেই সাধারণ আলেম ও পীরগণ এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার অনুগত দুনিয়াদার লোকেরা মুমিনের এ কার্যাবলী বুঝতে অক্ষম হয়।

২৬। পাশ্চাত্যের রাজনীতির আল্লামা ইকবাল একজন কঠোর সমালোচক। কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতা গ্রন্থে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ তথা পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, একনায়কতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রভৃতিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি–প্রমাণ সহকারে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, উল্লেখিত রাজনৈতিক মতবাদগুলোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জুলুম ও নিপীড়নের উপর। তিনি এগুলোকে চিহ্নিত করেছেন ইবলিসের কারসাজি

হিসাবে। ইবলিসের এই তেলেস্‌মাতিকে বানচাল করার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন।

এ কবিতাটিতে কবি কমিউনিজমের গতিধারা বিশ্লেষণ করেছেন। 'যরবে কলীম' ছাড়া 'পয়ামে মাশ্‌রিক', 'জাবীদ নামা', 'বালে জিব্রীল', 'আরমগানে হিজায', ও 'পাস চে বায়াদ কারদ' কাব্যগ্রন্থগুলিতেও কবি বর্তমান যুগের এই শক্তিশালী ও পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য এবং তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কমিউনিজমের জন্মদাতা কার্ল মার্কস সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের আগ্রহের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, মার্কস পুঁজিবাদের ঘোর বিরোধী। মহাপরাক্রমশালী পুঁজিবাদের তেলেস্‌মাতিকে মার্কস ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। মার্কস নিপীড়িত শ্রমিক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মার্কস পোপবাদের দণ্ডকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদ যে নতুন সমাজের জন্ম দেয় তাকে তিনি মোটেই সমর্থন করতে পারেন নি। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এবং সম্পত্তি রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করে সর্বসাধারণের অধিকার হরণ করার প্রচেষ্টাকে ইকবাল বিষ নজরে দেখেছেন। মার্কসের বস্তুবাদ ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই ইকবাল একে স্বীকার করতেই পারেন না। তাছাড়া শ্রমিকের অধিকারের নামে মার্কসবাদ এক নতুন পুঁজিবাদের গোড়াপত্তন করে। আর ইসলাম কোনো প্রকার পুঁজিবাদকেই স্বীকৃতি দেয় না। পোপবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস ধর্মকেই নির্মূল করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের উপর স্থাপিত।

কাজেই এসব দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায়, ইকবাল কোনোক্রমেই মার্কসবাদ সমর্থন করতে পারেন না। মার্কস সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ শুধু একটা জরাজীর্ণ প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ইকবালের যুগে কমিউনিজম শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলছিল। তখনো পর্যন্ত তার অনেক দিক নিছক আদর্শের পর্যায়ে ছিল। তাই শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কিত কমিউনিজমের গালভরা আদর্শের ব্যাপারে ইকবালের মন্তব্যের মধ্যে একটু মমতার আমেজ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে কমিউনিজম তার দুটি বড় বড় প্রতিপালক সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন থেকে বিতাড়িত এবং তার পৃষ্ঠপোষক পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। বরং বলতে গেলে সারা বিশ্বে কমিউনিজম আজ একটি প্রত্যাখ্যাত ব্যবস্থা। এর জুলুম, শোষণ ও অন্যায়ের চেহারা সর্বত্র সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আজকের যুগে হলে হয়তো ইকবালের কথায় এতোটুকুন মমতারও স্ফুরণ ঘটতো না। কার্ল মার্কসের মতবাদ সম্পর্কে ইকবাল তাঁর অন্য একটি কবিতায় বলেছেন ঃ

دین آن پیغمبر حق ناشناس

برمساوات شکم دارد اساس

'সত্যের সন্ধান পায়নি যে সে পয়গম্বরের ধর্ম

পেটের সাম্যের উপর স্থাপিত বুনিয়াদ তার।'

'ব্যর্থ নয় রাশিয়ার এ চলার আবেগ' – বলে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, পুঁজিবাদের নয়, ইসলামের এক প্রবল শত্রুকে কমিউনিজম ধ্বংস করে দিয়েছে। শ্রমিকের অধিকার তারা স্বীকার করতে চাচ্ছে এবং এর

ফলে ইসলামী সমাজ– অন্য কথায় সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ততর হবে। ইসলামী আদর্শকে দুনিয়াবাসী সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

কবি বলছেন, এ অবস্থায় মুসলমানদের কুরআন প্রদর্শিত অর্থ ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসা উচিত। কুরআনের মধ্যে গভীর চিন্তা–গবেষণা করে তিনি মুসলমানদের এই অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

"লোকেরা তোমাকে (রসূলুল্লাহ) জিজ্ঞেস করছে তারা (আল্লাহর পথে) কি ব্যয় করবে? বলে দাও, তোমাদের ব্যক্তিগত খরচের পর যা বাড়তি থাকে (তা ব্যয় করো)" অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার সবটাই আল্লাহর পথে ব্যয় করো। এর ফলে ইসলামী সমাজে পুঁজিবাদ এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারবে না। প্রয়োজন পূর্ণ হবার পর এ সমাজে বাড়তি সম্পদ মানুষের হাতে জমা হতেই পারবে না। অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য সেগুলো বাইতুল মালে জমা হবে। তারপর وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ 'এবং তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।' আর এই অধিকার তাদের কাছে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে পৌছিয়ে দেয়া হবে। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের অথবা শ্রমিকের নামে গুটিকয় জালেম শাসকের করায়ত্ত হতে পারবে না। এ জন্যই ইকবাল মুসলমানদের ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আহবান জানাচ্ছেন। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিজমের সয়লাব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করাও সম্ভব হবে না। কমিউনিজম মানুষের রুটি–রুজির দায়িত্ব নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তাকে অনাহারে অর্ধাহারে মেরে ফেলেছে এবং অন্যদিকে তার আত্মাকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। আর ইসলাম মানুষের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার আত্মিক উন্নতির প্রতিও মনোযোগী হয়েছে। জাবীদ নামায় ইকবাল বলেছেন ঃ

کرده ام اندر مقاماتش نگه

لاسلاطین ، لا کلیسا، لا اله

'দৃষ্টিপাত করলাম এর সব পর্যায়ে

বাদশাহ, গীর্জা, আল্লাহ কারোর অস্তিত্ব নেই।'

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
31034
LAHORE.

*"এ যুগের চাহিদা থেকে এ আশংকা প্রকাশিত
হয়ে যাবে কোথাও বুঝি নবীর শরীয়ত উন্মোচিত।"*

অর্ধশতক পরে আজকের বিশ্বে ইকবালের এ আশংকা সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। সত্য তার আপন শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। মানুষের সমস্ত মতবাদের ব্যর্থতা আল্লাহর ওহী ও নবীর শরীয়তের সারবত্তাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আহবান জানাচ্ছে। *যরবে কলীম*-এ এরই ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে যুক্তির শাণিত ধারায় ও কণ্ঠের বলিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ এ কবিতা প্রবাহে।

00031034

8